এন্তেখাবে হাদীস

একটি নির্বাচিত হাদীস সংকলন

মূল: আবদুল গাফ্ফার হাসান নদভী

অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা

এন্তেখাবে হাদীস

....

এন্তেখাবে হাদীস

(নির্বাচিত হাদীস সংকলন)

১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে

মূল

আবদুল গাফ্‌ফার হাসান নদভী

অনুবাদ

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বি.কম (অনার্স), এম.কম, এম.এম.

সম্পাদনা

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক

এম.এ, এম.এম.

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❖ বাংলা বাজার ❖ মগবাজার

এন্তেখাবে হাদীস

আবদুল গাফ্ফার হাসান নদভী

অনুবাদ

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

প্রকাশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস

ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

ISBN : 984-32-0759-9

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ

অক্টোবর, ২০০১

দশম সংস্করণ

মে, ২০১৩

প্রচ্ছদ

মুবাশ্বির মজুমদার

কম্পোজ ও মুদ্রণ

আহসান কম্পিউটার

কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা।

বিনিময় : একশত ষাট টাকা মাত্র

INTEKHAB-E HADITH by Abdul Gaffar Nadvi Translated (into Bengali) by Alhajj Muhammad Musa, Published by Ahsan Pablication, Katabon Masjid Campus, Dhaka-1000, First Edition October, 2001, Tenth Edition May 2013, Price Tk. 160 only.

A.P-10

সংকলকের ভূমিকা

মুমিন জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং তার সামগ্রিক চেষ্টা-সাধনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে কার্যত আল্লাহর দীন কায়েমের চেষ্টা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতে সাফল্য লাভ।

একথা সুস্পষ্ট যে, যেসব লোক এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করবে তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়াবাসীর সামনে ঈমানী সংকল্প, উত্তপ্ত আবেগ ও ঐকান্তিক মনোবলের দৃষ্টান্ত পেশ করতে হবে। তাদের কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে এবং তারা হবে আপাদমস্তক কর্মনিষ্ঠার উজ্জ্বল প্রতীক। এই মহান লক্ষ্য অর্জনে তাদেরকে নিজেদের প্রিয় থেকে প্রিয়তম সম্পদ পর্যন্ত কোরবানী দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পার্থিব স্বার্থ অথবা বস্তুগত সুবিধা লাভ থাকবে না।

কুরআন অধ্যয়ন ও বুঝার জন্য 'তাফহীমুল কুরআন'এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। কিন্তু হাদীস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমাদের ভাষায় এমন কোন সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সংকলন নেই যা নৈতিক প্রশিক্ষণ ও জীবন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই এ গ্রন্থখানি সংকলন করা হয়েছে।

* এই গ্রন্থে হাদীস চয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-ব্যবহার ও নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত মানব জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগ যাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাতের আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক তৃষ্ণার্ত না থেকে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

বিষয়সূচির উপর একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে অনুমান করা যাবে যে, মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়াদি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত এমন কোন উল্লেখযোগ্য দিক নেই, যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দান করেননি।

* এই সংকলনে সাধারণত সেই ধরনের হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে যার নৈতিক পথনির্দেশ ও ফিকহী বিষয়ের উপর সমগ্র মিল্লাতে ইসলামিয়া একমত। যতদূর সম্ভব বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

* অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সহজ ভাষা এবং সাধারণের বোধগম্য প্রকাশভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে। তাৎপর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে দার্শনিক যুক্তিতর্ক পরিহার করা হয়েছে। এভাবে যেমন প্রশিক্ষণ শিবিরের বন্ধুরা এই সংকলন থেকে পূর্ণ ফায়দা অর্জন করতে পারবেন, তেমনিভাবে একেবারে সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানরাও তা থেকে উপকৃত হবেন।

অবশ্য এ দাবি করা যায় না যে, এই সংকলন নিজস্ব বিষয়বস্তুর দিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সফল প্রচেষ্টা। তবে মানব জীবনের পুনর্গঠন ও প্রশিক্ষণের কোন দিক যাতে বাদ না যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার কাছে মুনাজাত করি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আমার পারলৌকিক সৌভাগ্য ও সাফল্যের উপায় হিসাবে কবুল করেন এবং সত্য পথের পথিকদের এ থেকে অজস্র ফায়দা লাভ করার তৌফিক দেন।

৪, নভেম্বর ১৯৫৬ ঈসায়ী — **আবদুল গাফ্ফার হাসান নদভী**

সূচিপত্র

হাদীস সংকলনের ইতিহাস ১৭

প্রথম অধ্যায় ঃ দীনের মূল ভিত্তিসমূহ

ইসলামী আকীদা ও রুকনসমূহ ৩৫

তাওহীদ ৩৮

রিসালাতের প্রতি ঈমান ৩৯

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য ৩৯

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা ৩৯

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি পরিহার ৪১

তাকদীরে ঈমান পোষণ ৪২

আখেরাতের জবাবদিহি ৪৪

পার্থিব জীবনের অস্থায়িত্ব ৪৪

মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী ৪৯

সৎ কাজের ব্যাপক ধারণা ৫৪

পার্থিব জীবন সম্পর্কে ঈমানদার ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ৫৫

পার্থিব জীবন ঈমানদার ব্যক্তির কর্মনীতি ৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দীনি শিক্ষা

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীনি শিক্ষার ফযীলত ৫৯

দীনের প্রচার ও সংস্কারের বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল ৬১

সন্তান ও পরিবার-পরিজনদের দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা ৬৫

দীনের ব্যাপারে দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলা নিষেধ ৬৬

নিকৃষ্ট আলেমের দৃষ্টান্ত ৬৯

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকা

দীনের পুনর্জীবন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ ৭৩

দীনি ব্যাপারে সূক্ষ্ম আত্ম মর্যাদাবোধ ৭৬

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইবাদাত-বন্দেগী

নামাযের গুরুত্ব ৮১

যাকাত ৮৪

রোযা-৮৫

হজ্জ-৮৫
নফল ইবাদাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা-৮৬
আল্লাহর যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত-৮৮
অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা-৮৯

পঞ্চম অধ্যায় ঃ চরিত্র-নৈতিকতা

ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব-৯৫
ঈমান ও আখলাকের সম্পর্ক-৯৬

মহোত্তম চরিত্রের ভিত্তিসমূহ

তাকওয়া-৯৭
মুত্তাকীসুলভ জীবনযাত্রা-৯৭
উপায়-উপকরণের পবিত্রতা-৯৮
তাকওয়ার পরিমন্ডল-৯৯
তাকওয়ার দৃষ্টান্ত-১০০
তাকওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি-১০১
আল্লাহর উপর ভরসা করা-১০১
আল্লাহর উপর ভরসার দৃষ্টান্ত-১০৩
ধৈর্যধারণ (সবর)-১০৪
বিপদে ধৈর্যধারণ ১০৪
আনুত্যের পথে সবর-১০৫
মৌলনীতি পালনে ধৈর্য এবং সুশৃঙ্খল জীবন -১০৫
শত্রুর মোকাবিলায় ধৈর্যধারণ-১০৬
অভাব অনটনে ধৈর্য ধারণ-১০৭
প্রতিশোধ স্পৃহায় ধৈর্য ধারণ-১০৭

ব্যক্তিগত নৈতিক বৈশিষ্ট্য

আত্মসংযম-১০৯
ক্ষমা ও সহনশীলতা-১১১
উদারতা (মনের প্রশস্ততা)-১১১
লজ্জাশীলতা-১১১
গাম্ভীর্য-১১৩
গোপনীয়তা-১১৩
বিনয় ও নম্রতা-১১৪

খ্যাতি ও যশের কাঙ্গাল না হওয়া-১১৫
অল্পে তুষ্টি-১১৫
সহজ-সরল জীবন-১১৮
মধ্য পন্থা বা মিতাচারিতা অবলম্বন-১২১
বদান্যতা-১২৩
সততা বিশ্বস্ততা-১২৪

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ চারিত্রিক দোষত্রুটি

আত্মম্ভরিতা-১২৫
আত্মম্ভরিতার প্রতিরোধ-১২৫
আত্মম্ভরিতার রোগ থেকে সতর্কতা অবলম্বন-১২৬
যশের কাঙ্গাল-১২৬
অহংকার-১২৭
মনের সংকীর্ণতা-১২৭
নিকৃষ্ট আচরণ-১২৮
স্বার্থপরতা-১২৮
কৃপণতা-১২৯
ব্যক্তিত্বহীনতা ও ছেবলামী-১২৯
লোভ-লালসা-১২৯
কৃত্রিমতা ও পরাণুকরণ-১৩০
কথাবার্তায় কৃত্রিমতা ও মিথ্যাচার-১৩০
বাহ্যিক লৌকিকতা -১৩১
অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া-১৩১
অপচয় ও অপব্যবহার-১৩২
অপচয় ও ভোগবিলাস-১৩৩
নৈরাশ্য ও কাপুরুষতা-১৩৪
সন্দেহ প্রবণতা-১৩৪

সপ্তম অধ্যায় ঃ সৎ জীবন যাপন

বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা-১৩৫
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-১৩৬
বাহ্যিক পবিত্রতা ও নৈতিক পবিত্রতা-১৩৭

পানাহারের শিষ্টাচার-১৪১
গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা-১৪৩
সুমধুর কণ্ঠস্বর-১৪৪
কথাবার্তায় গাম্ভীর্য-১৪৪
মুখের পবিত্রতা-১৪৪
প্রচলিত রীতিনীতির সংস্কার-১৪৫
প্রফুল্লতা-১৪৫
অট্টহাসি পরিহার-১৪৫
সফরের শিষ্টাচার-১৪৫
সতর্ক পদক্ষেপ-১৪৭
শোয়ার আদব-কায়দা-১৪৭
স্বাস্থ্যের হিফাযত-১৪৭
চলাফেরার আদব-কায়দা-১৪৮

অষ্টম অধ্যায় ঃ আদর্শ সমাজ ও পরিবার

পিতা-মাতার অধিকার-১৪৯
আত্মীয় সম্পর্ক-১৫০
স্বামীর আনুগত্য-১৫০
সৎকর্ম পরায়ণ স্ত্রী-১৫১
নেক-আত্মীয়তার গুরুত্ব-১৫২
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক-১৫২
স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্কের গুরুত্ব-১৫২
স্বামী-স্ত্রীর অকৃত্রিম সম্পর্ক-১৫৩
স্ত্রীর মনস্তুষ্টি-১৫৩
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান-১৫৪
পরিবার-পরিজনের অধিকার-১৫৫
সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান-১৫৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক-১৫৮
দুর্বলদের সাথে সদাচার-১৫৮
সৃষ্টির সেবা-১৫৯
মেহমানের অধিকার-১৬০
বাড়ির কাজের লোকদের অধিকার-১৬১

বন্দীদের সাথে সদাচরণ-১৬২
ধনীদের সম্পদে গরীবদের অধিকার-১৬৩
বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা-১৬৪
প্রবীণদের সম্মান প্রদর্শন-১৬৪
সামাজিক শিষ্টাচার-১৬৪
সাক্ষাতপ্রার্থীর জন্য বিদায়ী দোয়া-১৬৫
বন্ধু ও সহকর্মীদের সাথে সরল ব্যবহার-১৬৫
সুখ-স্বাচ্ছন্দের ক্ষেত্রে ভারসাম্য-১৬৬
দুর্বলদের কথা স্মরণ রাখা-১৬৭
গরীব ও সাধারণ লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা-১৬৮
ইয়াতীমদের সাথে সদাচার-১৭০
খাদেমদের সাথে ভাল ব্যবহার করা -১৭০
জীবে দয়া-১৭১
সর্বসাধারণের প্রতি অনুগ্রহ-১৭২

নবম অধ্যায় ঃ দলীয় ও সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য

আন্তরিক কল্যাণ কামনা-১৭৩
অন্যায় ও যুলুমের প্রতিরোধ-১৭৪
ভালোবাসা ও সহানুভূতি-১৭৪
পারস্পারিক সদ্ভাব-১৭৫
উত্তম আচরণ-১৭৫
পারস্পারিক পরামর্শের গুরুত্ব-১৭৬
মুসলমান ভাইকে সাহায্য করা-১৭৬
সুধারণা-১৭৭
বৈঠক ও সভা-সমিতির আদব-কায়দা-১৭৭
ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা-১৭৮
বন্ধুত্বের প্রভাব-১৭৯
বন্ধুত্ব ও শত্রুতায় ভারসাম্য বজায় রাখা-১৭৯
আনন্দ-স্ফূর্তি-১৮০

দশম অধ্যায় ঃ দলীয় ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দোষত্রুটি

কথাবার্তায় অসতর্কতা-১৮১
অশ্লীল কথাবার্তা-১৮২

বিদ্রুপাত্মক হাসি-কৌতুক-১৮৩
কুধারণা-১৮৪
গীবতের সীমা-১৮৭
মৃতদের দোষচর্চা-১৮৮
আত্মম্ভরিতা-১৮৯
চাটুকারিতা-১৮৯
মোনাফিকীর অনিষ্টকারিতা-১৯১
কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য-১৯২
যালেমকে সাহায্য করা-১৯৩
অধিকার হরণ-১৯৩
জবর দখল-১৯৪
আত্মসাৎ-১৯৪
উৎকোচ-১৯৫
উৎকোচের চোরা গলিতে বাঁধ নির্মাণ-১৯৬
সুদের চোরা গলি রুদ্ধ করতে হবে-১৯৭
যুদ্ধ-সংঘাতের কারণ-১৯৮
ঝগড়া-বিবাদ-১৯৮
ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনা-২০০
বাহানা ও শঠতা-২০১
দায়িত্বহীন কাজে তিরস্কার-২০২
স্বার্থপরতা-২০২
মনের সংকীর্ণতা-২০২
উপকারের কথা ভুলে যাওয়া-২০৩
কৃত্রিমতা ও মিথ্যাচার-২০৪
পরানুকরণ-২০৪
শেরেক ও ব্যক্তিপূজা-২০৫
জাহিলী যুগের রাজকীয় স্বাতন্ত্রের বিলোপ-২০৬
প্রবীণ ও বিজ্ঞ পূজা-২০৬
বংশ গোত্র ও জাতি পূজা-২০৭

শ্রেণী বিভেদ-২০৭
অশ্লীলতার প্রসার-২১১
দূষিত পরিবেশ-২১১
দোষী ব্যক্তির জন্য সুপারিশ-২১৩
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা-২১৪
পার্থিব জগতের প্রতি আকর্ষণ-২১৫

একাদশ অধ্যায় ঃ সুষ্ঠু সংগঠন ও শৃংখলা

সংগঠনের অপরিহার্যতা-২১৬
সামাজিক সংগঠন ও শৃংখলার গুরুত্ব-২১৭
আনুগত্যের সীমা-২১৯
শরীআতের পরিপন্থী চুক্তি বাতিল-২১৯
আমিরের দায়িত্ব-২২০
ইসলামী রাষ্ট্রের জিম্মাদারী-২২১
নেতৃত্বের গুণাবলী-২২২
পদ প্রার্থনা-২২৪
পদপ্রার্থী হওয়ার সীমা-২২৪
জনগনের সংশোধনীর উপর দেশের উন্নতি নির্ভরশীল-২২৫
পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থার গুরুত্ব-২২৬
বিচার বিভাগের দায়িত্ব-২২৭
আইনের চোখে সবাই সমান-২২৮
আইনের আওতায় ক্ষমার সীমা-২২৯
বিচারালয়ের নীতিমালা ও প্রথা-২২৯
ইসলামের সমরনীতি-২৩০
ইসলামের আন্তর্জাতিক চুক্তি-২৩১
ধর্ম ও রাজনীতি-২৩২

হাদীস সংকলনের ইতিহাস

হাদীস শাস্ত্রের সমস্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এজন্য স্বতন্ত্র পুস্তক রচনার প্রয়োজন। এখানে হাদীসের সংগ্রহ ও সংকলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। এ থেকে অনুমান করা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের এই অমূল্য সম্পদ এই তের শত বছর কোন কোন পর্যায় অতিক্রম করে আমাদের কাছে পৌছেছে। এ থেকে আরও জানা যাবে, কোন্ মহান ব্যক্তিগণ হিকমাত ও হেদায়াতের এই উৎসকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত আকারে পৌছে দেয়ার জন্য নিজেদের জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে এ কাজে জীবনবাজি রাখতেও পশ্চাৎপদ হননি।

তিনটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসসমূহ আমাদের নিকট পৌছেছে।

(১) লিখিত আকারে, (২) স্মৃতিতে ধরে রাখার মাধ্যমে; (৩) পঠন-পাঠনের মাধ্যমে।

হাদীস সংগ্রহ, বিন্যাস ও পুস্তকাকারে সংকলনের সময়টাকে চার যুগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম যুগ ঃ

নবী পাক (সাঃ)-এর যুগ থেকে ১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত ঃ এই যুগের হাদীস সংগ্রাহক, সংকলক ও মুখস্তকারীগণের পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

হাদীসের প্রসিদ্ধ হাফেযগণ

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) (আবদুর রহমান) ঃ ৭৮ বছর বয়সে ৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রিওয়ায়াতকৃত (বর্ণিত) হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ এবং তাঁর ছাত্র সংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত।

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঃ ৭১ বছর বয়সে ৬৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা ১৬৬০।

(৩) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ঃ ৬৭ বছর বয়সে ৫৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা ২২১০।

(৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ঃ ৭৪ বছর বয়সে ৭৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০।

(৫) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ঃ ৯৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা ১৫৬০।

(৬) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ঃ ১০৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬।

(৭)হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ঃ ৮৪ বছর বয়সে ৭৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০।

এই ক'জন মহান সাহাবীর প্রত্যেকেরই এক হাজারের অধিক হাদীস মুখস্ত ছিল। তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (মৃঃ ৬৩ হিজরী), হযরত আলী (মৃঃ ৪০ হিজরী) এবং উমার ফারুক (মৃঃ ২৩ হিজরী) রাদিয়াল্লাহু আনহুম সেইসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ থেকে এক হাজারের মধ্যে।

অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (মৃঃ ১৩ হিজরী), হযরত উসমান (মৃঃ ৩৬ হিজরী), হযরত উম্মে সালামা (মৃঃ ৫৯ হিজরী) হযরত আবু মুসা আশআরী (মৃঃ ৫২ হিজরী), হযরত আবু যার গিফারী (মৃঃ ৩২ হিজরী) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (মৃঃ ৫১ হিজরী) রাদিআল্লাহু আনহুম থেকে এক শতের অধিক এবং পাঁচ শতের কম হাদীস বর্ণিত আছে।

সাহাবীদের ছাড়া এ যুগের একদল মহান তাবিঈর কথাও স্মরণ করতে হয় যাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় হাদীস-ভান্ডার থেকে মিল্লাতে ইসলামিয়া কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল।

(১) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) ঃ উমার ফারূক (রা)-এর খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি হযরত উসমান (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ সাহাবার নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন।

(২) উরওয়া ইবনুয যুবাইর ঃ মদীনার বিশিষ্ট আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর বোনপুত্র। তিনি তাঁর কাছ থেকেই বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনন্তর তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও যায়েদ ইবনে সাবেতের (রা) নিকটও হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। সালেহ ইবনে কাইসান ও ইমাম যুহরীর মত আলেমগণ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

(৩) সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ঃ মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফিকহবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহ অপরাপর সাহাবীর নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। নাফে, ইমাম যুহরী ও অপরাপর প্রসিদ্ধ তাবিঈগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি ১০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

(৪) নাফে (রা) : তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর মুক্তদাস। তিনি তাঁর মনিবের বিশিষ্ট ছাত্র এবং ইমাম মালেক (র)-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইবনে উমার (রা)-এর সূত্রেই বেশীর ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

এই যুগের সংকলনসমূহ

(১) 'সহীফায়ে সাদেকা'

এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ইবনুল আস কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। পুস্তক রচনার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যা কিছু শুনতেন তা লিখে রাখতেন। এজন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন। ৭৭ বছর বয়সে ৬৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

এই সংকলনে প্রায় এক হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল। তা কয়েক যুগ ধরে তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে তা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থে পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে।

(২) 'সহীফায়ে সহীহা'

হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ (মৃ. ১০১ হিজরী) এটা সংকলন করেন। তিনি হযরত আবু হুরায়রার (রা) ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর উস্তাদ মুহতারামের বর্ণিত হাদীসগুলো এই গ্রন্থে একত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গ্রন্থটির হস্তলিখিত কপি বার্লিন ও দামিশকের গ্রন্থাগারসমূহে সংরক্ষিত আছে। ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু হুরায়রার (রা) শিরোনামে পূর্ণ গ্রন্থটি সন্নিবেশ করেছেন। এই সংকলনটি কিছুকাল পূর্বে ডঃ হামীদুল্লাহ সাহেবের প্রচেষ্টায় হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশি হয়েছে। এতে ১৩৮ টি হাদীস রয়েছে।

এই সংকলনটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীসের একটি অংশ মাত্র। এর অধিকাংশ হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও পাওয়া যায়। সং পাঠ প্রায় একই, বিশেষ কোন তারতম্য নাই। হযরত আবু হুরায়রার (রা) অপর ছাত্র বশীর ইবনে নাহীকও একটি সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। আবু হুরায়রার (রা) ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁকে এই সংকলন পড়ে শুনান এবং তিনি তা সত্যায়িত করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ডঃ হামীদুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত সহীফায়ে ইবনে হাম্মাম-এর ভূমিকা।

(৩) মুসনাদে আবু হুরায়রা (রা)

সাহাবাদের যুগেই এই সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছিল। এর একটি হস্তলিখিত কপি উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর পিতা এবং মিসরের গভর্ণর আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান (মৃঃ ৮৬ হিজরী)-এর নিকট ছিল। তিনি কাসীর ইবনে মুররাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, তোমাদের কাছে সাহাবায়ে কিরামের যেসব হাদীস বর্তমান আছে তা লিপিবদ্ধ করে পাঠাও। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস লিখে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কেননা তা আমাদের কাছে লিখিত আকারে বর্তমান আছে। আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর স্বহস্তে লিখিত মুসনাদে আবি হুরায়রা (রা)-এর একটি কপি জার্মানীর গ্রন্থাগারসমূহে বর্তমান আছে। *(তিরমিযীর শরাহ তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ ১৬৫)*

(৪) সহীফায়ে হযরত আলী (রা)

ইমাম বুখারী (র)-এর ভাষ্য থেকে জানা যায়, এই সংকলনটি বেশ বড় ছিল। এর মধ্যে যাকাত, মদীনার হেরেম, বিদায় হজ্জের ভাষণ ও ইসলামী সংবিধানের ধারাসমূহ বিবৃত ছিল (সহীহ বুখারী কিতাবুল ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, ১ম খন্ড পৃ ৪৫১)

(৫) নবী পাক (সা) এর লিখিত ভাষণ

মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু শাহ ইয়ামানী (রা)-র আবেদনক্রমে তাঁর দীর্ঘ ভাষণ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ভাষণ মানবাধিকারের বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত। *(সহীহ বুখারী ১ম খন্ড, পৃ. ২০)*

(৬) সহীফা হযরত জাবির (রা)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর ছাত্র ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ (মৃঃ ১১০ হিজরী) ও সুলাইমান ইবনে কায়েস লশকোরী লিখিত আকারে সংকলন করেছিলেন। এই সংকলনে হজ্জের নিয়মাবলী ও বিদায় হজ্জের ভাষণ স্থান লাভ করে।

(৭) রেওয়ায়াতে আয়েশা সিদ্দীকা (রা)

হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর ছাত্র ও বোনপুত্র উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) লিখে নিয়েছিলেন। *(তাহযীবুত তাহযীব, ৭মখন্ড , পৃষ্ঠা ১৮৩)*

(৮) আহাদীসে ইবনে আব্বাস (রা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতসমূহের সংকলন। তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবন জুবায়েরও তাঁর হাদীসসমূহ লিখিত আকারে সংকলন করতেন।

(দারমী, পৃ. ৬৮)

(৯) সহীফা আনাস ইবন মালেক (রা)

সাঈদ ইবনে হেলাল বলেন, আনাস (রা) তাঁর স্বহস্ত লিখিত সংকলন বের করে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন, এই হাদীসগুলো আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট শুনেছি এবং লিপিবদ্ধ করার পর তা পাঠ করে তাঁকে শুনিয়ে সত্যায়িত করে নিয়েছি। *(সহীফায়ে হাম্মামের ভূমিকা পৃ, ৩৪)*

(১০) আমর ইবনে হাযম (রহ)

যাঁকে ইয়ামানের গভর্ণর নিয়োগ করে পাঠানোর সময় নবী (সা) একটি লিখিত নির্দেশনামা দিয়েছিলেন। তিনি কেবল এই নির্দেশনামাই সংরক্ষণ করেননি, বরং এর সাথে নবী (স)-এর আরও ফরমান যুক্ত করে একটি সুন্দর সংকলন তৈরি করেন। *(ডঃ হামীদুল্লাহ, আল ওয়াসাইকুস সিয়াসিয়া, পৃ. ১০৫)*

(১১) রিসালা সামুরা ইবন জুনদুব (রা)

তাঁর সন্তান এটা তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। এটা হাদীসের একটা উল্লেখযোগ্য সংকলন ছিল। *(তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খন্ড, পৃ ২৩৬)*

(১২) সহীফা সা'দ ইবনে উবাদা (রা)

এই সাহাবী জাহিলী যুগ থেকেই লেখাপড়া জানতেন।

(১৩) মাআন থেকে বর্ণিত

তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর পুত্র আব্দুর রহমান আমার সামনে একটি কিতাব এনে শপথ করে বললেন, এটা আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) স্বহস্তে লিখিত। *(জামিউল ইলম, পৃ.৩৭)*

(১৪) মাকতুবাত নাফে (র)

সুলাইমান ইবনে মূসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হাদীস বলতেন আর তাঁর ছাত্র নাফে তা লিপিবদ্ধ করতেন। *(দারিমী, পৃ.৬৯, সহীফা ইবনে হাম্মামের ভূমিকা, পৃ.৪৫)*

যদি গবেষণা ও অনুসন্ধানের ধারা অব্যাহত রাখা হয় তবে উল্লিখিত সংকলনগুলো ছাড়া আরও অনেক সংকলনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই যুগে সাহাবায়ে কেরাম ও প্রবীণ তাবিঈগণ বেশীরভাগ নিজেদের ব্যক্তিগত স্মৃতিতে সংরক্ষিত হাদীসসমূহ লিখে রাখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের

কাজ আরও ব্যাপকতা লাভ করে। হাদীস সংকলকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ভান্ডারের সাথে নিজ নিজ শহর ও অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সংগ্রহও একত্র করেন।

দ্বিতীয় যুগ

এই যুগটি প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে গিয়ে শেষ হয়। এই যুগে তাবিঈদের একটি বিরাট দল তৈরি হয়ে যায়। তাঁরা প্রথম যুগের লিখিত ভান্ডারকে ব্যাপক সংকলনসমূহে একত্র করেন।

এই যুগের হাদীস সংকলকগণ হলেন ঃ

(১) মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব

ইমাম যুহরী নামে সমাধিক প্রসিদ্ধ (মৃ.১২৪ হিজরী)। তিনি নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা), আনাস ইবন মালেক (রা), সাহল্ ইবনে সা'দ (রা) এবং তাবিঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) ও মাহমূদ ইবন রাবী (র) প্রমুখের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম আওযাঈ (র) ও ইমাম মালেক (র) এবং সুফিয়ান ইবন উয়াইনা (র)-এর মত হাদীসের প্রখ্যাত ইমামগণ তাঁর ছাত্রদের মধ্যে গণ্য। ১০১ হিজরীতে উমার ইবনে আব্দুল আযীয (র) তাঁকে হাদীস সংগ্রহ করে তা একত্র করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি মদীনার গভর্ণর আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হায্মকে নির্দেশ দেন যেন তিনি আবদুর রহমান-কন্যা আমরাহ ও কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের নিকট হাদীসের যে ভান্ডার রয়েছে তা লিখে নেন। এই আমরাহ (র) হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) বিশিষ্ট ছাত্রী ছিলেন এবং কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত আয়েশা (রা) নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। *(তাহযীবুত তাহযীব, খ.৭,পৃ. ১৭২)*

কেবল এখানেই শেষ নয়, বরং হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) ইসলামী রাষ্ট্রের সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে হাদীসের এই বিরাট ভান্ডার সংগ্রহ ও সংকলনের জোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে হাদীসের বিরাট সম্পদ রাজধানীতে পৌছে গেল। খলীফা হাদীসের সংকলন প্রস্তুত করিয়ে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। *(তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, খ. ১ পৃ. ১০৬; জামিউল ইলম, পৃ. ৩৮)*

ইমাম যুহরীর সংগৃহীত হাদীস সংকলন করার পর এই যুগের অপরাপর আলেমগণও হাদীসের গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করেন। আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ (মৃ. ১৫০ হিজরী) মক্কায়, ইমাম আওযাঈ (মৃ. ১৫৭ হিজরী) সিরিয়ায় মা'মার

ইবনে রাশেদ (মৃ.১৫৩ হিজরী) ইয়ামানে, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১ হিজরী) কুফায়, ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালামা (মৃ. ১৬৭ হিজরী) বসরায় এবং ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃ. ১৮১ হিজরী) খোরাসানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন।

(২) ইমাম মালেক ইবন আনাস (রহ)

(জন্ম ৯৩ হিজরী, মৃত্যু ১৭৯ হিজরী) ইমাম যুহরীর পরে মদীনায় হাদীস সংকলন ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি নাফে, যুহরী ও অপরাপর আলেমের ইলম দ্বারা উপকৃত হন। তাঁর শিক্ষক সংখ্যা নয় শত পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর জ্ঞানের প্রস্রবণ থেকে সরাসরি হেজায, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তীন, মিসর, আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ার (স্পেন) হাজারো হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র তৃপ্ত হয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে লাইস ইবনে সা'দ (মৃ. ১৭৫ হিজরী), ইবনুল মুবারক (মৃ. ১৮১ হিজরী), ইমাম শাফিঈ (মৃ. ২০৪ হিজরী) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯ হিজরী)-এর মত মহান ইমামগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এই যুগে হাদীসের অনেকগুলো সংকলন রচিত হয়, যার মধ্যে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এই গ্রন্থ ১৩০ হিজরী থেকে ১৪১ হিজরীর মধ্যে সংকলিত হয়। এতে মোট ১৭০০ রিওয়ায়াত আছে। তার মধ্যে ৬০০টি মারুফ, ২২৮ টি মুরসাল, ৬১৩টি মাওকুফ রিওয়ায়াত এবং তাবিঈদের ২৮৫টি বাণী রয়েছে। এ যুগের আরও কয়েকটি সংকলনের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ

১। জামে' সুফিয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১ হিজরী) ২। জামে ইবনুল মুবারাক, ৩ জামে ইবনে আওযাঈ (মৃ. ১৫৭ হিজরী), ৪। জামে ইবনে জুরাইজ (মৃ. ১৫০ হিজরী), ৫। ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. ১৮৩ হিজরী)-এর কিতাবুল খিরাজ, ৬। ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আসার। এই যুগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস, সাহাবাদের আসার (বাণী) এবং তাবিঈদের ফতোয়াসমূহ একই সংকলনে সন্নিবিষ্ট করা হত। কিন্তু সাথে একথাও বলে দেওয়া হত যে, কোনটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস এবং কোনটি সাহাবা অথবা তাবিঈদের বাণী।

তৃতীয় যুগ ঃ

এই যুগে প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

(১) এই যুগে নবী পাকের (স) হাদীস সমূহকে সাহাবগণের আসার ও তাবিঈদের বাণী থেকে পৃথক করে সংকলন করা হয়।

(২) নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের পৃথক সংকলন প্রস্তুত করা হয়। এভাবে যাচাই-বাছাই

এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলনসমূহ তৃতীয় যুগের বিরাট গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

(৩) এই যুগে হাদীসসমূহ কেবল জমা করাই হয়নি, বরং ইলমে হাদীসের হেফাযতের জন্য মহান মুহাদ্দিসগণ এই ইলমের এক শতাধিক শাখার ভিত্তি স্থাপন করলেন, যার উপর বর্তমান কাল পর্যন্ত হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাঁদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করুন।

সংক্ষিপ্তভাবে এখানে হাদীসের জ্ঞানের কয়েকটি শাখার পরিচয় দেয়া হল ঃ

(১) ইল্‌ম আসমাইর রিজাল (রিজাল শাস্ত্র)

এই শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের পরিচয়, জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষক ও ছাত্রদের বিবরণ, জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যাপক ভ্রমণ এবং নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বা অনির্ভরযোগ্য হওয়া সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। জ্ঞানের এই শাখা বহু ব্যাপক, উপকারী ও আকর্ষণীয়। কোন কোন গোঁড়া প্রাচ্যবিদও স্বীকার না করে পারেননি যে, রিজাল শাস্ত্রের বদৌলতে পাঁচ লাখ রাবীর জীবন ইতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে। মুসলিম জাতির এই নজীর অন্য কোন জাতির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। রিজাল শাস্ত্রের উপর শত শত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) তাহযীবুল কামাল ঃ গ্রন্থকার ইমাম ইউসুফ আল মিয্‌যী (মৃ. ৭৪২ হিজরী) রিজাল শাস্ত্রের এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

(খ) তাহযীবুত তাহযীব ঃ গ্রন্থকার সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবন হাজার আল-আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হিজরী) গ্রন্থটি ১২ খন্ডে বিভক্ত এবং হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে প্রকাশিত।

(গ) তাযকিরাতুল হুফফাজ ঃ গ্রন্থকার শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হিজরী,) গ্রন্থটি পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত।

(২) ইল্‌ম মুসতালাহুল হাদীস (উসূলে হাদীস)

এ শাস্ত্রের সাহায্যে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাচাইয়ের নিয়ম-কানুন জানা যায়। এই শাখার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে 'উলুমুল হাদীস'। এটা 'মুকাদ্দামা ইবনিস সালাহ' নামে পরিচিত। এর রচয়িতা হচ্ছেন আবু উমার ওয়া উসমান ইবনুস সালাহ্ (মৃ. ৫৭৭ হিজরী)।

নিকট অতীতে উসূলুল হাদীসের উপর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (ক) তাওজীহুন নাজার, গ্রন্থকার আল্লামা তাহের ইবনে সালেহ জাযাইরী (মৃ. ১৩৩৮ হিজরী) এবং (২) কাওয়াইদুল হাদীস, গ্রন্থকার আল্লামা সায়্যিদ জামালুদ্দীন কাসিমী (মৃ. ১৩৩২ হিজরী)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে হাদীসের মূলনীতি (উসূল) শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থে এই জ্ঞানকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

(৩) ইল্‌ম আরীবুল হাদীস

এই শাস্ত্রে হাদীসের কঠিন ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দসমূহের আভিধানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই শাস্ত্রে আল্লামা যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮ হিজরী)-এর 'আল্-ফাইক' এবং ইবনুল আছীর (মৃ. ৬০৬ হিজরী)-এর 'নিহায়া' গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

(৪) ইল্‌ম তাখরীজিল আহাদীস

প্রসিদ্ধ তাফসীর, ফিক্‌হ, তাসাওউফ ও আকাইদ-এর গ্রন্থমূহে যেসব হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে- ইল্‌মের এই শাখার মাধ্যমে তার উৎস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়: যেমন-বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবি বাক্‌র আল মারগীনানী (মৃ. ৫৯২ হিজরী)-এর 'আল-হিদায়া' নামক ফিক্‌হ গ্রন্থে এবং ইমাম গাযালী (মৃ. ৫০৫ হিজরী)-এর ইহ্‌য়াউ উলুম গ্রন্থে অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তার সনদ ও গ্রন্থ বরাত উল্লেখ করা হয়নি। এখন কোন পাঠক যদি জানতে চায় এই হাদীসগুলো কোন্ পর্যায়ের এবং হাদীসের কোন্ সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে তা উল্লেখ আছে, তবে প্রথমোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফেয যাইলাঈ (মৃ. ৭৯২ হিজরী)-এর 'নাসাবুর রাইয়াহ' ও হাফেয ইবনে হাজার আল আসকালানীর 'আদ-দিরাইয়াহ' গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নিতে হবে। আর শেষোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী (মৃ. ৮০৬ হিজরী)-এর 'আল-মুগনী আন হামালিল আসফার' গ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে।

(৫) ইলমুল আহাদিসুল মাওদুআহ

এই বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ আলেমগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং মাওদু (মনগড়া) রিওয়ায়াতগুলো পৃথক করে দিয়েছেন। এ বিষয়ের উপর কাযী শাওকানী (মৃ. ১২৫৫ হিজরী)- এর 'আল-আওয়াইদুল মাজমুআহ' এবং হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়[illegible]তী (৯১১ হিজরী)-এর 'আল-লালিল মাসনুআহ' গ্রন্থদ্বয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) 'ইলমুন নাখিস ওয়াল মানসুখ'

এই শাস্ত্রের উপর ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মূসা হাযিমী (মৃ. ৭৮৪ হিজরী)-এর 'কিতাবুল ইতিবার' অধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

(৭) ইলমুত তাওফীক বাইনাল আহাদীস

যেসব হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে বাহ্যত পারস্পরিক বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়, জ্ঞানের এই শাখায় তার সঠিক ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ইমাম শাফিঈ (মৃ. ২০৪ হিজরী) এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। তাঁর পুস্তিকাখানি 'মুখতালিফুল হাদীস' নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম তাহাবী (মৃ. ৩২১ হিজরী)-এর 'মুশকিলুল আছার'ও এ বিষয়ে একখানি সহায়ক গ্রন্থ।

(৮) ইলমুল মুখতালিফ ওয়াল মুতালিফ

এই শাখায় হাদীসের যেসব রাবীর নাম, ডাকনাম, উপাধি, পিতা ও দাদার অথবা শিক্ষকদের নাম পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, মিশ্রণ জনিত এই সংশয়ের কারণে যে কোন অনভিজ্ঞ লোক ভুলের শিকার হতে পারে। এই বিষয়ের উপর ইবনে হাজার আল-আসকালানী (র)-এর 'তাবীরুল মুন্তাবিহ' গ্রন্থখানি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।

(৯) ইলমু আতরাফিল হাদীস

জ্ঞানের এই শাখার সাহায্যে কোন হাদীস কোন গ্রন্থে আছে এবং কে কে তার রাবী তা জানা যায়। যেমনঃ কোন ব্যক্তির 'ইন্নামাল আমালু বিন-নিয়্যাত' হাদীসের একটি বাক্য মনে আছে। সে পূর্ণ হাদীসটি এবং সকল রাবী ও হাদীসের কোন গ্রন্থে তা আছে সেটা জানতে চায়। তখন তাকে এই শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এই বিষয়ে হাফেজ মিযযী (মৃ.৭৪২ হিজরী)-এর 'তুহফাতুল আশরাফ' গ্রন্থখানি অধিক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই গ্রন্থে সিহাহ্ সিত্তার সব হাদীসের সূচি এসে গেছে। এই গ্রন্থের বিন্যাসে তাঁর ২৬ বছর সময় লেগেছে। কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থখানি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

বর্তমান কালে প্রাচ্যবিদগণ এইসব গ্রন্থের সাহায্যে কিছুটা নতুন ঢং-এ হাদীসের সূচি প্রস্তুত করেছেন। যেমন ঃ 'মিফতাহ্ কুনুযিস্ সুন্নাহ' গ্রন্থখানি ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৯৩৪ খৃ. মিসর থেকে এর আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে 'আল-মুজামুল মাফাহরাস লি-আলফাজিল হাদীসিন্ নাবাবী' নামে একটি সূচী এ. জে. ব্রিল কর্তৃক লাইডেন (নেদারল্যাণ্ড) থেকে আরবীতে প্রকাশিত হয়েছে। এটা বৃহৎ সাত খণ্ডে বিভক্ত এবং এতে সিহাহ সিত্তা ছাড়াও মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ ও দারিমীর হাদীস সূচীও যোগ করা হয়েছে।

(১০) ফিকহুল হাদীস

এই শাখায় হুকুম-আহকাম সম্বলিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ের উপর হাফেজ ইবনুল কাইয়েম (মৃ. ৭৫১ হিজরী)-এর 'ই'লামুল মুকিঈন' এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (মৃ. ১১৭৬ হিজরী)-এর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এ ছাড়াও বিশেষজ্ঞ আলেমগণ জীবন ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন- অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আবু উবায়েদ কাসিম ইবনে সাল্লাম (মৃ. ২২৪ হিজরী)-এর 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ এবং জমীন, উশর, খাজনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. ১৮২ হিজরী)-এর 'কিতাবুল খারাজ' একটি সর্বোত্তম সংকলন। অনন্তর হাদীস শরীআ আইনের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হওয়া সম্পর্কে এবং হাদীস প্রত্যাখানকারীদের (মুনকিরীনে হাদীস) ছড়ানো ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো অত্যন্ত উপকারী।

(১) কিতাবুল উম্ম ৭ খন্ড, (২) আর-রিসালা ইমাম শাফিঈ, (৩) আল-মুওয়াফিকাত ৪ খণ্ড, এর রচিয়তা হচ্ছেন আবু ইসহাক শাতিবী, (মৃ. ৭৯০ হিজরী), (৪) সাওয়াইক মুরসিলা (২ খণ্ড), রচয়িতা ইবনুল কাইয়্যেম, (৫) ইবনে হাযম আন্দালুসী (মৃ. ৪৫৬ হিজরী)-এর 'আল-আহকাম', (৬) মাওলানা বদরে আলম মীরাঠির মুকাদ্দামা তারজুমানুস সুন্নাহ (উর্দু), (৭) অত্র গ্রন্থের সংকলকের পিতা মাওলানা হাফেজ আবদুস সাত্তার হাসান উমরপুরীর 'ইসবাতুল খাবার' (৮) মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীর 'হাদীস আওর কুরআন'। অনন্তর (৯) ইনকারে হাদীস কা মানজার আওর পাস-মানজার' নামে জনাব ইফতেখার আহমাদ বালখীর গ্রন্থখানিও সুখপাঠ্য। এ পর্যন্ত গ্রন্থটির দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

ইলমে হাদীসের ইতিহাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী (র)-এর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের ভূমিকা, হাফেজ ইবনে আবদিল বার আল-আন্দাসুলী (মৃ. ৪৬৩ হিজরী)-এর 'জামি বায়ানিল ইল্‌ম ওয়া আহলিহি', ইমাম হাকেম নিশাপুরী (মৃ. ৪০৫ হিজরী)-এর 'মারিফাতু উলুমিল হাদীস, মাওলানা আবদুর রহমান (মুহাদ্দিস) মুবারকপুরী (মৃ. ১৩৫৩ হিজরী)-এর 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থের ভূমিকা। নিকট অতীতে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই শেষোক্ত গ্রন্থটি আলোচনার ব্যাপকতা ও প্রয়োজনের দিক থেকে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। অনুরূপভাবে মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানীর 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থের ভূমিকা এবং মাওলানা মানাজির আহসান গীলানীর 'তাদবীনে হাদীস' (উর্দু) গ্রন্থদ্বয়েও ইল্‌মে হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় যুগের হাদীস সংকলকবৃন্দ

এ যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলকবৃন্দ ও নির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহের পরিচয় নিম্নে দেয়া হলঃ

(১) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল

(জন্ম ১৬৪ হিজরী ; মৃ. ২৪১ হিজরী)-এর গুরুত্বপূর্ণ সংকলন 'মুসনাদে আহমাদ' নামে পরিচিত। এতে তিরিশ হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তিসহ) বর্তমান রয়েছে। গ্রন্থটি ৫খণ্ডে বিভক্ত। উল্লেখযোগ্য সব হাদীস এতে সংগৃহীত হয়েছে। এতে বিষয়সূচি অনুযায়ী বিন্যাসের পরিবর্তে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত সব হাদীস একত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের হাদীসগুলো বিষয়সূচি অনুযায়ী বিন্যাস করার কাজ শায়খ হাসানুল বান্না শহীদের পিতা আহমাদ আবদুর রহমান সাআতী শুরু করেছিলেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী

(জন্ম ১৯৪ হিজরী, মৃ. ২৫৬ হিজরী)। তাঁর জন্ম তারিখ 'সত্যবাদিতা' এবং মৃত্যু তারিখ নূর বিচ্ছুরণ করে। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী। এর পূর্ণ নাম 'আল-জামিউস সহীহুল মুসনাদুল মুখতাসারু মিন উমুরি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি'।

এই গ্রন্থ সংকলনে ১৬ বছর সময় লেগেছে। তাঁর কাছে সরাসরি সহীহ বুখারী অধ্যয়নকারী ছাত্রের সংখ্যা ৯০ হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে। কখনও কখনও একই মজলিসে উপস্থিতদের সংখ্যা ২ হাজারে পৌঁছে যেত। এই ধরনের মজলিসে পরপর পৌঁছে দেয়া লোকদের সংখ্যা তিন শতের অধিক হত (কারণ তখন মাইক বা লাউড স্পীকারের সুবিধা ছিল না)। এই গ্রন্থে মোট ৯,৬৮৪টি হাদীস রয়েছে। পুনরুক্তি ও তা'লীকাত (সনদবিহীন রিওয়ায়াত), শাওয়াহিদ (সাহাবাদের বাণী) ও মুরসাল হাদীস বাদ দিলে শুধু মারফু হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,২৩০-এ। ইমাম বুখারী (র) অপরাপর মুহাদ্দিসের তুলনায় অধিক শক্ত মানদণ্ডে রাবীদের যাচাই বাছাই করেছেন।

(৩) ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল- কুশাইরী

(জন্ম ২০২ হিজরী; মৃ. ২৬১ হিজরী)। ইমাম বুখারী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) তাঁর শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম তিরমিযী, আবু হাতিম রাযী ও আবু বাক্‌র ইবনে খুযাইমা তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম' বিন্যাসগত দিক থেকে সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে মোট ৯,১৯০টি হাদীস (পুনরুক্তিসহ) রয়েছে।

(৪) ইমাম আবু দাউদ আশআছ ইবনে সুলাইমান আস-সিজিস্তানী

(জন্ম ২০২ হিজরী; মৃ. ২৭৫) 'সুনান আবি দাউদ' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে আহকাম সম্পর্কিত হাদীস পরিপূর্ণরূপে একত্র করা হয়েছে। ফিকহী ও আইনগত বিষয়ের জন্য এই গ্রন্থ একটি উত্তম উৎস। এতে ৪, ৮০০ হাদীস রয়েছে। (কিন্তু এর ইংরেজী সংস্করণে ক্রমিক নং ৫২৫৪ পর্যন্ত পৌছেছে- অনুবাদক)।

(৫) ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী

(জন্ম ২০৯ হিজরী; মৃ. ২৭৯ হিজরী)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'জামে আত তিরমিযী' নামে পরিচিত। এতে ফিকহী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং একই বিষয়ে যে যে সাহাবীর হাদীস রয়েছে তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) ইমাম আহমদ ইবনে শুআইব নাসাঈ

(মৃ. ৩০৩ হিজরী)। তাঁর সংকলনের নাম ' আস- সুনানুল মুজতাবা; যা সুনানে নাসাঈ' নামে প্রসিদ্ধ।

(৭) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজা কাযবীনী

(মৃ. ২৭৩ হিজরী)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'সুনানে ইবনে মাজা' নামে প্রসিদ্ধ। মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থ ছাড়া উল্লিখিত ছ'টি গ্রন্থকে হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় 'সিহাহ সিত্তা' বলা হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থের পরিবর্তে ইমাম মালেকের 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থকে সিহা সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া এ যুগে আরও অনেক প্রয়োজনীয় এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া সম্ভব নয়। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী- এই তিনটি গ্রন্থকে একত্রে 'জামি' বলা হয়। অর্থাৎ আকীদা- বিশ্বাস, ইবাদাত, নৈতিকতা, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার- ব্যবহার ইত্যাদি শিরোনামের অধীন হাদীসসূহ এতে বর্তমান আছে। আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনান বলা হয়। অর্থাৎ এই গ্রন্থগুলোতে বাস্তব কর্মজীবনের সাথে সম্পর্কিত হাদীসই বেশী স্থান পেয়েছে।

হাদীসের গ্রন্থাবলীর স্তরবিন্যাস

হাদীস বিশারদগণ রিওয়ায়াতের যথার্থতা ও নির্ভযোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী হাদীসের গ্রন্থাবলীকে চার স্তরে বিভক্ত করেছেন ঃ

(১) মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম-এই তিনটি গ্রন্থ সনদে বিশুদ্ধতা ও রাবীদের নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

(২) আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ-এই তিনটি গ্রন্থের কোন কোন রাবী নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে প্রথম স্তরের গ্রন্থাবলীর রাবীদের তুলনায় নিম্মতর

পর্যায়ের। কিন্তু তবুও তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করা হয়। মুসনাদে আহ্‌মাদও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আদ-দারিমী (মৃ. ২৫৫ হিজরী)-এর 'সুনান' (মুসনাদ), ইবনে মাজা, বায়হাকী, দারেকুতনী (মৃ. ৩৮৫/ ৯৯৫), তাবারানী (মৃ. ৩৬০ হিজরী)-এর সংকলনসমূহ, তাহাবী (মৃ. ৩১১ হিজরী)-এর সংকলনসমূহ, মুসনাদে শাফিঈ (মৃ. ৪৬৩ হিজরী)-র গ্রন্থাবলী, আবু ন্যাঈম (মৃ. ৪০৩ হিজরী), ইবনে আসাকির (মৃ. ৫৭১ হিজরী), দায়লামী (মৃ. ৫০৯ হিজরী)-র ফিরদাওস, ইবনে আদী (মৃ. ৩৬৫/৯৭)-র আল কামিল, ইবনে মারদাবিয়া (মৃ. ৪১০হিজরী)-র গ্রন্থাবলী, ওয়াকিদী (মৃ. ২০৭ হিজরী)-র সংকলন এবং এই পর্যায়ের অপরাপর গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এসব গ্রন্থে সব ধরনের হাদীস স্থান পেয়েছে। এমনকি অনেক মাওদু (মনগড়া) রিওয়ায়াতও এর মধ্যে রয়েছে। সাধারণ বক্তাগণ, ঐতিহাসিকগণ এবং তাসাওউফপন্থীগণ বেশীর ভাগ এসব গ্রন্থের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। অবশ্য যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এসব গ্রন্থের মধ্যেও অতি মূল্যবান মনিমুক্তা পাওয়া যায়।

চতুর্থ যুগ ঃ

এই যুগ হিজরী পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয় এবং তা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে তৃতীয় যুগের গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই যুগে যে কাজ হয়েছে তার বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ

(১) হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর ভাষ্যগ্রন্থ, টীকা এবং অন্যান্য ভাষায় তরজমা গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

(২) হাদীসের যেসব শাখা-প্রশাখার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেসব বিষয়ের উপর এই যুগেই অসংখ্য গ্রন্থ এবং এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ রচিত হয়েছে।

(৩) বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নিজেদের আগ্রহ অথবা প্রয়োজনের তাগিদে তৃতীয় যুগের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে হাদীস চয়ন করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) মিশকাতুল মাসাবীহ ঃ সংকলক ওয়ালীউদ্দীন খতীব তাবরীযী। নির্বাচিত সংকলনগুলোর মধ্যে এটাই সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। এতে সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীস এবং আরও দশটি মৌলিক গ্রন্থের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে

আকীদা- বিশ্বাস, ইবাদাত, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার- ব্যবহার, চরিত্র, নৈতিকতা, শিষ্টাচার এবং আখেরাত সম্পর্কিত রিওয়ায়াতসমূহ একত্র করা হয়েছে।

(খ) রিয়াদুস সালেহীন ঃ সংকলক ইমাম আবু যাকারিয়া ইবনে শারাফুদ্দীন নববী (মৃ. ৬৭৬ হিজরী)। তিনি সহীহ মুসলিমেরও ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এটা বেশীর ভাগ চরিত্র, নৈতিকতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত হাদীস সম্বলিত একটি চয়নিকা। প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে প্রাসঙ্গিক আয়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীর সংকলন এবং বিন্যাস পদ্ধতিও এইরূপ।

(গ) মুনতাকাল আখবার ঃ সংকলক মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৬৫২ হিজরী)। তিনি শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হিজরী)-র দাদা। আল্লামা শাওকানী 'নাইনুল আওতার' নামে (আট খণ্ডে) এই গ্রন্থের একটি শরাহ (ভাষ্য গ্রন্থ) লিখেছেন।

(ঘ) বুলুগুল মারাম ঃ সংকলক সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হিজরী। এই চয়নিকায় ইবাদত ও মুআমালাত সম্পর্কিত হাদীসই অধিক সন্নিবেশিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আস-সানআনী (মৃ. ১১৮২ হিজরী) 'সুবুলুস সালাম' শিরোনামে আরবী ভাষায় এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃ. ১৩০৭ হিজরী), 'মিসকুল খিতাম' নামে ফারসী ভাষায় এর ভাষ্য লিখেছেন।

হিমালয়ান উপমহাদেশে সর্বপ্রথম শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলবী (মৃ. ১০৫২ হিজরী) সুসংগঠিতভাবে ইলমে হাদীসের চর্চা শুরু করেন। তাঁর পরে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (মৃ. ১১৭৬ হিজরী), তাঁর পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং সুযোগ্য শাগরিদবৃন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর এই অংশ সুন্নাতে নববীর আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে।

"পৃথিবী তার প্রভুর নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।" (সূরা যুমার- ৬৯)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর পর থেকে হাদীসের অনুবাদ গ্রন্থ, ব্যাখ্যা এবং চয়নিকা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের পূণ্যময় কাজ আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। 'ইন্তেখাবে হাদীস' গ্রন্থখানিও এই প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংকলকও হাদীসের সেবকগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে, যেসব মহান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংকলন ও তার প্রচারে নিজেদের তুলনা হতে পারে না। এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোন একটি যুগেও হাদীসের চর্চা বন্ধ হয়নি।

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

১. **হাদীস** ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াতী জীবনের সকল কথা, কাজ এবং অনুমোদনকে হাদীস বলে।

২. **মুহাদ্দিস** ঃ যিনি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

৩. **মারফু** ঃ যে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা রাসূলুল্লাহ (স)-থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মারফু হাদীস বলে।

৪. **মাওকুফ** ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র শুধু সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে হাদীসে মাওকুফ বলে।

৫. **মাকতু** ঃ সেসব হাদীসের বর্ণনা সূত্র শুধু কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে তাকে হাদীসে মাকতু বলে।

৬. **মুত্তাসিল** ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

৭. **মুনকাতে** ঃ যে হাদীসের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস বলে।

৮. **মুরসাল** ঃ সনদের মধ্যে তাবিঈর পর বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

৯. **মুদাল** ঃ যে হাদীসের সনদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে দু'জন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে গেছে তাকে হাদীসে মুদাল বলে।

১০. **মুদাল্লাছ** ঃ যেসব হাদীসে রাবী উর্ধ্বতন রাবীর সন্দেহযুক্ত শব্দ প্রয়োগে উল্লেখ করেছেন, তাকে মুদাল্লাছ হাদীস বলে।

১১. **মুআল্লাক** ঃ যে হাদীসে সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে।

১২. **মুআল্লাল**ঃ যে হাদীসের সনদে বিশ্বস্ততার বিপরীত কার্যাবলী গোপনভাবে নিহিত থাকে, তাকে মুআল্লাল হাদীস বলে।

১৩. **মুযতারিব** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকার এলোমেলো করে বর্ণনা করেছেন তাকে মুযতারিব হাদীস বলে।

১৪. **মুদরাজ** ঃ যে হাদীসের মধ্যে বর্ণনাকারী তাঁর নিজের অথবা কোন সাহাবী বা তাবিঈর উক্তি সংযোজন করেছেন তাকে মুদরাজ হাদীস বলে।

১৫. **মুসনাদ** ঃ যে মারফূ হাদীসের সনদ সম্পূর্ণরূপে মুত্তাসিল তাকে মুসনাদ হাদীস বলে।

১৬. **মুনকার** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী দুর্বল এবং তার বর্ণিত হাদীস যদি অপর দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী হয়, তবে তাকে মুনকার হাদীস বলে।

১৭. **মাতরূক** ঃ হাদীসের বর্ণনাকারী যদি হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যা প্রমাণিত না হয়ে দৈনন্দিন কথায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাকে মাতরূক হাদীস বলে।

১৮. **মাওদু** ঃ বর্ণনাকারী যদি সমালোচিত ব্যক্তি হন আর যদি তিনি হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হন তবে তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদু হাদীস বলে।

১৯. **মুবহাম** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে, এমন হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে।

২০. **মতন** ঃ হাদীসের মূল শব্দাবলীকে মতন বলে।

২১. **মুতাওয়াতির** ঃ যে সব হাদীসের সনদে বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের সকলের একযোগে কোন মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়া অসম্ভব। আর এই সংখ্যাধিক্য যদি সর্বস্তরে থাকে তবে তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে।

২২. **মাশহুর** ঃ যেসব হাদীসের বর্ণনাকারী তিন বা তিনের অধিক হবে কিন্তু মুতাওয়াতিরের পর্যায় পর্যন্ত পৌছবে না, এমন হাদীসকে মাশহুর হাদীস বলে।

২৩. **মা'রুফ** ঃ কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীসকে মা'রুফ হাদীস বলে।

২৪. **মুতাবি** ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম হাদীসের মুতাবি বলে।

২৫. **সহীহ** ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উদ্ধৃত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, প্রখর স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং হাদীসখানি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, তাকে সহীহ হাদীস বলে।

২৬. **হাসান** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল বলে প্রমাণিত, তাকে হাসান হাদীস বলে।

২৭. **যায়ীফ** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন হাসান বর্ণনাকারীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যায়ীফ হাদীস বলে।

২৮. **আযীয** ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতি স্তরে কমপক্ষে দু'জন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, তাকে আযীয হাদীস বলে

২৯. **গারীব** ঃ যে সহীহ হাদীস কোন স্তরে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে গারীব হাদীস বলে।

৩০. **শায** ঃ যে হাদীস কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী একাকী বর্ণনা করেছেন এবং তার সমর্থনে অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, তাকে শায হাদীস বলে।

৩১. **আহাদ** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছেনি তাকে আহাদ হাদীস বলে।

৩২. **মুত্তাফাকুন আলাইহি** ঃ যে হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) একই রাবী থেকে স্ব-স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলে।

৩৩. **আদালত** ঃ বর্ণনাকারী মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানী হওয়া এবং ফিসকের উপায়-উপকরণ থেকে মুক্ত এবং মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকাকে আদালত বলে।

৩৪. **যাবৃত** ঃ শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্টি থেকে স্মৃতিশক্তি এমনভাবে সংরক্ষণ করা যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়, তাকে যাবৃত বলে।

৩৫. **ছিকাহ** ঃ যে বর্ণনাকারীর মধ্যে আদালাত ও যাবৃত পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে ছিকাহ বা সাবিত বলে।

৩৬. **শায়খ** ঃ হাদীসের শিক্ষাদানকারী বর্ণনাকারীকে শায়খ বলে।

৩৭. **শায়খাইন** ঃ মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র)-কে শায়খাইন বলে।

৩৮. **হাফিয** ঃ যিনি হাদীসের সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস মুখস্থ করেছেন, তাকে হাফিয বলে।

৩৯. **হুজ্জাত** ঃ যিনি তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত বলে।

৪০. **হাকিম** ঃ যিনি সমস্ত হাদীস সনদ ও মতনসহ মুখস্থ করেছেন তাকে হাকিম বলে

৪১. **রিজাল** ঃ হাদীসের বর্ণনাকারীর সমষ্টিকে রিজাল বলে।

৪২. **তালিব** ঃ যিনি হাদীস শাস্ত্র শিক্ষায় নিয়োজিত তাকে তালিব বলে।

৪৩. **রিওয়ায়াত** ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে।

৪৪. **সিহাহ সিত্তাহ** ঃ হাদীস শাস্ত্রের প্রধান ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের সমষ্টিকে সিহাহ সিত্তাহ বলে।

৪৫. **সুনানে আরবাআ** ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ বলে।

৪৬. **হাদীসে কুদসী** ঃ যে হাদীসের মূল ভাব মহান আল্লাহর এবং ভাষা মহানবী (স)- এর নিজস্ব, তাকে হাদীসে কুদসী বলে।

প্রথম অধ্যায়
দীনের মূল ভিত্তিসমূহ

ইসলামী আকীদা ও রুকনসমূহ

١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتىّٰ جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰي رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِسْلاَمِ قَالَ الْاِسْلاَمُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنْ اِمَارَتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِيْ يَا عُمَرُ اَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرَائِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ.

১। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। সফরের কোন আলামতও তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউই তাঁকে চিনতে পারছিল না। অবশেষে তিনি নবী (স)-এর নিকট বসলেন এবং নিজের দুই হাঁটু তাঁর দুই হাঁটুর সাথে ঠেকিয়ে এবং নিজের দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ ইসলাম হচ্ছে, তুমি সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে। আগন্তুক বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন'। (উমার বলেন), তাঁর এ আচরণে আমরা বিস্মিত হলাম। তিনি তাঁর কাছে প্রশ্নও করছেন আবার তাঁর জবাব সমর্থন করছেন। পুনরায় তিনি বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ (ঈমান এই যে) আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্‌তাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখেরাতের দিনের প্রতি এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি তোমার ঈমান আনা। আগন্তুক বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। তিনি আবার বললেন, আমাকে ইহ্‌সান সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো। যদি তুমি তাঁকে নাও দেখতে পাও তবে (মনে করো যে,) তিনি তোমাকে দেখছেন। আগন্তুক পুনরায় বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে প্রশ্নকারীর তুলনায় জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অধিক কিছু জানেন না। আগন্তুক বললেন, তাহলে আমাকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ ক্রীতদাসীরা তাদের মনিবকে প্রসব করবে এবং তুমি নগ্নপদ ও নগ্নদেহ গরীব মেষ চারকদেরকে সুউচ্চ দালানকোঠা নির্মাণ করতে এবং তা নিয়ে গর্ব করতে দেখবে। উমার (রা) বলেন, অতঃপর আগন্তুক চলে গেলেন এবং আমি দীর্ঘক্ষণ সেখানে কাটালাম। অতঃপর নবী (স) আমাকে বললেন, হে উমার! তুমি কি জানো, প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-ই অধিক জানেন। তিনি বললেন ঃ তিনি ছিলেন

জিবরাঈল (আ), তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, কিতাবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ (১) উল্লিখিত হাদীসে ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সান-এর অর্থ তুলে ধরা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে যেখানেই ঈমান ও ইসলামের যুগপৎ উল্লেখ রয়েছে সেখানেই ঈমান বলতে প্রত্যয় ও আন্তরিক বিশ্বাস এবং ইসলাম বলতে মৌখিকভাবে তাওহীদ-রিসালাতের স্বীকারোক্তি ও ইবাদত-বন্দেগীর বাহ্যিক অনুষ্ঠান বুঝানো হয়েছে।

ইহ্সান শব্দটি হুসন শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ সৌন্দর্য। ইবাদতে সৌন্দর্য কেবল তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন মন-মগজে এই ধারণা বদ্ধমূল করা যায় যে, আমরা আল্লাহ্ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হয়েছি এবং তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। মন-মগজে এরূপ খেয়াল সৃষ্টি করতে না পারলেও এ সত্য তো অস্বীকার করা যায় না যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে অবশ্যই দেখছেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে বান্দার কোন আমলই অদৃশ্য নয়।

(২) "ক্রীতদাসীরা তাদের মনিবকে প্রসব করবে" একথার তাৎপর্য এই যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা-সহমর্মিতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার পরিবর্তে স্বার্থপরতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রবণতা বিস্তার লাভ করবে, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের মানসিকতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এমনকি মেয়ে মায়ের সাথে এমন নিকৃষ্ট ব্যবহার করবে, মনিবের স্ত্রী বাঁদীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করে থাকে। মনে হবে মা যেন কন্যাকে নয়, বরং নিজের মনিবকে প্রসব করেছে।

(৩) নগ্নপদ ও নগ্নদেহের কাঙ্গাল ও রাখালদের সুউচ্চ ভবনসমূহে গর্ব -অহংকার করার তাৎপর্য হচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বঞ্চিত এবং মান-সম্মান ও চরিত্র-নৈতিকতা বিবর্জিত লোকদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়বে এবং তারা সম্পদের অহংকারে মত্ত হয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে লিপ্ত হবে।

٢– عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰالِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ. صحيح مسلم.

২। আবু যার (জুনদুব ইবনে জুনাদা রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই) বলবে এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে (মুসলিম, ২য় খ.,পৃ. ৬৬)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে 'কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলতে কেবল চিরাচরিত মৌখিক স্বীকারোক্তি বুঝানো হয়নি, বরং এমন স্বীকারোক্তি যার সাথে আন্তরিক বিশ্বাসেরও যোগসূত্র রয়েছে। যেমন অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ 'মুসতাইকিনান বিহা কালবুহু', সিদকান বিহা কালবুহু, অর্থাৎ আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস ও সততার সাথে এই স্বীকারোক্তি হতে হবে। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্র একত্ব যখন এভাবে স্বীকার করে নেয়া হবে তখন আচার-ব্যবহার, চরিত্র ও নৈতিকতার আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে। জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে এর সুন্দর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

٣– عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِيْ فِي الْاِسْلَامِ قَوْلاً لاَ اَسْأَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

৩। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ আস্-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি চূড়ান্ত কথা বলে দিন যে বিষয়ে আপনার পরে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। তিনি বললেন ঃ তুমি বলো, "আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনলাম, অতঃপর এই কথার উপর অবিচল থাকো (মুসলিম, ১ম খ., পৃ. ৪৮)।

٤– عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً.

৪। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে (মুসলিম, মিশকাত, পৃ. ৪)।

٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا وَادْرَكَ نُبُوَّتِيْ لاَتَّبَعَنِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَا وَسِعَهُ اِلاَّ اتِّبَاعِيْ.

৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এ সময় যদি মূসা আলাইহিস সালামও তোমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করতেন এবং তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করতে, তবে তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে। এমনকি তিনি যদি জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়াতের যুগ পেতেন তবে নিশ্চিত তিনি আমার অনুসারী হতেন। অপর বর্ণনায় আছে, আমার আনুগত্য করা ছাড়া তাঁর কোন উপায় থাকতো না (দারিমী, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত, পৃ. ৩২)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য

٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتيّٰ يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ.

৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ-ই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার কামনা-বাসনা আমার আনীত বিধানের অনুবর্তী হবে (শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত, পৃ. ২২)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ভালোবাসা

٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰي اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে

পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান ও অন্য সব লোকের তুলনায় অধিক প্রিয় হবো (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-কিতাবুল ঈমান)।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভালোবাসাকে ঈমানের পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ উক্ত শর্তারোপের সূক্ষ্ম কারণ উদ্‌ঘাটন করে বলেন, মহানবী (স) হলেন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সেতুবন্ধন। আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দাদের সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। একজন মানুষ অপর একজন মানুষের পরিপূর্ণ আনুগত্য তখনই করে, যখন সে ঐ ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ, প্রাণঢালা ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করে। তার মধ্যে এগুলো বিদ্যমান না থাকলে স্বভাবতই সে আনুগত্য বিমুখ হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, এর প্রেক্ষিতেই উক্ত হাদীস শরীফে ঈমানের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভালোবাসাকে পূর্বশর্ত করা হয়েছে।

মহানবী (স)-এর বাণীর অংশ "লা ইউ'মিনু" (لايؤمن) -এর ঈমান দ্বারা "পরিপূর্ণ ঈমান" বুঝানো হয়েছে, সাধারণ অর্থে ঈমান বুঝানো হয়নি। কেননা সাধারণ ঈমান তো মৌখিক স্বীকারোক্তির দ্বারাই অর্জিত হবে। রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভালোবাসা, আনুগত্য ও অনুসরণ করা ঈমানের পূর্ণত্বের বহিঃপ্রকাশ। অতএব একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, এখানে ঈমান বলতে পরিপূর্ণ ঈমানের কথাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

٨– عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَ تُمْسِيَ وَ لَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذَالِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ (رواه الترمذى).

৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে বৎস! সম্ভব হলে তুমি সকাল-সন্ধ্যা এমনভাবে কাটিয়ে দাও যেন তোমার মনে কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না থাকে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ প্রিয় বৎস! এটাই আমার সুন্নাত, আর যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে। আর যে আমাকে ভালোবাসে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে (তিরমিযী, মিশকাত, পৃ. ২২)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি পরিহার এবং আকীদায় ভারসাম্য রক্ষা

٩- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُؤَبِّرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ رَأْيِيْ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ.

৯। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় এলেন। তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে তা'বীর করছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি করছো? তারা বললো, আমরা এই কাজ করছি। তিনি বললেন ঃ মনে হয় তোমরা এরূপ না করলেই ভালো হতো। অতএব তারা তা'বীর করা পরিত্যাগ করলো, কিন্তু তাতে ফলন কমে গেল। রাবী বলেন, তারা ব্যাপারটি নবী (স)-কে জানালো। তিনি বলেন ঃ আমিও একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদের দীন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দেই তখন তা গ্রহণ করো। অপরদিকে আমি যখন (তোমাদের পার্থিব ব্যাপার সম্পর্কে) আমার নিজের রায় অনুযায়ী কোন বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দেই, তখন (মনে করো যে,) আমিও একজন মানুষ (মুসলিম, মিশকাত-কিতাবুল ঈমান বাবুল-ই'তিসাম)। অপর বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের পার্থিব বিষয়সমূহ তোমরাই অধিক ভালো জানো।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষই ছিলেন, অতিমানব ছিলেন না। এজন্য পার্থিব বিষয়সমূহে তাঁর প্রতিটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়া জরুরী ছিল না। অবশ্য তিনি ওহীর ভিত্তিতে যেসব কথা বলতেন তার সত্যতায় কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করা যায় না।

এ হাদীসে বাহ্যত দীন ও দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। এখানে পার্থিব বিষয়াদি বলতে পেশাভিত্তিক বিষয় বুঝানো হয়েছে। যেমন কৃষিকার্য, উদ্যান রচনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। একথা সুস্পষ্ট যে, নবী-রাসূলগণ এ ধরনের পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য দুনিয়াতে আসেননি। হাদীসের পূর্বাপর সম্পর্ক থেকেও এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়।

মানব জীবনের বিভিন্ন দিক, যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক সম্পর্কে বলা যায় যে, যেভাবে ইবাদতের নিয়ম-কানুন সবিস্তারে বর্ণনা করা নবী-রাসূলগণের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, সেভাবে জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও তাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

তাকদীরে ঈমান পোষণ

١٠– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَي اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰي ماَ يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْئٌ فَلاَتَقُلْ لَوْ اَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ مَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দৃঢ়চেতা মুমিন আল্লাহ্‌র কাছে দুর্বলচেতা মুমিনের তুলনায় উত্তম ও প্রিয়। অবশ্য প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যে জিনিস তোমার উপকারে আসবে তা আকাঙ্ক্ষা করো এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো, মনোবল হারিয়ে ফেলো না। যদি তুমি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হও তবে এরূপ বলো নাঃ আমি যদি এটা করতাম তবে এরূপ হতো। বরং বলো, আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই নির্ধারণ করেছেন এবং তাই হয়েছে। কেননা “যদি” কথাটি শয়তানের তৎপরতার পথ খুলে দেয় (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে 'দৃঢ়চেতা মুমিন' বলতে এমন মুমিনকে বুঝানো হয়েছে, যে শক্তি-সাহস, বীরত্ব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অধিকারী। পক্ষান্তরে 'দুর্বলচেতা মুমিন' বলতে এমন মুমিনকে বুঝানো হয়েছে যে সামান্য ব্যর্থতায়ই সাহস-শক্তি হারিয়ে ফেলে।

١١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فَقَالَ يَا غُلَامُ اِنِّي اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰي اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ.

১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন (সওয়ারীতে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। সেগুলির হেফাযত করো, আল্লাহ তোমার হেফাযত করবেন। আল্লাহ্কে স্মরণ করো তাহলে তাঁকে তোমার সামনেই উপস্থিত পাবে। কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে তা সরাসরি আল্লাহ্র কাছে চাও। জেনে রাখ! গোটা উম্মাতও যদি তোমার কিছু উপকার করার জন্য একতাবদ্ধ হয় তাহলেও আল্লাহ তোমার জন্য যতটুকু বরাদ্দ করে রেখেছেন ততটুকুই তারা তোমার উপকার করতে পারবে। অপরদিকে তারা যদি তোমার ক্ষতি করতে একত্র হয় তাহলেও তারা তোমার ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন (তিরমিযী থেকে মিশকাতে, পৃ. ৩৫৩)।

١٢- عَنْ اَبِيْ خِزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رُقًي نَسْتَرْقِيْهَا وَدَواءً نَتَدَوٰي بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئاً قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ.

১২। আবু খিযামা (র) তাঁর পিতা ইয়ামার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (পিতা) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা রোগমুক্তির জন্য ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নিয়ে থাকি, ঔষধপত্র সেবন করি এবং কিছু সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতিরোধ করতে পারে কি না এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানতে চাই। তিনি বলেন ঃ এসবই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত (ইবনে মাজা থেকে মিশকাতের কিতাবুল ঈমানে)।

আখেরাতের জবাবদিহি

١٣- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتيّٰ يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا اَبْلاَهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

১৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (কিয়ামতের দিন) আদম সন্তানের পা (স্বস্থান থেকে) একটুও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না পাঁচটি বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, (১) সে তার জীবনকালটা কি কাজে ব্যয় করেছে, (২) তার যৌবনকাল কি কাজে ব্যয়িত হয়েছে, (৩) সে তার ধন-সম্পদ কোন্ পন্থায় উপার্জন করেছে ও (৪) কোন্ কাজে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে অর্জিত জ্ঞানানুযায়ী কতটা আমল করেছে (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ.৬৪, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ্)।

পার্থিব জীবনের অস্থায়িত্ব

١٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ.

১৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কবর যিয়ারত করতে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। (এখন) তোমরা তা যিয়ারত করো। কেননা কবর যিয়ারত পার্থিব জগতের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (ইবনে মাজা, মিশকাত, বাবু যিয়ারাতিল কুবূর)।

١٥– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

১৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো যেন তুমি একজন ভিনদেশী (আগন্তুক) অথবা মুসাফির। ইবনে উমার (রা) বলতেন, তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকলে ভোরের অপেক্ষায় থেকো না এবং ভোর পর্যন্ত জীবিত থাকলে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থেকো না, সুস্থাবস্থায় অসুস্থতার সময়ের জন্য (নেক কাজের পাথেয়) এবং জীবনকালে মৃত্যুর সময়ের জন্য (পুঁজি) সংগ্রহ করে নাও (বুখারী, মিশকাত, অনুচ্ছেদ ঃ তামান্নাল মাওত)।

١٦– عَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

১৬। আমর ইবনে মায়মূন আল-আওদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে

বললেন ঃ পাঁচটি অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে অতীব মূল্যবান মনে করো ঃ (১) বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে যৌবনকে, (২) রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে, (৩) দরিদ্রতার শিকার হওয়ার পূর্বে সচ্ছলতাকে, (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকালকে (তিরমিযী, মিশকাত, কিতাবুর রিকাক) ।

١٧- عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعِظْنِيْ وَاَوْجِزْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِيْ صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ وَلاَ تَكَلَّمْ بِكَلاَمٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعِ الْاِيَاسَ مِماَّ فِيْ اَيْدِي النَّاسِ.

১৭। আবু আইউব খালিদ ইবনে যায়েদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমাকে অল্প কথায় কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি এমনভাবে নামায পড়ো যেন এটাই তোমার (জীবনের) শেষ নামায, এমন কথা বলো না যার জন্য তোমাকে আগামী কাল অজুহাত পেশ করতে হবে এবং অন্যের হাতে রয়েছে এমন জিনিসের আশা করো না (মিশকাত, কিতাবুর রিকাক)।

١٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَأَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلٰى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَاِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْئٍ حَتّٰي اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ.

১৮। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন তুমি দেখবে যে, পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ অঢেল পার্থিব উপকরণ সরবরাহ করছেন, তখন মনে করো যে, এটা (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) তার জন্য অবকাশ মাত্র। এর সমর্থনে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ) ঃ "অতঃপর তারা যখন তাদেরকে দেয়া উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সকল প্রকার (সচ্ছলতার) দরজা খুলে দিলাম। ফলে তারা যখন আমার দেয়া সুযোগ-সুবিধার মধ্যে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়লো, তখন আমি অকস্মাৎ তাদের পাকড়াও করলাম। অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে নিরাশ (বঞ্চিত) হয়ে গেল" (সূরা আনআম ঃ ৪৪)।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থ থেকে মিশকাতের রিকাক-এ উল্লেখিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে শুধু পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অথবা ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত দেখে এই ধারণা করা ঠিক নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। বরং তা তাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার বিষয়। কারণ এর পরেই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি অকস্মাৎ এই পাপাচারীদেরকে গ্রাস করবে। অবকাশ দানের খোদায়ী বিধানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোন শিকারীর বড়শীতে মাছ আটকে যাওয়া। শিকারী যেমন সাথে সাথেই মাছটিকে ডাঙ্গায় তুলে নেয় না, বরং সুতা ঢিল দিতে থাকে। মাছটি ছুটাছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে হঠাৎ এক প্রচণ্ড টানে তা ডাঙ্গায় তুলে ফেলে। কিন্তু এই নির্বোধ মাছ মনে করে যে, সে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে শ্বাস নিচ্ছে।

১৯– عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰي فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَي اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَي اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰي دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰي مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

১৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষ নিয়াত অনুযায়ী তার কাজের ফল লাভ করে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশেই গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ লাভের আশায়

হিজরত করেছে সে তা লাভ করবে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশে হিজরত করে থাকলে সে যে উদ্দেশে হিজরত করেছে তার হিজরত সে উদ্দেশেই গণ্য হবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ঃ কিতাবুল ঈমান, পৃ.৩)

ব্যাখ্যা ঃ নিয়াত শব্দটি আরবী। এর অর্থ মনের দৃঢ় সংকল্প, অন্তরের ঐকান্তিক গভীর ইচ্ছা। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশে কাজের প্রতি অন্তরের ইচ্ছারূপ লক্ষ্য প্রয়োগ করাকে নিয়াত বলে। আলোচ্য হাদীসে নিয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা নিয়াত বা কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়াতের উপর নির্ভর করে কাজের পরিণাম তথা সফলতা ও বিফলতা। মূলত কর্তার কাঙ্খিত লক্ষ্য নিয়াতের উপরই নির্ভরশীল। তাই সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণের জন্য নিয়াতের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য।

٢٠- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰي مَكَانَهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

২০। আবু মূসা (আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস) আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, এক ব্যক্তি গনীমাত লাভের উদ্দেশে যুদ্ধ করে, অপর ব্যক্তি খ্যাতি লাভের উদ্দেশে যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশে যুদ্ধ করে। (এদের মধ্যে) কে আল্লাহর পথে (জিহাদ করে)? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশে যুদ্ধ করে কেবল তার যুদ্ধই আল্লাহর পথে জিহাদ বলে গণ্য হবে (মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯)।

٢١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰي صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰي قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ.

২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের দৈহিক আকৃতি, বাহ্যিক সৌন্দর্য, বেশভূষা ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলীর দিকে লক্ষ্য করেন (মুসলিম থেকে মিশকাতে- বাবুর রুইয়া, পৃ.৪৪৬)।

(হাদীসের অপর এক বর্ণনায় অন্তরের পরিবর্তে নিয়াত-এর কথা উল্লেখ আছে- অনুবাদক)।

٢٢- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَـنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ.

২২। আবু উমামা (সুদাইয়ি ইবনে আজলান) আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসলো, আল্লাহ্র জন্য ঘৃণা করলো, আল্লাহ্র জন্য দান করলো এবং আল্লাহ্র জন্য দান করা থেকে বিরত থাকলো সে নিশ্চিতভাবে ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করে নিলো (আবু দাউদ (সুন্নাত), তিরমিযী (কিয়ামত) ও মুসনাদে আহমাদ থেকে মিশকাতের কিতাবুল ঈমান)।

মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী

٢٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللهَ لاَ يَمُلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا.

২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করো। কেননা তোমরা বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বিরক্ত হন না (সহীহ বুখারী থেকে মিশকাতের বাবুল-কাস্‌দ ফিল আমাল)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মানুষ যতক্ষণ কর্মবিমুখ হয়ে নিজেকে বঞ্চিত না করে ততক্ষণ আল্লাহ তাআলা সওয়াবের দরজা বন্ধ করেন না।

٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ كَـانَ اَهْـلُ الْجَاهِلِيَّـةِ يَـاْكُلُوْنَ اَشْـيَاءَ وَيَتْرُكُوْنَ اَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ وَاَنْزَلَ كِتَابَهُ وَاَحَلَّ حَلاَلَهُ

وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا اَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ.

২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা কতিপয় জিনিস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতো এবং কতিপয় জিনিস নোংরা মনে করে পরিত্যাগ করতো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন, তাঁর কিতাব নাযিল করলেন এবং হালাল ও হারাম নির্ধারিত করে দিলেন, আর যেসব বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করলেন তা (তার) উদারতা (আবু দাউদ থেকে মিশকাতের কিতাবুল আতইমায়)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যেসব জিনিসের বেলায় সরাসরি অনুমতি ব্যক্ত হয়নি এবং নিষেধাজ্ঞাও আরোপিত হয়নি, শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা ও অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নয়।

٢٥- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْغِنٰىمَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَمَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ .

২৫। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সচ্ছল অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা কতই না উত্তম, দরিদ্রাবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখা কতই না উত্তম এবং ইবাদত-বন্দেগীতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা কতই না উত্তম (মুসনাদে বায্যার, কানযুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭)।

٢٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْئٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় দীন সহজ। যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে কড়াকড়ি করে দীন তাকে পরাভূত করে। অতএব তোমরা সহজ ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। সকাল-সন্ধ্যায় এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো (বুখারী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা : মুসাফির (পথিক) ব্যক্তি যেমন অবিরত পথ অতিক্রম করে, অনুকূল সময়ে সফর করে এবং অবশিষ্ট সময়ে নিজেও বিশ্রাম নেয় এবং নিজের বাহনকেও বিশ্রামের সুযোগ দেয়, দীনের পথের পথিকের অবস্থাও তেমন হওয়া উচিত। নিজেকে সামর্থ্যের অতিরিক্ত কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নফল ইবাদতে কড়াকড়ি করা ইত্যাদি কারণে দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ির পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে দীনের সাথে মল্লযুদ্ধ করে সে তার এই অপকর্মের দ্বারা দীনের কোন বিকৃতি সাধন করতে পারবে না, নিজেকেই পাশ্চাৎপদ হতে হবে।

٢٧- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِـنِ اَنْ يُّـذِلَّ نَفْسَـهُ قَـالُوْا وَكَيْـفَ يُـذِلُّ نَفْسَـهُ قَـالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لاَ يُطِيْقُ.

২৭। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিজের মর্যাদাহানি করা মুমিন ব্যক্তির জন্য শোভা পায় না। সাহাবীগণ বললেন, মুমিন ব্যক্তি কেমন করে নিজের মর্যাদাহানি করতে পারে? তিনি বলেন : নিজেকে সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষার সম্মুখীন করা (তিরমিযী থেকে মিশকাতে, বাব জামিউদ-দুআ)।

٢٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِـيَّ صَلَّـي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ رَاٰي يَمْشِـيْ شَيْخٌ يُهَادِيْ بَيْنَ اِبْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَّمْشِـيَ اِلَي بَيْـتِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰي لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ.

২৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে পা হেঁচড়ে যেতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই ব্যক্তির কি হয়েছে? লোকেরা বললো, সে পদব্রজে আল্লাহ্‌র ঘর (কাবা) যিয়ারত করতে যাওয়ার মানত করেছে। তিনি বলেন ঃ এই ব্যক্তিকে শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা থেকে মহান আল্লাহ্ মুক্ত। তিনি তাকে বাহনে চড়ে যেতে নির্দেশ দিলেন (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন লোক মনে করে যে, মানুষ নিজেকে যত বেশী কষ্ট ও কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করবে আল্লাহ্ তার প্রতি তত বেশী সন্তুষ্ট হবেন। উল্লেখিত হাদীসে এই ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করা হয়েছে।

٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنُمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لاَصَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَصَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَاقْرَاءِ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّيْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَاِفْطَارَ يَوْمٍ وَاقْرَءْ فِيْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً وَلاَ تَزِدْ عَلٰي ذٰلِكَ.

২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ! আমি কি খবর পাইনি যে, তুমি দিনের বেলা রোযা রাখো এবং রাতভর নামায পড়ো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হাঁ, আমি তাই করি। তিনি বললেন ঃ এরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করো না। কখনও রোযা রাখো আবার কখনও রোযা রেখো না, রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো এবং বিশ্রামও করো। কেননা তোমার উপর তোমার দেহের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার

উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে এবং তোমার মেহমান ও সাক্ষাতকারীদেরও তোমার উপর হক রয়েছে। যে ব্যক্তি সারা জীবন (বা সারা বছর) রোযা রাখলো সে মূলত রোযা রাখেনি। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমান। অতএব তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখো এবং প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম করো। আমি আবেদন করলাম, আমি এর চেয়েও অধিক করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তুমি দাউদ (আ)-এর সর্বোত্তম রোযা রাখো, একদিন পরপর রোযা রাখো এবং সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করো, এর অতিরিক্ত করো না (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য কেবল না বুঝে পাঠ করা নয়, বরং বুঝেশুনে অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে পাঠ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে উল্লেখ আছে, তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা উচিত নয়।

অবশ্য কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করলেও প্রতি অক্ষরে দশটি করে নেকী পাওয়া যায়। এটাও অতি বড় সওয়াবের কাজ। কেননা আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে পাঠ করা সম্ভব নয়। অতএব অর্থ না বুঝার অজুহাতে কেউ যদি কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দেয় তবে সে মস্ত বড় গুহানগার হবে। আবু দাউদ ও দারিমী গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ শিক্ষা করে তা ভুলে গেছে, কিয়ামতের দিন সে অঙ্গহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে"। হাদীসে আরও আছে, "যে ব্যক্তি কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও কুরআন তিলাওয়াত করে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব" (অনুবাদক)।

٣٠- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِيْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اِشْتَدَّبِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ قَدْ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرٰي وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِيْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لاَ قُلْتُ

فَالشَّطْرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ يَـا رَسُـوْلَ اللهِ قَـالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّـكَ اَنْ تَـذَرَ وَرَثَتَـكَ اَغْنِيَـاءَ خَـيْرٌ مِّـنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.

৩০। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি কঠিন ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার রোগযন্ত্রণা যে কি প্রচণ্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমার অনেক সম্পদ রয়েছে এবং আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ কি দান করতে পারি। তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, অর্ধেক? তিনি বললেন ঃ না! আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ দান করা যেতে পারে, তবে তাও অনেক। তুমি তোমার ওয়ারিসদের দরিদ্রাবস্থায়, অন্যের কাছে হাত পাতার মত অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে সচ্ছল রেখে যাবে সেটাই উত্তম (বুখারী, মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

সৎকাজের ব্যাপক ধারণা

٣١- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّـي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْـتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَـهُوَ لَـكَ صَدَقَـةٌ وَمَـا اَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.

৩১। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তুমি নিজে যে খাবার খাও তা তোমার জন্য সদাকা, তুমি তোমার সন্তানদের যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদাকা এবং তুমি তোমার খাদেমকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদাকা (ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থ থেকে)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থ্যাৎ কোন ব্যক্তি যদি হালাল পন্থায় আয়-উপার্জন করে তা নিজের ও সন্তানদের জন্য ব্যয় করে তবে এজন্য সে আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হবে।

٣٢- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً وَاَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةً وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً وَفِيْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَأْتِيْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيْهِ وِزْرٌ كَذَالِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ

৩২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) বলা একটি সদাকা, প্রতিবার তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ্) বলা একটি সদাকা, ভাল কাজের নির্দেশ দান একটি সদাকা, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া একটি সদাকা এবং তোমাদের কারো স্ত্রী-সহবাসও একটি সদাকা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কারো স্ত্রীসহবাসেও কি সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন ঃ সে যদি হারাম পথে তার কামলালসা চরিতার্থ করতো তবে সে কি গুনাহগার হতো না? অনুরূপভাবে সে যখন বৈধ পথে নিজের কামচরিতার্থ করবে তখন সে সওয়াবেরও অধিকারী হবে (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

পার্থিব জীবন সম্পর্কে ঈমানদার ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী

٣٣- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.

৩৩। আবু সাঈদ (সাদ ইবনে মালেক) আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পার্থিব জীবন সুমধুর, আকর্ষণীয় ও মনোরম। আল্লাহ্ তাআলা এখানে তোমাদের খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে দেখছেন, তোমরা কিরূপ কাজ করো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যেসব নিয়ামত ও সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন তার মালিক তারা নয়; বরং আল্লাহ তাআলাই তার আসল মালিক। তাদেরকে শুধু খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব দান করা হয়েছে। অতএব তাদের কাছে যেসব জিনিস রয়েছে তার দ্বারা প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা পূরণ করাই তাদের কাজ।

٣٤– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুনিয়াটা মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য বেহেশ্‌ত (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা : মুমিন ব্যক্তিকে ইসলামী শরীআতের চতুঃসীমা রক্ষা করে জীবন যাপন করতে হয়। এজন্য পৃথিবীটা তার কাছে কয়েদীর জেলখানার মতই মনে হয়। পক্ষান্তরে কাফির ব্যক্তি নিজেকে শরীয়াতের যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত মনে করে। ফলে সে বলগাহীন ঘোড়া ও বন্ধনহীন ষাঁড়ের মত যত্রতত্র বিচরণ করতে পারে।

পার্থিব জীবনে ঈমানদার ব্যক্তির কর্মনীতি

٣٥– عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّي عَلَي اللهِ.

৩৫। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের জীবনের হিসাব নেয় (নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে) এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের উদ্দেশে কাজ করে। আর নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে নিজের সত্তাকে প্রবৃত্তির দাস বানিয়েছে এবং এর পরও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আশায় বসে আছে (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

٣٦– عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِيْ اِخْيَتِهِ يَحُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ

اِلَيٰ اِخْيَتِهِ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَي الْاِيْمَانِ فَـاَطْعِمُوْا طَعَـامَكُمْ الْاِتْقِيَاءَ وَاُولُوْا مَعْرُوْفَكُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৩৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি ও ঈমানের উপমা হচ্ছে খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়া। সে চতুঃসীমার মধ্যে ঘুরে-ফিরে আবার খুঁটির কাছে চলে আসে। অনুরূপভাবে মুমিন ব্যক্তি ভুল করে বসে, কিন্তু পুনরায় ঈমানের দিকে ফিরে আসে। অতএব তোমরা মোত্তাকী লোকদের নিজেদের খাবার খাওয়াও এবং ঈমানদারদের সাথে সদয় ব্যবহার করো (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

٣٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ اَرْبَـعٌ مَنْ اُعْطِيَهُنَّ اُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَبَدَنٌ عَلَي الْبَلاَءِ صَابِرٌ وَزَوْجَةٌ لاَتَبْغِيْهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَلاَ مَالِهِ.

৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চারটি জিনিস, যাকে তা দান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করা হয়েছে ঃ কৃতজ্ঞ হৃদয়, আল্লাহর যিকিরকারী জিহ্বা, বিপদে ধৈর্যধারণকারী দেহ এবং এমন গুণবতী স্ত্রী যে তার নিজের ক্ষেত্রে ও স্বামীর সম্পদে বিশ্বাসঘাতকতা করে না (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

٣٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْـلِمُ الَّـذِيْ يُخَـالِطُ النَّـاسَ وَيَصْبِرُ عَلـٰي اَذَاهُـمْ اَفْضَـلُ مِـنَ الَّـذِيْ لاَيُخَالِطُهُمْ وَلاَيَصْبِرُ عَلٰي اَذَاهمْ.

৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলিম সর্বসাধারণের সাথে উঠাবসা করে এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে সে এমন মুসলমানের চেয়ে উত্তম যে সর্বসাধারণের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে না (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

٣٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَـانِهِ وَيَـدِهِ وَالْمُؤْمِـنُ مَـنْ اَمِنَـهُ النَّـاسُ عَلٰـي دِمَائِـهِمْ وَاَمْوَالِـهِمْ (رواه الترمذي والنسـائي وزاد البيهقي في شعب الايمان برواية فضالة) وَالْمُجَاهِدُ مَـنْ جَـاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ.

৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আ মুমিন সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে লোকেরা এই আস্থা রাখে যে, তার দ্বারা তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না (তিরমিযী, নাসাঈ)।

বায়হাকীর শুআবুল ঈমানে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে সে-ই প্রকৃত মুজাহিদ। আর যে ব্যক্তি নাফরমানীর পথ পরিত্যাগ করেছে সে-ই প্রকৃত মুহাজির (মিশকাত)।

ব্যাখ্যা : মহানবী (স)-এর বাণী اَلْمُسْلِمُ اَخُـو الْمُسْلِمِ -এর অর্থ হলো "এক মুসলমান অপর মুসলমানের দীনি ভাই"। এ ভাই যদিও রক্ত সম্পর্কীয় নয়, তথাপি এ ভাইয়ের গুরুত্ব অধিক। কেননা শাশ্বত বিধান আল-কুরআনে এ মর্মে বলা হয়েছে :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

"নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পরের ভাই" (৪৯ : ১০)।

ভাই ভাইয়ের উপর যেমন দায়িত্ববান হয়ে কাজ করেন তেমনি এক মুসলমান অপর মুসলমানকে দীনি ভাই মনে করে তার সমস্ত অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। কোনক্রমেই যেন তার দ্বারা অপর মুসলমান ভাইয়ের অধিকার লংঘিত না হয় সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দীনি শিক্ষা

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীনি শিক্ষার ফযীলাত

٤٠- عَنِ ابْــنِ مَسْعُوْدٍ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلّـي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَـاهُ اللّٰهُ مَـالاً فَسَـلَّطَهُ عَلـٰي هَلَكَتِـهِ فِـي الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

৪০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তির বেলায় ঈর্ষা পোষণ জায়েয। (১) যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার মন-মানসিকতাও দান করেছেন। (২) যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (বিবাদ মীমাংসা করে) ও তা অন্যদের শিক্ষা দেয় (বুখারী-মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ঈর্ষা মূলে 'হাসাদ' শব্দ রয়েছে। এখানে শব্দটির অর্থ কারো প্রতি প্রতিহিংসা নয়; বরং কারো সমকক্ষ হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করা (এখানে শব্দটির অর্থ 'প্রতিযোগিতা'ও হতে পারে)। অর্থাৎ এই নেকীর কাজ দু'টির ক্ষেত্রে ঈর্ষা পোষণ বা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া যেতে পারে; বরং লিপ্ত হওয়া উচিত।

٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارَسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا.

৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে কিছু সময় জ্ঞানচর্চা করা সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম (দারিমীর সুনান থেকে মিশকাতে)।

٤٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا.

৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জ্ঞানের কথা জ্ঞানী ব্যক্তির হারানো সম্পদ। যেখানেই সে তা পাবে সেই হবে এর যোগ্য অধিকারী (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

٤٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَي الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন বিজ্ঞ আলেম (ফকীহ) শয়তানের কাছে ইবাদতে লিপ্ত এক হাজার আবেদ লোকের চেয়েও অধিক ভয়ংকর (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ একজন আবেদ ও যাহেদ (কঠোর সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তি) নিজের সীমা পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী শরীআতের অল্প বিস্তর মাসআলা-মাসায়েলের উপর আমল করতে পারে। কিন্তু সে তার এই নেক আমলের দ্বারা একটা সমাজ-পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে না। শয়তানের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করাও তার সাধ্যের বাইরে। এজন্য ইসলামী শরীআতের সঠিক এবং ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী আলেম ব্যক্তিই শয়তানের জন্য বিচলিত হওয়ার কারণ হতে পারেন।

٤٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰي لَهَا مِنْ سَامِعٍ.

৪৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার বক্তব্য শুনলো, তা সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করলো, মনে রাখলো এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছে দিলো, আল্লাহ তার এই বান্দাকে সবুজ সতেজ (উৎফুল্ল) রাখবেন। কখনও কখনও এরূপ হয় যে, যে ব্যক্তি পরোক্ষে শুনেছে সে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সুন্দরভাবে তা মনে রাখতে পারে (তিরমিযী ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

٤٥– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ (مَرَّتَيْنِ).

৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দীনের জ্ঞান শিক্ষা দাও ও সহজ করে পেশ করো। একথা তিনি তিনবার বলেছেন। তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো। এ কথা ও তিনি দুইবার বলেছেন (ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থ থেকে)।

٤٦– عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اَنَّهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذَالِكَ اَنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاَنِّي اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

৪৬। তাবিঈ শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাকে বললো, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমার আকাঙ্খা এই যে, আপনি যদি প্রতিদিন আমাদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসীহত করতেন। তিনি বলেন, একটা আশংকাই আমাকে তা করতে বাধা দেয়। তোমাদের বিরক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি দৈনিক ওয়াজ-নসীহত করা পছন্দ করি না। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি অনুসরণ করি। পাছে আমরা তাঁর নসীহতে বিরক্ত হয়ে যাই সেদিকে তিনি খেয়াল রাখতেন (বুখারী, মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٤٧– عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا

يُوَاجِهُ الرَّجُلُ بِشَيْئٍ يَكْرَهُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَعَلَيْهِ اَثَــرُ صُفْرَةٍ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِاَصْحَابِهِ لَوْ غَيَّرَ اَوْ نَزَعَ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ.

৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো কোন আচরণ অপছন্দ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই দোষ সামনাসামনি খুব কমই ধরতেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলো। তার দেহে (বা পোশাকে) হলুদ রংয়ের চিহ্ন ছিল। সে যখন (মজলিস থেকে) উঠে দাঁড়ালো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেন : সে যদি এই রং পরিবর্তন অথবা পরিষ্কার করে ফেলতো (আদাবুল মুফরাদ থেকে)!

ব্যাখ্যা : সমাজের প্রভাবশালী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ যদি পদে পদে লোকের ভুল ধরে তবে তাতে সুফল হওয়ার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। এজন্য সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞোচিত কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত।

٤٨- عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاس قَالَ حَدِّثِ النَّــاسَ كُــلَّ جُمُعَــةٍ مَرَّةً فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَلاَ اُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِيْ حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِــهِمْ فَتَقُصَّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعَ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلَّهُمْ وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَــرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّيْ عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابَهُ لاَيَفْعَلُوْنَ.

৪৮। তাবিঈ ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, প্রতি জুমুআর দিন (সপ্তাহান্তে) একবার ওয়াজ-নসীহত করো। যদি তুমি পীড়াপীড়ি করো তবে দুইবার, এরপরও যদি বাড়াতে চাও তবে তিনবার। লোকদেরকে এই কুরআনের প্রতি বিরক্ত করো না। এমন অবস্থা যেন না হয় যে, তুমি

লোকদের কাছে গেলে এবং তাদেরকে কোন আলাপে লিপ্ত পেলে, আর এ অবস্থায় তুমি তাদের ওয়াজ-নসীহত শুরু করে দিলে। ফলে তাদের আলাপে ছেদ পড়লো এবং তুমি তাদের অন্তর তোমার প্রতি ঘৃণায় ভরে দিলে। বরং এ অবস্থায় তুমি নীরব থাকো। যদি তারা আগ্রহভরে তোমার কাছে কিছু শুনতে চায় তবে তাদের কিছু বলো। দোয়ায় কবিতার ছন্দোমিল পরিহার করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণকে দেখেছি, তাঁরা এরূপ করতেন না (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

٤٩– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَي الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْماً اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلَيْ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰي فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُواْ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামান পাঠানোর সময় বলেন ঃ তুমি আহলে কিতাবদের (ইহুদী-নাসারা) এলাকায় যাচ্ছো। সর্বপ্রথম তাদেরকে "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল" এই সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আহ্বান জানাও। তারা যদি এটা স্বীকার করে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দাও, "আল্লাহ তাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন"। তারা যদি এটাও মেনে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দাও, "আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তা তাদের ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে

তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে"। তারা যদি এটাও মেনে নেয় তবে বেছে বেছে তাদের ভালো মালগুলো নেয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। নির্যাতিতের ফরিয়াদ থেকে নিজেকে বাঁচাও। কেননা তার ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই (বুখারী -মুসলিম থেকে মিশকাত)।[১]

٥٠– عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْـمَ الرَّجُـلُ الْفَقِيْهُ فِي الدِّيْنِ اِن احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِن اسْتُغْنِيَ عَنْهُ اَغْنَي نَفْسَهُ.

৫০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] ফাতহুল মুলহিম-এর গ্রন্থকার বলেন, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (স) মুআয (রা)-কে ইয়ামনে পাঠান।

* আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, দশম হিজরীর রবিউস সানী মাসে রাসূলুল্লাহ (স) মুআয (রা)-কে ইয়ামনে পাঠান।

* আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) 'কিতাবুস সাহাবা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠিয়েছিলেন।

* কেউ কেউ বলেন, তাকে কাযীরূপে (বিচারপতি) পাঠানো হয়েছিলো।

* 'আল-ইসতীআব' গ্রন্থকার উভয় কথার সমন্বয় সাধন করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাকে কাযী নিয়োগ করে পাঠিয়েছিলেন, তবে সেখানকার কর্মচারীদের নিকট হতে যাকাত আদায় করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল।

* আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইয়ামনকে পাঁচজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে বিভক্ত করেছিলেন : (১) খালিদ বিন সা'দ (রা)-কে সান'আয়, (২) আবু উমাইয়াকে কিনদায়, (৩) যিয়াদ ইবনে লাবীদকে হাদরামাওতে, (৪) মুআযকে জানদালে এবং (৫) আবু মূসাকে আদন ও সাহেলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

মুআযকে প্রেরণের সময়কাল : হযরত মুআয (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স) ইয়ামনে কখন পাঠিয়েছিলেন সে ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণের মাঝে মতপার্থক্য আছে। যথাঃ

'আল-আকমাল' গ্রন্থকার বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাবুক অভিযান হতে ফেরার পর ৯ম হিজরীতে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামনে পাঠান।

'তাবাকাত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবম হিজরীর রবীউস সানী মাসে মুআয (রা)-কে ইয়ামনে পাঠানো হয়েছিল।

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকরী (ফকীহ) ব্যক্তি কতই না উত্তম। তার প্রয়োজন অনুভূত হলে সে উপকার করে এবং তার প্রতি অনাগ্রহ দেখালে সে নিজে আত্মনির্ভরশীল (রাযীন থেকে মিশকাতে)।

٥١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتّي تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتي عَلي قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا.

৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন তিনবার তার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে ভালোভাবে বুঝা যায়। তিনি যখন কোন সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন তাদের তিনবার সালাম করতেন (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

সন্তান ও পরিবার-পরিজনদের দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা

٥٢- عَنْ اَيُّوْبَ ابْنِ مُوْسي عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نُحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَابٍ حَسَنٍ .

৫২। আইউব ইবনে মূসা (র) থেকে তার ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পিতা তার সন্তানদের উত্তম আচার-ব্যবহারের চেয়ে অধিক ভালো কোন জিনিস উপহার দিতে পারেনি (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানদের জন্য উত্তম রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ শিক্ষা দেয়ার চেয়ে অধিক ভালো ও মূল্যবান আর কোন উপহার-উপঢৌকন হতে পারে না।

٥٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ যখন মরে যায় তখন তার যাবতীয়

কাজেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তিন প্রকারের কাজ অব্যাহত থাকে। (১) সদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ এমন দান-খয়রাত যার দ্বারা মানুষ দীর্ঘকাল ধরে উপকৃত হতে থাকে; (২) এমন ইলম (জ্ঞান-বিজ্ঞান) যা থেকে (মৃত্যুর পরও) ফায়দা পাওয়া যায় এবং (৩) এমন সৎকর্মপরায়ণ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٥٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

৫৪। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাত বছর বয়স হলে তোমাদের সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়স হওয়ার পর এজন্য তাদের প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকেই ইসলামী শিক্ষার সাথে পরিচিত করে তোলা উচিত। তাদেরকে বুঝানো এবং মৌখিকভাবে তাকিদ করা সত্ত্বেও তারা যদি নামায পড়তে প্রস্তুত না হয় তবে তাদের উপর প্রয়োজনে কঠোরতা করা যেতে পারে। তারা দশ বছরে পদার্পণ করার পর তাদের বিছানা পৃথক করে দিতে হবে। তখন তাদেরকে পিতা-মাতার সাথে এক বিছানায় শোয়ানো জায়েয নয়।

দীনের ব্যাপারে দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলা নিষেধ

٥٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَائِهِ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজের কথা বললো সে যেন দোযখে নিজের ঠিকানা করে নিলো। অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি না জেনে-বুঝে কুরআন সম্পর্কে কথা বললো সে নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নিলো (তিরমিযী)।

٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ هَجَّرْتُ اِلٰي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اِخْتَلَفَا فِي اٰيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ اِنَّهُ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ.

৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি দুই ব্যক্তির উচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তারা কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে মতবিরোধ করছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তাঁর চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ দেখা গেল। তিনি বলেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে পরস্পর বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়েছে (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন অধ্যয়ন ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময় করা যেতে পারে, বরং করা উচিত। কিন্তু বিরোধ করা ও বিতর্ক-বাহাসে লিপ্ত হওয়া ইসলামী নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

٥٧- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَقُصُّ اِلاَّ اَمِيْرٌ اَوْ مَأْمُوْرٌ اَوْ مُخْتَالٌ.

৫৭। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমীর (রাজা-বাদশাহ),

তার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও অহঙ্কারী বাহানাবাজরা ছাড়া কেউ কেচ্ছা-কাহিনী বলে বেড়ায় না (আবু দাউদ)।

٥٨- عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا ابْنَ عُمَرَ اِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قَالَ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ انْظُرُوْا اِلَى هٰذَا يَسْأَلُنِيْ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هُمَا رَيْحَانَيَّ فِي الدُّنْيَا.

৫৮। ইবনে আবু নু'ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, তুমি কোথাকার লোক? সে বললো, ইরাকের লোক। তিনি বলেন, এই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করো, সে আমার কাছে মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। অথচ এরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা হুসাইনকে হত্যা করেছে। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তারা উভয়ে (হাসান ও হুসাইন) দুনিয়াতে আমার দু'টি ফুল (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে ইবনুন নাবী উল্লেখ আছে। এর অর্থ হযরত হাসান-হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করতে যাদের বিবেকে বাধেনি তারা এসে জিজ্ঞেস করছে মাছি মারলে উযু নষ্ট হয় কিনা। প্রকাশ্যে কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব কষে আর পেছন দিয়ে হাতি-ঘোড়া গলাধঃকরণ করতে ঈমানে বাধে না। খুঁটিনাটি মাসাআলা-মাসায়েল জানার বা তার উপর আমল করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায় আর ইসলামের মৌলিক বিধান পদদলিত হতে দেখেও তার প্রতি কর্ণপাত করে না। এ ধরনের কৃত্রিম ধার্মিকতার কোন মূল্য নেই।

٥٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلَى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ.

৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে অজ্ঞতা প্রসূত ফতোয়া দেয়া হয় তার গুনাহ ফতোয়াদানকারীর উপর বর্তায়। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে এমন কোন কাজের পরামর্শ দেয় যে সম্পর্কে সে জানে যে, কল্যাণ এর বিপরীত কাজে রয়েছে, সে নিঃসন্দেহে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো (আবু দাউদ)।

নিকৃষ্ট আলেমের দৃষ্টান্ত

٦٠– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَي بِهِ وَجْهَ اللهِ لاَيَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِـهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِيْ رِيْحَهَا.

৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি এমন বিদ্যা অর্জন করলো যার সাহায্যে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়, কিন্তু সে পার্থিব লাভের উদ্দেশে তা শিক্ষা করেছে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসটুকুও পাবে না (আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

٦١– عنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّـي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَـنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ .

৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিকট এমন জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যা সে জানে, কিন্তু সে তা গোপন করলো, কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তিকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে (আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

٦٢– عَنْ سُفْيَانَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِكَعْـبٍ مَـنْ اَرْبَـابُ

الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ .

৬২। সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইল্‌মের অধিকারী কারা? তিনি বলেন, যারা ইলম্‌ অনুযায়ী আমল করে। উমার (রা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আলেমদের অন্তর থেকে ইলম কিসে বের করে দেয়? কাব (রা) বলেন, লোভ-লালসা (দারিমী থেকে মিশকাতে)।

٦٣– عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ.

৬৩। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আলেমের সামনে বাহাদুরি করার উদ্দেশে অথবা নির্বোধদের সাথে বিতর্ক-বাহাসে লিপ্ত হওয়ার জন্য অথবা নিজের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে ইলম্‌ অর্জন করে, তাকে আল্লাহ তাআলা দোযখে প্রবেশ করাবেন (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

٦٤– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُنَاساً مِّنْ اُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ وَيَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَقُوْلُوْنَ نَأْتِي الْاُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ كَمَا لاَ يُجْتَنٰي مِنَ الْقَتَادِ اِلاَّ الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لاَ يُجْتَنٰي مِنْ قُرْبِهِمْ اِلاَّ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا.

৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক

দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবে এবং কুরআন মজীদ পড়বে। তারা বলবে, "আমরা রাষ্ট্রনায়ক ও ক্ষমতাসীনদের কাছে যাই তাদের পার্থিব স্বার্থে কিছুটা ভাগ বসানোর জন্য এবং আমরা নিজেদের দীনকে অক্ষুণ্ন রেখে তাদের নিকট থেকে সরে পড়বো"। কিন্তু তা সম্ভব নয়। যেমন কাঁটাযুক্ত কাতাদ গাছ থেকে কাঁটা ব্যতীত কোন ফল লাভ করা যায় না, তেমনি এদের নিকট থেকেও কোন ফল লাভ করা যায় না, কিন্তু....। অধস্তন রাবী মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ (র) বলেন, 'রাষ্ট্রনায়ক ও ক্ষমতাসীনদের নৈকট্য দ্বারা গুনাহ ছাড়া আর কিছুই উপার্জন করা যায় না'। 'কিন্তু' শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন (ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

٦٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهِ سَادُوْا بِهِ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ اَهْلَ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ اَحْوَالَ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِيْ أَيِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ.

৬৫। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমগণ যদি ইলমের হেফাযত করতো এবং তা উপযুক্ত পাত্রে দান করতো, তবে তারা নিজ নিজ যুগের নেতৃপদে বরিত হতো। কিন্তু তারা এই ইলম্ দুনিয়াদার লোকদের দান করেছে, যাতে তাদের পার্থিব স্বার্থে ভাগ বসাতে পারে। ফলে এ ধরনের আলেমগণ দুনিয়াদার লোকদের দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তা-ভাবনা একমাত্র আখেরাতের চিন্তা বানিয়ে নেয়, তার পার্থিব চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর পার্থিব অবস্থা ও পরিস্থিতি যার সকল চিন্তা-ভাবনার মূল, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই যে, সে দুনিয়ার কোন্ প্রান্তরে পতিত হয়ে ধ্বংস হচ্ছে (ইবনে মাজা)।

٦٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مَائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ • رواه الترمذى وكذا ابن ماجة وزاد فيه وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ اِلَى اللهِ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَاءَ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ يَعْنِى الْجَوَرَةَ.

৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বুল হুয্ন' থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'জুব্বুল হুয্ন' কি? তিনি বলেন ঃ দোযখের একটি গভীর সংকীর্ণ উপত্যকা যার থেকে দোযখও দৈনিক চারশতবার (তিরমিযতে একশত বার) (আল্লাহ্‌র নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি বলেন ঃ সেই সকল কারী (কুরআনের আলেম) যারা নিজেদের আমলের প্রদর্শনী করে থাকে (ইবনে মাজা ২৫৬; তিরমিযী ২৩২৪)।

ইবনে মাজা গ্রন্থে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট আলেম হচ্ছে যারা সমসাময়িক শাসকগোষ্ঠীর দরবারে যাতায়াত করে। রাবী মুহারিবী (র) বলেন, এখানে শাসকগোষ্ঠী বলতে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে (মিশকাত, কিতাবুল ইলম)।

তৃতীয় অধ্যায়

দীনকে আঁকড়ে ধরে থাকা

দীনের পুনর্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ

٦٧– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بَدَءَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَا فَطُوْبٰـــي لِلْغُرَبَـاءِ. (صحيح مسلم) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِرْمِذِيِّ هُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّـاسُ مِنْ بَعْدِيْ سُنَّتِيْ .

৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলাম অপরিচিত ও নিসঃঙ্গ অবস্থায় আরম্ভ হয়েছিল এবং তা যেভাবে আরম্ভ হয়েছিল অচিরেই সে অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব প্রতিকূল পরিবেশে যারা ইসলামের কাজ করে তাদের জন্য সুসংবাদ (মুসলিম)।

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এরা সেসব লোক যারা আমার পরে লোকজন কর্তৃক আমার বিগড়ে দেওয়া সুন্নাতকে ঠিক করবে (মিশকাত)।

٦٨– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ .

৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের অধঃপতন ও বিপর্যয়ের সময় যে আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তার জন্য শত শহীদের সওয়াব রয়েছে (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ কিন্তু সুন্নাতের উপর আমল করার ক্ষেত্রে 'আল আহাননু ফালআহাননু' ও 'আল-আকদামু ফাল আকদামু'-এর নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ যে সুন্নাত সর্বাগ্রগণ্য তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এরূপ যেন না হয় যে,

মৌলিক সুন্নাতগুলি চোখের সামনে পদদলিত হতে থাকবে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্নাত নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এর চেয়ে অদূরদর্শী পন্থা আর হতে পারে না।

٦٩– عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ عَلَي النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَيْ دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَي الْجَمَرِ.

৬৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের উপর এমন যুগ আসবে যখন দীনের উপর অবিচল ব্যক্তি যেন হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণকারীর অনুরূপ (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে দীন শব্দটি ব্যাপক অর্থে মানব জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই দীনের উত্থানেই কুফরী শক্তি ও স্বৈরাচারী গোষ্ঠী শিহরিত হয় এবং তাদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দীন শব্দকে যদি কেবল নামায, রোযা, খাতনা (পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ত্বকছেদন) ও জানাযার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম-কানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে কোন বাতিল শক্তিই দীনের কথায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না।

٧٠– عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِقَامَةُ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِيْ بِلاَدِ اللّٰهِ .

৭০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তিগুলোর (হদ্দ) মধ্যে কোন একটি শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করা আল্লাহ্‌র জনপদসমূহে চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার চাইতেও অধিক কল্যাণকর (ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

٧١– عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

৭১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জালেম স্বৈরাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বললো, সেটাই সর্বোত্তম জিহাদ (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

٧٢- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰي مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانَ.

৭২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তার হাতের সাহায্যে তা পরিবর্তন করে দেয়। সেই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন মুখের কথার দ্বারা তার পরিবর্তন করে দেয়। সেই সামর্থ্যও না থাকলে সে যেন ঐ কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায় (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে হাত বলতে শক্তি বুঝানো হয়েছে। শক্তি প্রয়োগে অশ্লীল ও অবৈধ কাজের প্রতিরোধ তখনই সম্ভব যখন খোদাভীরু শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। অন্যথায় প্রত্যেকে যদি নিজ হাতে আইন তুলে নেয় তাহলে সমাজে বিশৃঙখলা ছড়িয়ে পড়বে, শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

٧٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَعْلاَهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَسْفَلِهاَ فَكَانَ الَّذِيْ فِيْ اَسْفَلِهاَ يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَي الَّذِيْنَ فِيْ اَعْلاَهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَاَسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَا لَكَ قَالَ قَدْ تَأَذَّيْتُمْ بِيْ وَلاَبُدَّ لِيْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ أَخَذُوْا عَلٰي يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ.

৭৩। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলার (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ লংঘনকারী এবং তা লংঘন হতে দেখেও যে বাধা দেয় না এ দুই ব্যক্তির উপমা হচ্ছে ঃ যেমন একদল লোক সমুদ্রগামী জাহাজে আরোহণের জন্য লটারী করলো।

তাদের কতক লোক জাহাজের উপর তলায় আর কতক লোক নিচের তলায় স্থান পেলো। নিচ তলার লোকেরা পানির জন্য উপর তলার লোকদের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতো। এতে উপর তলার লোকেরা বিরক্তি বোধ করলো। তাই নিচ তলার এক ব্যক্তি কুঠার নিয়ে জাহাজের তলা ছিদ্র করতে লেগে গেলো। উপর তলার লোকেরা এসে তাকে বললো, তুমি এ কি করছো? সে বললো, আমরা পানি আনতে গেলে তোমরা বিরক্তি বোধ করো, অথচ আমাদের জন্য পানি অপরিহার্য। এ অবস্থায় উপর তলার লোকেরা যদি তার এ কাজে বাধা দেয়, তবে তারা তাকেও রক্ষা করতে পারবে এবং নিজেরাও রক্ষা পাবে। কিন্তু তারা যদি তার ঐ কাজে বাধা না দেয় তবে তাকেও ধ্বংস করলো এবং নিজেদেরকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল (বুখারী ও তিরমিযী থেকে মিশকাত)।

দীনি ব্যাপারে সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদাবোদ

٧٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اِخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِذَا كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاس مِنْهُ وَمَا اِنْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ اِلاَّ اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো দু'টি কাজের মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সহজতর কাজটি বেছে নিতেন, যদি তা গুনাহের পর্যায়ে না পড়তো। যদি তা গুনাহের পর্যায়ে পড়তো তবে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হুরমাত (সীমা) লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে তিনি মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন (আদাবুল মুফরাদ)।

٧٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتّٰي احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰي كَاَنَّمَا فُقِئَ فِيْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تَتَنَازَعُوْا فِيْهِ.

৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমরা তখন তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এতে তিনি এতটা অসন্তুষ্ট হলেন যে, তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। যেন তাঁর দুই গালে ডালিমের রস নিংড়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এ কাজ করার জন্য কি তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এ উদ্দেশ্যে কি আমি প্রেরিত হয়েছি? এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েই তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদের শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের শপথ করে বলছি ঃ সাবধান! এ বিষয় নিয়ে তোমরা আর কখনও বিতর্কে লিপ্ত হবে না (তিরমিযী ২০৮০)।

٧٦- عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَمْنَعُنَّ رَجُلٌ اَهْلَهُ اَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ فَقَالَ اِبْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَاِنَّا نَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ هٰذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللّٰهِ حَتّٰي مَاتَ.

৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কেউ যেন তার স্ত্রীকে মসজিদে আসতে বাধা না দেয়"। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর এক পুত্র বললো, আমরা অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেবো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলছি, আর তুমি একথা বলছো। আবদুল্লাহ (রা) ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এই ছেলের সাথে আর কথা বলেননি (মুসনাদে আহমাদ থেকে মিশকাত)।

٨٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰي قَوْمٍ فِيْهِمْ مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوْقٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَاَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعْرَضْتَ عَنِّيْ قَالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ جَمْرَةٌ.

৭৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলুদ রংয়ের সুগন্ধি মেখেছিল। তিনি লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তাদের সালাম দিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করলেন। লোকটা বললো, আপনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি বলেন ঃ তার দুই চোখের মাঝখানে জ্বলন্ত অঙ্গার রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ সুগন্ধি মূলে 'খালুক' শব্দ রয়েছে। এখানে শব্দটি দ্বারা এমন আতর বুঝানো হয়েছে যার সাথে কুমকুম মিশ্রিত আছে এবং তা কাপড়ে মাখলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রং অপছন্দ করতেন। পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সালাম না দেয়ার মনোভাব তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পূর্ণরূপে করা হবে এবং এই দাওয়াতের ভিত্তিতে একটি পূত-পবিত্র সমাজ গড়ে উঠবে।

٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْـنِ الْعَـاصِ قَـالَ لاَتَعُـوْدُوْا شَـرَّابَا الْخَمْرِ اِذَا مَرِضُوْا.

৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তোমরা তাকে দেখতে যেয়ো না (আদাবুল মুফরাদ)।

٧٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا بَلَغَـهَا اَنَّ اَهْـلَ بَيْـتٍ فِـيْ دَارِهَـا كَـانُوْا سُكَّانًا فِيْـهَا عِنْدَهُـمْ نَـرْدٌ فَاَرْسَـلَتْ اِلَيْـهِمْ لَئِـنْ لَـمْ تُخْرِجُوْهَـا لَاُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِيْ وَاَنْكَرَتْ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ.

৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন যে, তার বাড়িতে বসবাসকারী একটি পরিবারের নিকট দাবা খেলার সরঞ্জাম রয়েছে। তিনি তাদের বলে পাঠালেন, তোমরা যদি এগুলো ফেলে না দাও তবে আমি তোমাদেরকে আমার বাড়ী থেকে বহিষ্কার করবো। এ ব্যাপারে তিনি তাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন (আদাবুল মুফরাদ)।

٨٠- عَنْ اَسْلَمَ مَوْلِيْ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّـابِ الشَّـامَ اَتَاهُ الدِّهْقَانُ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّيْ قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَاُحِبُّ

اَنْ تَأْتِيَنِيْ بِاَشْرَافٍ مَنْ مَّعَكَ فَاِنَّهُ اَقْوٰي لِيْ فِيْ عَمَلٍ وَاَشْرَفُ لِيْ قَالَ اِنَّا لاَنَسْتَطِيْعُ اَنْ نَدْخُلَ كَنَائِسَكُمْ هٰذِهِ مَعَ الصُّوَرِ الَّتِيْ فِيْهَا.

৮০। উমার (রা)-এর আযাদকৃত দাস আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন উমার (রা)-এর সাথে সিরিয়া পৌঁছলাম তখন এক গ্রাম্য মোড়ল এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার জন্য ভোজের আয়োজন করেছি। আমি চাই আপনি আপনার সম্মানিত সাথীদের নিয়ে আমার বাড়ীতে আসুন। এটা আমার কাজে শক্তি যোগাবে এবং আমার সম্মান বৃদ্ধি করবে। উমার (রা) বলেন, আমরা তোমাদের ঐসব গির্জায় প্রতিকৃতি থাকা অবস্থায় তাতে প্রবেশ করতে পারি না (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে বসবাসকালে কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে দুই রাকআত নামায পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। অথচ সে সময় তথায় শত শত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহলে হযরত উমার (রা) কি তাঁর চেয়ে অধিক সতর্ক ছিলেন? আসল কথা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না; বরং অত্যন্ত অসহায় ও নির্যাতিতের জীবন যাপন করছিলেন। এ অবস্থায় উল্লেখিত পরিবেশ সহ্য করা শরীআতের দৃষ্টিতে দূষণীয় ছিল না। কিন্তু উমার (রা) বিজয়ীর বেশে এবং রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে সিরিয়া যান। এ অবস্থায় ঐ ধরনের একটি শেরেকী পরিবেশের প্রতি উদারতা প্রদর্শন ইসলামী মেজাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

٨١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ اُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ وَّوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَالِكَ الزَّمَانَ فَلاَ يَكُوْنَنَّ لَهُمْ جَابِيًا وَلاَعَرِيْفًا وَشُرْطِيًا.

৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আখেরী যুগে স্বৈরাচারী শাসক, অসৎ মন্ত্রী, বিশ্বাসঘাতক বিচারক ও মিথ্যাবাদী ফকীহদের আবির্ভাব হবে। তোমাদের মধ্যে যারা সেই যুগ পাবে তারা যেন তাদের কর আদায়কারী তহসিলদার না হয়,

তাদের কোন জমিদারী গ্রহণ না করে এবং তাদের অধীনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের জন্য সম্মত না হয় (তাবারানীর আল-মুজামুস সগীর)।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের অযোগ্য ব্যক্তিদের অধীনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করলে একজন মুমিনের ব্যক্তিত্ব, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে আঘাত আসে। সে তাদের চাপের মুখে অথবা তোশামদে অনেক নাজায়েয কাজ করতে বাধ্য হয়।

٨٢- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰي هَدَمِ الْاِسْلَامِ.

৮২। ইবরাহীম ইবনে মাইসারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে সম্মান প্রদর্শন করলো সে ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করলো (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

٨٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسُهُ مَاتَ عَلٰي شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ.

৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, কোন দিন জিহাদ করেনি এবং মনে জিহাদের আকাঙ্খাও পোষণ করেনি, সে এক প্রকারের মুনাফিকি অবস্থায় মারা গেলো (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَانِ لَاتَمَسَّهُمَا النَّارُ. عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই প্রকারের চোখকে দোযখের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না ঃ (১) যে চোখ আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে এবং (২) যে চোখ রাতভর আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারারত ছিল (তিরমিযী-জিহাদ)।

চতুর্থ অধ্যায়
ইবাদত-বন্দেগী

নামাযের গুরুত্ব

٨٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَاِيْمَانَ لِمَنْ لاَاَمَانَةَ لَهُ وَلاَصَلاَةَ لِمَنْ لاَطُهُوْرَ لَهُ وَلاَدِيْنَ لِمَنْ لاَصَلاَةَ لَهُ اِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلاَةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই, যার পবিত্রতা নেই তার নামায নেই, যার নামায নেই তার দীন নেই। গোটা দেহে মাথার যে গুরুত্ব দীন ইসলামে নামাযের অদ্রূপ গুরুত্ব (তাবারানীর আল-মু'জামুস সগীর)।

ব্যাখ্যা ঃ সালাত শব্দটি আরবী। বাংলা ভাষায় একে নামায বলে। এর প্রসিদ্ধ চারটি শাব্দিক অর্থ রয়েছে। যেমন (১) প্রার্থনা, (২) অনুগ্রহ, (৩) পবিত্রতা বর্ণনা করা, (৪) ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। পরিভাষায় সালাত এমন একটি নির্দিষ্ট ইবাদত যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়।

সালাত ইসলামের পাঁচটি মৌল ভিত্তির দ্বিতীয় ভিত্তি। এটা বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার অন্যতম সেতুবন্ধন। বান্দা পারত্রিক জীবনের পরম পাওয়া মহান আল্লাহর সান্নিধ্যের প্রত্যাশায় সালাতের মধ্যে হাবুডুবু খায়। ইসলামে এর গুরুত্ব অত্যধিক। যেমন ঃ "সালাত হচ্ছে মুমিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ"। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

" সালাত হচ্ছে মুমিনের মি'রাজ"।

১. সালাত জান্নাতের চাবি। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ
"সালাত হচ্ছে জান্নাতের চাবি"।

২. সালাত কায়েম করা দীনের প্রতিষ্ঠা এবং সালাত ত্যাগ দীনের বিনাশ সাধন। মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"সালাত হচ্ছে দীনের ভিত্তি। যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। আর যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে সে দীনকে ধ্বংস করে"।

প্রকৃতপক্ষে সালাত আদায়ের মাধ্যমেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বান্দার চরম আনুগত্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। সঠিক নিয়মে বিশুদ্ধভাবে ও নিয়মিত সালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহভীরু হতে পারে। এ মর্মে কুরআনে এসেছে ঃ

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে" (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৫)।

٨٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ قَالُوْا لاَيَبْقَي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি ধারণা করো, যদি তোমাদের কারও বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার দেহে কি কোন ময়লা থাকবে? সাহাবাগণ বললেন, তার দেহে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন ঃ এ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সাহায্যে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন (বুখারী)।

٨٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلٰي مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰي اِلَي الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ رَدَّدَ مَرَّتَيْنِ.

৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন কথা বলে দিবো না যার দ্বারা আল্লাহ গুনাহসমূহ মাফ করেন এবং মর্যাদাসমূহ বৃদ্ধি করেন? সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলে দিন। তিনি বলেন ঃ কষ্টকর পরিস্থিতিতে (মৌসুম ও আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া সত্ত্বেও) পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা, মসজিদসমূহে বেশি বেশি যাওয়া (মসজিদে জামাআতে নামায পড়া) এবং এক ওয়াক্তের নামায আদায় করার পর পরবর্তী ওয়াক্তের প্রতীক্ষায় থাকা। এটাই হচ্ছে 'রিবাত' (অর্থাৎ এর সওয়াব জিহাদের উদ্দেশে সীমান্ত প্রহরার সওয়াবের সমান)। ইমাম মালেকের বর্ণনায় আরও আছে, এটাই হচ্ছে 'রিবাত' কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার বলেছেন (মুসলিম)।

٨٨- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ الْاِيْمَانَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

৮৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যদি দেখো কোন ব্যক্তি নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করছে তাহলে তার ঈমানের সাক্ষ্য দান করো। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নকারীগণই আল্লাহর মসজিদসমূহ সরগরম রাখে" (সূরা তওবা ঃ ১৮) (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

٨٩- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ اِلَي الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৮৯। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অন্ধকারে মসজিদসমূহে যাতায়াতকারীদেরকে

কিয়ামাতের দিনের পূর্ণাঙ্গ নূরের সুসংবাদ দান করো (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

٩٠– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلَي ثُدْيِهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِنْبَسَطَتْ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَعَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا .

যাকাত

৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কৃপণ ও দান-খয়রাতকারী দুই ব্যক্তি এমন দুই ব্যক্তির সাথে তুলনীয়, যাদের পরিধানে রয়েছে লৌহবর্ম। তাদের উভয়ের হাত বুক ও কণ্ঠনালীর মাঝখানে আটকে আছে। দান-খয়রাতকারী ব্যক্তি যখনই দান-খয়রাত করে তখনই তার লৌহবর্ম প্রশস্ত হয়ে যায়। আর কৃপণ যখনই দান-খয়রাত করার ইচ্ছা করে তখনই তার লৌহবর্ম আরও সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এর প্রতিটি বৃত্ত স্ব স্ব স্থানে অনড় হয়ে থাকে (মুসলিম)।

٩١– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالاً قَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ .

৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন সম্পদের সাথে যাকাতের সম্পদ মিশ্রিত হলে তা উক্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দেয় (মুসনাদে ইমাম শাফিঈ, বুখারীর তারীখ, আহমাদের মুসনাদ ও বায়হাকীর শুআবুল ঈমান থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের ভাষ্যকারগণ 'যাকাতের সম্পদের সংমিশ্রণ'-এর দ্বিবিধ অর্থ করেছেনঃ (১) যে সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে তা থেকে যাকাতের অংশ যদি পৃথক না করা হয় তবে গোটা সম্পদই দুর্বিপাক, অমঙ্গল ও বরকতহীনতার শিকারে পরিণত হয়। নৈতিক ও শরীআতী দৃষ্টিকোণ থেকে তা কোন মুললমানের ব্যবহারের উপযোগী থাকে না, যেন তা ধ্বংস ও লয়প্রাপ্ত

হয়ে গেছে। (২) কোন ব্যক্তি সচ্ছল ও যাকাত পাওয়ার অনুপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি লোকদের নিকট থেকে যাকাত ও দান-খয়রাত গ্রহণ করে এবং তা নিজের বৈধ ও হালাল পন্থায় উপার্জিত সম্পদের সাথে যুক্ত করে, তবে সে এভাবে তার গোটা সম্পদকেই নাপাক ও অপবিত্র সম্পদে পরিণত করে।

রোযা

٩٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ لَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ পরিত্যাগ করতে পারলো না, তার রোযা রাখায় ও পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ রোযা ফারসী শব্দ। এর আরবী প্রতিশব্দ হলো সাওম। এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা, আত্মসংযম, কঠোর সাধনা, অবিরাম চেষ্টা করা ইত্যাদি। আর ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের নিয়াতে সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার ও যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোযা বলে। শরীআতে ঈমান, নামায ও যাকাতের পরেই রোযার স্থান। এটি ইসলামের চতুর্থ রোকন। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে এটি একটি অপরিহার্য ইবাদত। বস্তুত সাওম মানুষকে কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে। হাদীসে এসেছে ঃ "রোযা ঢালস্বরূপ"। সাওম কেবল মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই রাখা হয়। এ কারণেই রোযাদারদেরকে আল্লাহ খুব ভালোবাসেন। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, "সাওম একমাত্র আমারই জন্য, আমি নিজেই এর পুরস্কার দিবো"।

٩٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتي هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই (কা'বা) ঘরের হজ্জ করলো এবং

কোনরূপ অশ্লীল ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়নি, সে তার জন্মদিনের মত নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে যায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ হজ্জ আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা, অভিপ্রায় বা সংকল্প করা, সাক্ষাত করা, মহান জিনিসের ইচ্ছা করা। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে পবিত্র কা'বা ঘরের যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে। এটি ইসলামী শরীআতের পঞ্চম স্তম্ভ। মুসলমানদের ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র তথা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এটা আদায় করা সামর্থ্যবানদের জন্য ফরয।

বস্তুত হজ্জ ইসলামী উম্মাহর আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের নাম। বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যের শপথ নেয়ার অনন্য সুযোগ এই হজ্জ। এর দ্বারা জাগতিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি অর্জন করা যায়।

নফল ইবাদাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

٩٤– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُـهُ فَـاِنْ صَلُحَـتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَـالٰي اُنْظُـرُوْا هَـلْ لِعَبْـدِيْ مِـنْ تَطَـوُّعٍ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرَ عَمَلِـهِ عَلٰـي ذَالِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلَ ذَالِكَ ثُـمَّ تُؤْخَـذُ الْاَعْمَـالُ عَلٰـي حَسْبِ ذَالِكَ.

৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সে সঠিক হিসাব দিতে পারে তবে কৃতকার্য হয়ে যাবে, আর যদি ব্যর্থ হয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরযসমূহের মধ্যে কোন ঘাটতি থাকে তবে বরকতময় মহান আল্লাহ বলবেন ঃ দেখো, আমার বান্দার কোন নফল আছে কিনা? যদি থাকে তবে তা দিয়ে তার ফরযের ঘাটতি

পূরণ করা হবে। অতঃপর একইভাবে তার অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে। অপর বর্ণনায় আছে, অতঃপর এভাবেই তার যাকাতের হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর এই নিয়মে তার অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

٩٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰي وَأَيْقَظَ اِمْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَضَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰي نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.

৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করুন যে রাতে উঠে নামায পড়লো এবং নিজের স্ত্রীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো এবং সেও নামায পড়লো। স্ত্রী ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে সে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিলো। আল্লাহ সেই মহিলাকেও রহম করুন যে রাতে উঠে নামায পড়লো এবং নিজের স্বামীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো এবং সেও নামায পড়লো। স্বামী ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দিলো (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

٩٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰي ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ.

৯৬। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলিম ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ঘুমিয়ে যায়, অতঃপর গভীর রাতে উঠে আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ ও বরকতের জন্য যে দোয়া করে আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করেন (ইমাম আহমাদের মুসনাদ থেকে মিশকাতে)।

৯৭- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَي اللّٰهِ فَاِنَّهَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَاِنَّهُ رُهْبَانِيَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَتِلاَوَةِ كِتَابِهِ فَاِنَّهُ نُوْرٌ لَّكَ فِي الْاَرْضِ وَذِكْرٌ لَّكَ فِي السَّمَاءِ وَاخْزُنْ لِسَانَكَ اِلاَّ مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّكَ بِذَالِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ.

৯৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ 'খোদভীতি' নিজের জন্য অপরিহার্য করে নাও। কেননা 'খোদাভীতিই' যাবতীয় কল্যাণের উৎস। আর নিজের জন্য জিহাদকেও অপরিহার্য করে নাও। কেননা জিহাদই মুসলমানদের বৈরাগ্য সাধনা। অবশ্যই তুমি আল্লাহ্‌র যিকির করবে এবং তাঁর কিতাব পাঠ করবে। কেননা আল্লাহ্‌র কুরআন পৃথিবীতে তোমার আলোকবর্তিকা এবং উর্ধ্ব জগতে তোমার আলোচনা চর্চা হওয়ার উপায়। তোমার মুখকে ভালো কথা ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে বিরত রাখো। এভাবে তুমি শয়তানের উপর বিজয়ী হতে পারবে (তাবারানীর আল-মুজামুস সগীর)।

৯৮- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا جَلاَئُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلاَوَةُ الْقُرْاٰنِ.

৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোহার উপর পানি পড়লে যেভাবে তাতে মরিচা ধরে যায়, তদ্রূপ মানুষের কলবের উপরও মরিচা পড়ে। বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কলবের এই মরিচা কিভাবে দূর করা যেতে পারে? তিনি বলেন ঃ মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা দূর করা যায় (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

٩٩- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ ماَ ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ.

৯৯। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মন যতক্ষণ কুরআনের সাথে নিবিষ্ট থাকে ততক্ষণ তা পাঠ করো। যখন মনে বিরক্তি এসে যায় তখন তিলাওয়াত বন্ধ করে উঠে যাও (বুখারী-মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করা

١٠٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوْبَي لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رُطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللهِ.

১০০। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, কোন্ প্রকারের মানুষ উত্তম? তিনি বলেন ঃ সুসংবাদ তার জন্য যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে এবং যার মধ্যে (এই দীর্ঘ জীবনে) ভালো কাজের সমারোহ হয়েছে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ধরনের কাজ সর্বোত্তম। তিনি বলেন ঃ তুমি দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিবে (মৃত্যুবরণ করবে) যখন তোমার জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত (ইমাম আহমাদের মুসনাদ ও তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

١٠١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْتَجَعَ مَضْجَعًا لاَيَذْكُرُ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ.

১০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসলো অথচ আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করলো না, আল্লাহর হুকুমে এ বৈঠক তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোন বিছানায় শুইলো অথচ আল্লাহর নাম স্মরণ করলো না, আল্লাহর হুকুমে এ শয়ন তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

١٠٢– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ ما لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ فَيَسْتَحْصِرُ عِنْدَ ذَالِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ.

১০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দার দোয়া কবুল করা হয় যদি সে পাপ কাজের অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে এবং দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়ার অর্থ কি? তিনি বলেন : বান্দার এরূপ বলা, আমি অনেক দোয়া করেছি, অথচ আমার দোয়া তো কবুল হতে দেখলাম না। অতঃপর সে বিরক্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা ত্যাগ করে (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

١٠٣– عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ يَقُوْلُ بِصَوْتِهِ الْاَعْلٰي لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللهِ. لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَلاَنَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

১০৩। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরানোর পর উচ্চ স্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন : "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক

নেই। রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং যাবতীয় প্রশংসাও তাঁর। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ছাড়া (কারও) কোন উপায় ও শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। সকল নেয়ামত, সকল অনুগ্রহ এবং সকল প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। একনিষ্ঠভাবে দীনকে কেবল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে (আমরা তাঁর ইবাদত করে থাকি), কাফেরদের তা যতই অপছন্দনীয় হোক" (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

١٠٤ – عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَ وَسَقٰي وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.

১০৪। আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিছু খেতেন অথবা পান করতেন তখন বলতেন ঃ "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, তিনি খাদ্যকে সহজে কণ্ঠনালী অতিক্রম করিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছালেন এবং (অপ্রয়োজনীয় অংশ) বেরিয়ে যাওয়ারও ব্যবস্থা করেছেন" (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

١٠٥– عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اسْتَوٰي عَلٰي بَعِيْرِهِ خَارِجًا اِلَي السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰي وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰي. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَأْبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

১০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের উদ্দেশে উটের পিঠে আরোহণ করতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, অতপর পড়তেন ঃ "মহান ও পবিত্র সেই সত্তা যিনি এটিকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এ সফরে তোমার নিকট পুণ্য ও তাকওয়া প্রার্থনা করছি এবং তোমার পছন্দনীয় কাজ করার সুযোগ চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই আমাদের সঙ্গী এবং আমাদের পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদে তুমি আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট থেকে, বিষাদিত দৃশ্য থেকে এবং পরিবার-পরিজন ও সম্পদে অকল্যাণকর পরিবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। অতঃপর যখন তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন তখনও ঐ দোয়া পড়তেন এবং তার সাথে আরও যোগ করতেন ঃ "আমরা ফিরে এলাম তওবাকারী, আমাদের রবের ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী হিসেবে" (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

١٠٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِي الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

১০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি ঠিক করে দাও আমার দীন যা পবিত্র করবে আমার কর্ম, ঠিক করে দাও আমার পার্থিব জগত যা আমার জীবন যাপনের ক্ষেত্র, ঠিক করে দাও আমার পরকাল যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে, প্রতিটি কল্যাণকর কাজে আমার হায়াত বৃদ্ধি করে দাও এবং প্রতিটি অকল্যাণকর কাজে আমার মৃত্যুকে আমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ বানিয়ে দাও" (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

١٠٧- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ

وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَفَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلاَمًا اِذَا قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللهُ هَمَّكَ وَقَضٰي عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ بَلٰي قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَالِكَ فَاَذْهَبَ اللهُ هَمِّيْ وَقَضٰي عَنِّيْ دَيْنِيْ.

১০৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দুশ্চিন্তা ও ঋণ আমার জীবনে স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য (দোয়া) শিখিয়ে দিবো না যা পাঠ করলে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূর এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন? সে বললো, অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি সকাল ও সন্ধ্যা হলে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই, অপারগতা ও অলসতা থেকে তোমার আশ্রয় চাই, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে তোমার আশ্রয় চাই, ঋণের বোঝা ও মানুষের আক্রোশ থেকে তোমার আশ্রয় চাই"। লোকটি বললো, আমি এ দোয়া পড়তে থাকলাম আর আল্লাহ আমার দুশ্চিন্তা দূর ও ঋণ পরিশোধ করে দিলেন (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

١٠٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْتِيَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُّقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِيْ ذَالِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

১০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে (সঙ্গমে) মিলিত হওয়ার সময় বলে, "আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ আমাদেরকে

শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যে (সন্তান) তুমি দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো", তাহলে (এই মিলনের ফলে) আল্লাহ্ তাকে সন্তান দান করলে শয়তান কখনও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না (বুখারী-মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

١٠٩- عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمُوْلَجِ وَخَيْرَ الْمُخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَي اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰي اَهْلِهِ.

১০৯। আবু মালেক (কাব ইবনে আসেম) আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যেন নিজ ঘরে প্রবেশ করলে বলে, "হে আল্লাহ্! আমার ঘরে প্রবেশ এবং ঘর থেকে নির্গমন যেন কল্যাণকর হয়। আমরা আল্লাহ্র নামে ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলাম"। অতঃপর সে তার ঘরের লোকদের সালাম বলবে (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

١١٠- عَنْ اُمِّ مَعْبَدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ.

১১০। উম্মে মাবাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে মুনাফিকি থেকে, আমার কাজকে রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) থেকে, আমার বাকশক্তিকে মিথ্যা থেকে এবং আমার দৃষ্টিকে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে পবিত্র করো। নিশ্চয় তুমি চোখের বিশ্বাসঘাতকতা ও মনের গহীনে লুক্কায়িত কথা সম্পর্কে অবগত আছ" (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

পঞ্চম অধ্যায়
চরিত্র-নৈতিকতা

ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব

١١١- عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

১১১। ইমাম মালেক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মহোত্তম নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরিত হয়েছি (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতবুল জামে, বাব ঃ মা জাআ ফী হুসনিল খুলুক)।

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে 'মাকারিমুল আখলাক' উদ্ধৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন মহোত্তম নৈতিক ধ্যান-ধারণা, মূলনীতি ও গুণাবলী যার উপর ভিত্তি করে একটি পবিত্র ও উন্নত মানব জীবন এবং সৎকর্মশীল মানব সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের সৎ অনুসারীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে নৈতিক সৌন্দর্যের বিভিন্ন দিক নিজেদের শিক্ষার মাধ্যমে পরিস্ফুটিত করতে থাকেন এবং নিজেদের বাস্তব জীবনেও এর সর্বোত্তম নমুনা পেশ করতে থাকেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত এমন কোন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি মানব জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট চরিত্র-নৈতিকতার সঠিক মূলনীতিসমূহকে পূর্ণাঙ্গরূপে তুলে ধরতে পেরেছেন এবং একদিকে নিজ জীবনে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে দেখিয়েছেন এবং অপরদিকে ঐসব মূলনীতির ভিত্তিতে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে তা পরিচালনা করে দেখিয়েছেন। এ কাজটি বাকী ছিল এবং তা করার জন্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। মহোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের অর্থও তাই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ কাজটি তাঁর নবুয়াতের মূল উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন। এথেকে জানা যায় যে, নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধান তাঁর আনুষঙ্গিক কাজ ছিল না; বরং এ কাজ করার জন্যই মূলত তাঁকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিলো।

ইমাম মালেক (র) হাদীসটি বিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করলেও তা মূলত সনদসূত্র কর্তিত হাদীস নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (নং ৮৯৩৯), হাকেম নায়শাপুরী আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং তাবারানী তাঁর মু'জাম গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে মুত্তাসিল (সংযুক্ত) সনদে এই হাদীসটি সংকলন করেছে (অনুবাদক)।

ঈমান ও আখলাকের সম্পর্ক

١١٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اَكْمَـلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিনদের মধ্যে চরিত্রগত দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি পূর্ণতর ঈমানের অধিকারী (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে উত্তম আখলাক-চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের পরিচায়ক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

١١٣- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ قَـالَ يَـا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا الْاِثْمُ قَالَ اِذَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

১১৩। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কি? তিনি বলেন ঃ যখন তোমার ভালো কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার মন্দ কাজ তোমাকে যন্ত্রণা দিবে তখন তুমি মুমিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! গুনাহ কি? তিনি বলেন ঃ যখন কোন কাজ করতে তোমার বিবেকে বাধে তখন (মনে করবে যে, তা গুনাহের কাজ এবং) তা পরিত্যাগ কর (মুসনাদে আহমাদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ পাপ-পুণ্যের এই মানদণ্ড তখনই নির্ভরযোগ্য হতে পারে যখন বিবেক জাগ্রত থাকে এবং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি পারিপার্শ্বিকতার কুপ্রভাবে ও নিজের কুকর্মের দ্বারা কলুষিত না হয়ে যায়।

মহোত্তম চরিত্রের ভিত্তিসমূহ

তাকওয়া

١١٤- عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰي يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ.

১১৪। আতিয়া আস-সাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে (বাহ্যত) যেসব কাজে গুনাহ্ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত খোদাভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না (তিরমিযী ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ কখনও কখনও বৈধ কাজ অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোন মুমিনের সামনে কেবল বৈধতার দিকটিই উপস্থিত থাকবে না; বরং এই বৈধ কাজ কোথাও যেন হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ না হয় সেদিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মুত্তাকী সুলভ জীবনযাত্রা

١١٥-عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا.

১১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আয়েশা! ছোটখাট গুনাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা এজন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে (ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ কবীরা গুনাহ যেমন কোন মুসলমানের মুক্তিলাভকে বিপদগ্রস্ত করে দেয়, তেমনি ছোটখাট গুনাহও কম বিপদ নয়। ছোটখাট গুনাহ বাহ্যত হালকা ও তুচ্ছ মনে হলেও তা বারবার করার কারণে অন্তরাত্মায় মরিচা ধরে যায় এবং কাবীরা গুনাহর প্রতি ঘৃণাবোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। হাফেজ ইবনুল কাইয়েম (র) লিখেছেন, গুনাহ কত ছোট তা দেখো না; বরং সেই মহান আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বকে সামনে রাখো যাঁর অবাধ্য হওয়ার দুঃসাহস দেখানো হচ্ছে। বিচার দিনের মালিকের মহত্ব এবং তাঁর ভয়ংকর শাস্তির কথা স্মরণ থাকলে মানুষ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর গুনাহেরও দুঃসাহস দেখাতে পারে না।

١١٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰي تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلاَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِي اللّٰهِ فَاِنَّهُ لاَ يُدْرَكُ مَا عِنْدَهُ اِلاَّ بِطَاعَتِهِ.

১১৬। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন জীবনধারীই মারা যায় না। সাবধান! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং বৈধ পন্থায় আয়-উপার্জনের চেষ্টা করো। রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে তা উপার্জনে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে তা কেবল তার আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা যায় (ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কয়েকটি দীনি সত্য তুলে ধরা হয়েছে। (১) কোন ব্যক্তি যদি রিযিক লাভে ব্যর্থতা অথবা বিলম্ব অনুভব করে তবে তার হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে পরিমাণ রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন তা সে বিলম্বে হোক অথবা ত্বরিতে, অবশ্যই লাভ করবে। (২) কোন কোন মানুষ আল্লাহর অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত স্বাচ্ছন্দ্যে ও বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করছে। কিন্তু তা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য একটা অবকাশ মাত্র। এর পরেই তাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হবে। প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ কেবল আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

١١٧- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَلْيُقْبَلْ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلاَ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلاَّ كَانَ زَادَهُ اِلَي النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لاَ يَمْحُو الْخَبِيْثَ.

১১৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে, তা থেকে

দান-খয়রাত করলে তা কবুল করা হবে এবং সে তার এই সম্পদে বরকত প্রাপ্ত হবে এরূপ কখনও হতে পারে না। তার পরিত্যক্ত হারাম মাল কেবল তার জন্য দোযখের পাথেয় হতে পারে (তা দিয়ে আখেরাতের সৌভাগ্য ও সাফল্য অর্জন করা যায় না)। আল্লাহ তাআলার সুন্নাত (চিরন্তন নিয়ম) হচ্ছে, তিনি মন্দের দ্বারা মন্দকে নিশ্চিহ্ন করেন না (হারাম মালের দান দ্বারা গুনাহ মাফ করেন না); বরং ভালো দ্বারা মন্দকে নিশ্চিহ্ন করেন (হালাল মালের দান দ্বারা গুনাহ মাফ করেন)। নাপাক দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় না (মুসনাদে আহমাদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, কেবল উদ্দেশ্যের পবিত্রতা বা সৎ উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে উপায়-উপকরণের পবিত্রতাও একান্ত অপরিহার্য।

তাকওয়ার পরিমণ্ডল

١١٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوٰي هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰي صَدْرِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَي الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

১১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর না জুলুম করতে পারে, না তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করতে পারে এবং না তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন: তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে। কোন লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে। প্রত্যেক মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান প্রত্যেক মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর উপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্য হারাম; মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (১) ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবি হচ্ছে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের উপর নিজেও জুলুম করবে না, তাকে জালেমদের হাতেও তুলে দিবে না এবং নিজের আর্থিক, বংশীয়, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যের ভিত্তিতে অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না।

(২) তাকওয়ার মূল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর। মানুষের অন্তর রাজ্যে যদি তাকওয়ার বীজ শিকড় গাড়তে পারে তবে তার বাহ্যিক দিকও সৎ কাজের পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়ে যায়। কিন্তু অন্তরেই যদি তাকওয়ার নাম-নিশানা না থাকে তবে তাকওয়ার বাহ্যিক মহড়ায় না নৈতিক চরিত্রে সুন্দর পরিবর্তন আসতে পারে, না আখেরাতের সাফল্য আসতে পারে। (৩) মুসলিম সমাজে কোন মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণ করা নিকৃষ্টতম অপরাধ। এর জন্য দুনিয়াতেও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে এবং আখেরাতেও এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রেহাই পাবে না।

তাকওয়ার দৃষ্টান্ত

١١٩- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰي مَا لاَ يُرِيْبُكَ الصِّدْقُ طَمَانِيْنَةٌ وَالْكِذْبُ رِيْبَةٌ.

১১৯। হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জবান থেকে আমি এ কথা মুখস্থ করে নিয়েছি ঃ যে জিনিস সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয় তা পরিত্যাগ করে যা সন্দেহের উর্ধ্বে তা গ্রহণ করো। কেননা সততাই প্রশান্তিদায়ক এবং মিথ্যা সন্দেহ উদ্রেককারী (তিরমিযী থেকে মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন ব্যাপার প্রাসঙ্গিক দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহযুক্ত হয় এবং হালাল-হারামের কোন সুস্পষ্ট দিকই প্রতীয়মান না হয়, তবে এ অবস্থায় সন্দেহ সংশয়ে নিমজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে দৃঢ় বিশ্বাস অথবা অন্ততপক্ষে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অযথা আন্দাজ অনুমানে লিপ্ত হয়ে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে থাকবে। যদি বাস্তবিকই কোন সন্দেহজনক বিষয় সামনে এসে যায় কেবল তখনই এ হুকুম কার্যকর।

١٢٠- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ.

১২০। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে ভালো লোক

সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলে দিন। তিনি বলেন ঃ যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তারাই তোমাদের মধ্যে ভালো লোক (ইবনে মাজা থেকে মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ অন্তরাত্মায় যখন তাকওয়ার বসন্ত আসে তখন তার প্রভাব বাহ্যিক দেহেও পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। মুমিন ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি ও মন-মানসিকতা দেখেই অনুমান করা যায় যে, তিনি একজন সত্যের সৈনিক। তার তাকওয়া ও খোদাভীতি তার চারপাশের পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

তাকওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি

١٢١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ عَلَي اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَاْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلاَ يَسْأَلْ وَيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلاَ يَسْأَلْ.

১২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার মুসলিম ভাইয়ের কাছে যায় তখন যেন সে তার খাবার থেকে খায় ও পানীয় থেকে পান করে এবং অনুসন্ধান না করে (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অলীক ধারণা পোষণ করে কোন মুসলমানের উপহার অথবা দাওয়াতের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের প্রসঙ্গ না তোলাই উচিত। কোন মুসলমান সম্পর্কে এ ধারণাই পোষণ করা উচিত যে, সে নিজেও হালাল খায় এবং বন্ধু-বান্ধবকেও হালাল খাওয়ায়।

আল্লাহর উপর ভরসা করা

١٢٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَعْقِلُهَا وَاَتَوَكَّلُ اَوْ اُطْلِقُهَا وَاَتَوَكَّلُ قَالَ اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.

১২২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উট বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করবো, না বন্ধনমুক্ত রেখে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবো? তিনি বলেন ঃ উট বেঁধে নাও, অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করো (তিরমিযী)।

١٢٣– عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَي اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزِقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا.

১২৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর উপর ভরসা করতে তবে তিনি পাখিদের মতই তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করতেন। সকালে পাখিরা খালিপেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরাপেটে ফিরে আসে (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ পাখিদের সাথে উপমা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সত্য তুলে ধরেছেন যে, হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকার নাম আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) নয়; বরং আল্লাহর দেওয়া সুযোগ-সুবিধা ও উপায় উপকরণসমূহ কাজে লাগিয়ে ফলাফলের জন্য তাঁর উপর নির্ভর করার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল।

١٢٤– عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰي بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا اَدْبَرَ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰي يَلُوْمُ الْعَجْزَ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَاِذَا غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

১২৪। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করে দিলেন। যার বিপক্ষে ফয়সালা হলো সে ফিরে যাওয়ার সময় বললো, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম পৃষ্ঠপোষক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তাআলার কাছে অক্ষমতা অবশ্যই নিন্দনীয়। বুদ্ধিমত্তা সহকারে তোমার কাজ করা উচিত। (তা সত্ত্বেও) কোন কাজ যদি তোমার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে যায় তাহলে বলোঃ "হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকীল" (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

আল্লাহর উপর ভরসার দৃষ্টান্ত

١٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

১২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন বলেছিলেন ঃ 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' (আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম পৃষ্ঠপোষক)। এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন এমন এক সময় যখন লোকেরা (মুসলমানদের) বললো, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকেরা (শত্রুবাহিনী) একতাবদ্ধ হয়েছে, তাদের ভয় করো। এ খবর মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দিলো এবং তারা বললো, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল (সহীহ বুখারী)।

١٢٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ.

১২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমতুল্য (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি ধৈর্য সহকারে নফল রোযা রাখে এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা সহকারে আল্লাহর দেয়া হালাল খাদ্য খেয়ে দিনাতিপাত করে, তারা উভয়ে আল্লাহর দরবারে সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর দরবারে শোকরের কত উচ্চ মর্যাদা এ হাদীস থেকে তা অনুমান করা যায়।

١٢٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرُوْا اِلٰي مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا اِلٰي مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ

تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اِذَا نَظَرَ اَحَدَكُمْ اِلَي مَـنْ فُضِّـلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلَي مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ.

১২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে) তোমাদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করো এবং যে ব্যক্তি (ঐসব বিষয়ে) তোমাদের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের তার প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। অন্যথায় তোমাদের উপর আল্লাহর যেসব নিআমত রয়েছে তাকে তুচ্ছ মনে করার মনোবৃত্তি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে। অপর বর্ণনায় আছেঃ তোমাদের কারও দৃষ্টি যখন সম্পদ ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর পতিত হয়, তখন সে যেন নিজের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে (মুসলিম থেকে মিশকাত)।

ধৈর্য ধারণ (সবর)

١٢٨– عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالِـكَ اِلاَّ لِلْمُؤْمِـنِ اِنْ اَصَابَتْـهُ ضَـرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ.

১২৮। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তির ব্যাপারই আশ্চর্যজনক! তার প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। এটা (সৌভাগ্য) মুমিন ছাড়া আর কারও হয় না। সে দুর্দশাগ্রস্ত হলে ধৈর্যধারণ করে, তা তার জন্য কল্যাণকর। সুদিন দেখা দিলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর (মুসলিম থেকে মিশকাত)।

বিপদে ধৈর্য ধারণ

١٢٩– عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِـيْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اِتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ قَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّيْ فَاِنَّكَ لَمْ تُصِـبْ بِمُصِيْبَتِيْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّـهُ النَّبِـيُّ صَلَّـي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ

فَاَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰي.

১২৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্ত্রীলোককে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি তাকে বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। সে বললো, নিজের পথে কেটে পড়ো। তুমি তো আর আমার মত বিপদে পড়োনি। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পারেনি। তাকে বলা হলো, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফলে সে (ভীত-শংকিত হয়ে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ীর দরজায় হাজির হলো। সেখানে সে কোন দ্বাররক্ষী দেখতে পেলো না। সে বললো, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিপদের প্রথম আঘাতে ধৈর্যধারণই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহ্মাদ)।

আনুগত্যের পথে সবর

১৩০- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.

১৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের অপছন্দনীয় জিনিস জান্নাতকে এবং আকর্ষণীয় জিনিস দোযখকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারিমী, মুসনাদে আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ কামনা-বাসনা ও আরাম-আয়েশের গলায় ছুরি না চালানো পর্যন্ত কোন মুসলমান জান্নাতের হক আদায় করতে পারে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি হালাল-হারামের বাছবিচার না করে নিজের কুপ্রবৃত্তির দাস হয়ে যায় তার জন্য দোযখের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

মৌলনীতি পালনে ধৈর্য এবং সুশৃংখল জীবন

১৩১- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكُوْنُوْا اَمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ اَسَاءَ اَظْلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا

اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءَ فَلَا تَظْلِمُوْا.

১৩১। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কালের দাস (হীনভাবে অন্যের আচরণের ন্যায় আচরণকারী) হয়ে যেও না যে, বলবে ঃ লোকেরা যদি ভালো ব্যবহার করে তবে আমরাও (তাদের সাথে) ভালো ব্যবহার করবো। আর তারা যদি দুর্ব্যবহার করে তবে আমরাও তাদের সাথে জুলুম করবো। বরং তোমরা নিজেদেরকে এই আদর্শের অনুসারী বানাও যে, লোকেরা ভালো ব্যবহার করলে তোমরাও ভালো ব্যবহার করবে এবং তারা জুলুম করলে তোমরা তাদের অনুসরণ করবে না (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ সমাজের গতি যেদিকেই হোক না কেন তোমাদেরকে অবশ্যই ন্যায়-ইনসাফ ও সদাচরণ করতে হবে। এমন লোককে ইম্মায়াহ বলা হয় যার নিজের কোন মত থাকে না; বরং সর্ববিষয়ে অন্যের মতে সায় দেয়। এক কথায় তাকে মোসাহেব বা চাটুকার বলা যেতে পারে (অনুবাদক)।

শত্রুর মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ

١٣٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰي اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰي اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْئَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ.

১৩২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিন দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালে সূর্য ঢলে পড়ার অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর তিনি লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা শত্রুর সাথে সংঘর্ষ কামনা করো না; বরং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও শান্তি প্রার্থনা করো। আর যখন শত্রুর মুখোমুখি হও তখন ধৈর্য ধারণ করো (অবিচল থাকো)। জেনে রাখো, তরবারির ছায়াতলেই বেহেশত (বুখারী ও মুসলিম থেকে রিয়াদুস সালেহীনে)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্খা করা ও

অহংকার-আস্ফালনে ফেটে পড়া পছন্দনীয় নয়। অবশ্য যদি শত্রু আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তবে পূর্ণ সাহসিকতা সহকারে তাদের প্রতিহত করতে হবে।

অভাব-অনটনে ধৈর্য ধারণ

١٣٣- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفَدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَيْئٍ بِيَدِهِ مَا يَكُنْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

১৩৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের কতক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাদের দান করলেন। এরপরও তারা প্রার্থনা করলে তিনি আবারও দান করলেন। ফলে তাঁর কাছে যা ছিল তা শেষ হয়ে গেল। নিজ হাতে সব দান করে ফুরিয়ে গেলে তিনি বলেন ঃ আমার নিকট যে মাল আসে তা তোমাদের না দিয়ে আমি কখনও পুঞ্জীভূত করে রাখি না। যে ব্যক্তি (অন্যের কাছে) কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে বিরত থাকার উপায় বের করে দেন। যে ব্যক্তি কারও মুখাপেক্ষী হতে চায় না আল্লাহ তাকে কারও মুখাপেক্ষী করেন না। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করেন। ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ততম কোন দান কেউ লাভ করতে পারে না (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

প্রতিশোধ স্পৃহায় ধৈর্যধারণ

١٣٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هَمَّ اَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ

الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ.

১৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়াইনা ইবনে হিসন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহর শপথ, আপনি আমাদের বেশী দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করেন না। এ কথায় উমার (রা) ক্রোধান্বিত হলেন, এমনকি তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। তখন (হিস্‌ন-এর ভ্রাতুষ্পুত্র) হুর ইবনে কায়েস (র) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন ঃ "ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করো, ভালো কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো" (সূরা আরাফ ঃ ১৯৯)। রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এ আয়াত শুনে উমার (রা) আর অগ্রসর হননি। তিনি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ শুনামাত্রই অনুগত হয়ে যেতেন (বুখারী-৪২৮১ ও ৬৭৭৬)।

١٣٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عِيَاضٍ اَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ اِجْتَمَعُوْا اِسْتَعَارَ مِنْهَا مُوْسٰي لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَاَعَارَتْهُ فَأَخَذَ اِبْنًا لِيْ وَاَنَا غَافِلَةٌ حَتّٰي اَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُ مَجْلِسَهُ عَلٰي فَخِذَيْهِ وَالْمُوْسٰي بِيَدِهِ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِيْ وَجْهِيْ فَقَالَ تَخْشِيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذَالِكَ مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْهُ.

১৩৫। আবু হুরায়রা (রা) উবাইদুল্লাহ ইবনে ইয়াদের মাধ্যমে হারিসের কন্যা থেকে বর্ণনা করেছেন। হারিসের কন্যা বলেন, তার গোত্রের লোকজন যখন (খুবাইবকে হত্যা করার জন্য) সমবেত হয়, খুবাইব (রা) ক্ষৌরকার্যের জন্য হারিসের কন্যার কাছে একটি খুর চাইলেন। তিনি তাকে একখানা ক্ষুর দিলেন। (হারিসের কন্যা বলেন) আমার অসতর্কতার কারণে আমার শিশু পুত্র তাঁর কাছে চলে যায়। আমি দেখতে পেলাম, সে (আমার শিশু পুত্র) তাঁর উরুর ওপর উপবিষ্ট আর ক্ষুরটি তার হাতে। এ অবস্থায় আমি এতটা ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়লাম যে, খুবাইব (রা) আমার চেহারা দেখেই তা অনুমান করতে পারলেন। তিনি বললেন, তুমি কি

আশংকা করছো যে, আমি তাকে হত্যা করবো? একাজ আমি করবো না। (হারিসের কন্যা বলেন), আমি খুবাইবের চেয়ে উত্তম বন্দী দেখিনি (বুখারী)।

পটভূমি ঃ এটা সেই সময়কার ঘটনা যখন কতক মুশরিক গোত্র প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে মদীনা থেকে কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নিয়ে এসেছিলো এবং মক্কার বিভিন্ন ঘরে বন্দী করে রেখেছিল। পরে তাঁদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। [কিন্তু খুবাইব (রা)-এর ঘটনার পটভূমি ভিন্নতর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক আরব গোত্রের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য আসিম ইবনে সাবিত (রা)-এর নেতৃত্বে দশ সদস্যের একটি গোয়েন্দা বাহিনী প্রেরণ করেন। খুবাইব (রা)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা এলাকায় পৌঁছে হুযাইল গোত্রের হাতে ধরা পড়ে যান। তারা তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ঘটনাটি সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল জিহাদ (২৮১৮ নং হাদীস), কিতাবুল মাগাযী (৩৬৯৪ ও ৩৭৮০ নং হাদীস), কিতাবুত তাওহীদ (৬৮৮৬ নং হাদীস) এবং আবু দাউদে কিতাবুল জিহাদে (বাব ফির রাজুল ইউসতাসারু) উল্লেখ আছে (অনুবাদক)]।

খুবাইব (রা) নিশ্চিত ছিলেন যে, মুশরিকরা কিছু দিন পর তাকে হত্যা করবে। তা সত্ত্বেও তিনি প্রতিশোধের আবেগে পরাভূত হয়ে শিশুটিকে হত্যা করা সঙ্গত মনে করেননি। তিনি যদি তাই করতেন তবে তা নিশ্চিতই শরীআতের পরিপন্থী হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'মহিলা ও শিশুদের হত্যা করো না।' খুবাইব (রা) কিয়ামত পর্যন্তকার মুসলিম কয়েদীদের জন্য নৈতিকতার সর্বোত্তম আদর্শ রেখে গেলেন।

ব্যক্তিগত নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

আত্মসংযম

١٣٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুস্তিতে পরাক্রমশালী ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়; বরং

ক্রোধের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সে-ই প্রকৃত বীর (বুখারী, মুসলিম, মুওয়াত্তা, মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

١٣٧– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِيْ قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّ ذَالِكَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ.

১৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি কয়েকবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবারই বলেন ঃ 'ক্রোধান্বিত হয়ো না' (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ বেশিরভাগ যে দুর্বলতায় ভোগে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। মনে হয় এ ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে এই দুর্বলতা থেকে বাঁচার জন্য বারবার তাকীদ দেন।

١٣٨– عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ مِنْ اَخْلاَقِ الْاِيْمَانِ مَنْ اِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِيْ بَاطِلٍ وَمَنْ اِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ وَمَنْ اِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ.

১৩৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিনটি জিনিস ঈমানী বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) ঈমানদার ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হলে সে ক্রোধ তাকে বাতিলের পংকে নিক্ষেপ করতে পারে না; (২) আনন্দিত হলে সে আনন্দ তাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না এবং (৩) ক্ষমতা লাভ করলে সে ক্ষমতা বলে এমন কোন জিনিস ভোগদখল করে না যার উপর তার কোন অধিকার নেই (তাবারানীর আল-মুজামুস সাগীর)।

ব্যাখ্যা ঃ ঈমানী চরিত্র কথার অর্থ এই যে, উল্লিখিত তিনটি জিনিস ঈমানের মৌলিক দাবিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর অনুপস্থিতিতে ঈমানের আসল সৌন্দর্যই অবশিষ্ট থাকে না।

ক্ষমা ও সহনশীলতা

١٣٩– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْئٍ قَطُّ اِلاَّ اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ.

১৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজস্ব কোন ব্যাপারে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহর হুরমাতসমূহ (আল্লাহর নির্দেশ বা নির্ধারিত সীমা) পদদলিত হতে দেখলে তিনি আল্লাহর উদ্দেশে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন (বুখারী ও মুসলিম থেকে রিয়াদুস সালেহীনে)।

উদারতা (মনের প্রশস্ততা)

١٤٠– عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِيْ وَلَمْ يُضِفْنِيْ ثُمَّ مَرَّ بِيْ بَعْدَ ذَالِكَ ااَقْرِيْهِ اَمْ اَجْزِيْهِ قَالَ بَلْ اِقْرِهِ.

১৪০। আবুল আহওয়াস আল-জুশামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন, যদি আমি কোন ব্যক্তির কাছে যাই এবং সে আমার মেহমানদারি হক আদায় না করে, এবং পরে সে যদি আমার কাছে আসে তখন কি আমি তার মেহমানদারি করবো না, প্রতিশোধ নেব? তিনি বলেন ঃ তুমি তার মেহমানদারি করবে (তিরমিযী)।

লজ্জাশীলতা

١٤١– عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰي رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ.

১৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের এক ব্যক্তির কাছে গেলেন। সে তখন তার ভাইকে লজ্জাশীলতা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ 'হায়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন, নম্রতা। শব্দটি লজ্জা এবং ভীরুতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক অর্থ ঃ জুনাইদ বাগদাদী (র) বলেন, আল্লাহ তাআলার অগণিত নিআমত ভোগ করে এবং নিজের ত্রুটি দেখে নিজের স্বভাবের মধ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে "হায়া" বলে।

হাদীসে লজ্জাকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ ঃ

১। 'হায়া' যেহেতু সৃষ্টিগত ও অভ্যাসগত ব্যাপার, মস্তিষ্ক এ ব্যাপারে অসতর্ক হতে পারে, তাই বিশেষ করে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

২। 'হায়া' যেহেতু অভ্যাসগতভাবে সৎকর্মে উৎসাহদানকারী এবং অসৎকর্মের নিষেধকারী, তাই বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। 'হায়া' হচ্ছে ঈমানের স্থলাভিষিক্ত। সেজন্য রূপক এবং "তাসমিয়াতু শায়ইন বিইসমি মাকামিন লিশায়ইন" হিসেবে খাস করা হয়েছে। আর এটা এজন্য যে, লজ্জা ঈমানের মত মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে।

৪। ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য "হায়া" (লজ্জা) প্রয়োজন। তাই পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য তাকিদ প্রদান করতে "হায়া"-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫। মহানবী (স) হাদীস বর্ণনার সময় শ্রোতাদের মধ্যে "লজ্জার" ব্যাপারে নমনীয়তা দেখেছিলেন বিধায় গুরুত্বারোপ করে উল্লেখ করেছেন।

١٤٢– عن انس قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰي يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ.

১৪২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের ইচ্ছা করলে যমীনের কাছাকাছি (নিচু) না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উত্তোলন করতেন না (তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারিমী থেকে মিশকাতে)।

١٤٣– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيْ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ اِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِي الرَّجُلُ اِلَي اَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ.

১৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! তোমরা উলঙ্গ হওয়া থেকে বিরত থাকো। কারণ

তোমাদের সাথে এমন সৃষ্টি (ফেরেশতা) রয়েছেন যারা পায়খানা-পেশাব ও স্ত্রী সহবাসের সময় ছাড়া কখনও তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন না। অতএব তাদের কারণে লজ্জাবোধ করো এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

গাম্ভীর্য

١٤٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَي الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ وَلاَ تُسْرِعُوْا.

১৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন ইকামত শুনতে পাও তখন ধীরেসুস্থে ও গাম্ভীর্য সহকারে নামাযের (মসজিদের) দিকে যাও, তাড়াহুড়া করো না (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

গোপনীয়তা

١٤٥- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعِيْنُوْا عَلَي اِنْجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ فَاِنَّ كُلَّ ذِيْ نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ.

১৪৫। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস লাভে গোপনীয়তার সাহায্য নাও। কারণ প্রত্যেক নিআমতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হিংসার শিকার (তাবারানীর মুজামুস সগীর)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের হালকা প্রকৃতির হওয়া উচিত নয় যে, কোন কথাই নিজের পেটে চেপে রাখতে পারবে না এবং নিজের যাবতীয় সংকল্পের কথা পূর্বাহ্নেই লোকদের কাছে বলে বেড়াবে। এরূপ করলে সে হিংসুকের বিষবাণ ও পরশ্রীকাতরদের থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

١٤٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ الْقَدَرِ وَهُوَ مَوَاقِعُهُ وَيَرَي الْقَذَاةَ فِيْ عَيْنِ اَخِيْهِ وَيَدَعُ الْجِذْعَ فِيْ عَيْنَيْهِ وَيُخْرِجُ الضِّغْنَ فِيْ نَفْسِ اَخِيْهِ وَيَدَعُ الضِّغْنَ فِيْ نَفْسِهِ وَمَا وَضَعْتُ سِرِّيْ عِنْدَ اَحَدٍ فَلُمْتُهُ عَلَي اِفْشَائِهِ وَكَيْفَ اَلُوْمُهُ وَقَدْ ضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا.

১৪৬। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তাকদীর থেকে পলায়ন করে তার ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হই। অথচ (এক দিন না এক দিন) সে এই তাকদীরের শিকার হবেই। সে নিজের ভাইয়ের চোখের ধূলিকণা তো দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের কড়িকাঠের কথাও ভুলে যায়। সে নিজের ভাইয়ের অন্তর থেকে ঘৃণা-বিদ্বেষ দূরীভূত করার চিন্তায় লেগে থাকে, কিন্তু নিজের মন অন্যের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। (তিনি আরও বলেন,) এরূপ কখনও হয়নি যে, আমি কারো কাছে আমার কোন গোপন বিষয় বলেছি এবং তা ফাঁস করে দেয়ার জন্য তাকে তিরস্কারও করেছি। যে গোপনীয়তা আমার নিজের অন্তরেই চেপে রাখতে পারিনি তা ফাঁস করে দেয়ার কারণে অন্যকে কেমন করে তিরস্কার করবো (আদাবুল মুফরাদ)।

বিনয় ও নম্রতা

١٤٧- عَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَي الْمِنْبَرِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِيْ نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِيْ نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتّٰي لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ وَخِنْزِيْرٍ.

১৪৭। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। সে লোকদের দৃষ্টিতে মহান পরিগণিত হয়। আর যে ব্যক্তি গর্ব-অহংকার করে আল্লাহ তাকে হতাশ করেন। যদিও সে নিজেকে বড় মনে করে কিন্তু সে মানুষের দৃষ্টিতে নীচ ও মর্যাদাহীন হয়ে যায়। এমনকি সে তাদের দৃষ্টিতে কুকুর ও শূকরের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট হয়ে যায়।

١٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَا رُأِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ.

১৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও হেলান দিয়ে আহার করতে দেখা যায়নি এবং তাঁর পেছনে কখনও দুইজন মাত্র লোককেও চলতে দেখা যায়নি (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তিনি এতটা বিনয়ী ও নিরহংকার ছিলেন যে, কখনো হেলান দিয়ে আহার করেননি। তাঁর নীতিও এমন ছিল না যে, তিনি আগে আগে যাবেন আর জনগণ তাঁর পেছনে পেছনে যাবে। এমনকি তিনি দুইজন লোককেও পেছনে রেখে হাঁটতে পছন্দ করতেন না। এ দু'টি আচরণই উচ্চাভিলাষী ও অহংকারী লোকদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

١٤٩- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَي النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ اَفْلَحُ نَفَخَ فَقَالَ يَا اَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ.

১৪৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আফলাহ্ নামীয় গোলামকে সিজদা করার সময় মাটিতে ফুঁ দিতে দেখলেন। তিনি বলেন ঃ হে আফলাহ! তোমার চেহারাকে ধূলিমলিন করো (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

খ্যাতি ও যশের কাঙ্গাল না হওয়া

١٥٠- عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ.

১৫০। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী, অমুখাপেক্ষী ও প্রচারবিমুখ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন (মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে গানী (অমুখাপেক্ষী) শব্দটির অর্থ আত্মনির্ভরশীল ও অল্পে তুষ্ট ব্যক্তিও হতে পারে এবং অভাবশূন্যতাও হতে পারে। যদি অভাবশূন্যতা ও প্রাচুর্যের সাথে তাকওয়া ও খোদাভীতি যুক্ত থাকে তবে এটাও আল্লাহর তরফ থেকে এক বড় নিআমত, বিশেষত এ ধরনের লোক যখন খ্যাতি ও যশের কাঙ্গাল না হয়।

অল্পে তুষ্টি

١٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ.

১৫১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলো, ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক প্রাপ্ত হলো এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যা রিযিক

দিয়েছেন তাতে তুষ্ট থাকার মনও দিয়েছেন, সে সফলতা লাভ করলো (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

١٥٢– عَن ابْنِ الْفَارَسِيِّ قَـالَ قُلْـتُ لِرَسُـوْلِ اللهِ صَلَّـي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاسْئَلِ الصَّالِحِيْنَ.

১৫২। তাবিঈ ইবনুল ফারাসী (র) থেকে বর্ণিত। আল-ফারাসী (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষের কাছে চাইতে (ভিক্ষা চাইতে) পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'না'। যদি একান্তই তোমাকে চাইতে হয় তবে নেককার লোকদের কাছে চাইতে পারো (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনবোধে নেককার লোকদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, এ ধরনের লোক নিজেদের জন্য প্রতিদানও আশা করবে না এবং উপকারের খোঁটা দিয়ে সাহায্যপ্রার্থীর ব্যক্তিত্বেও আঘাত দিবে না।

١٥٣– عَنْ اَنَس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَسْئَلَةَ لاَ تَحِلُّ اِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِيْ فَقْرٍ مُّدْقِعٍ اَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُّفْظِعٍ اَوْ لِذِيْ دَمٍ مُوْجِعٍ.

১৫৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারও হাত পাতা (ভিক্ষা চাওয়া) জায়েয নয় ঃ (১) সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি, (২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি এবং (৩) পীড়াদায়ক রক্তপণে (দিয়াত) দায়বদ্ধ ব্যক্তি (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

পটভূমি ঃ আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই? সে বললো, একটি দামী কম্বল আছে, যার একাংশ আমার গায়ে দেই, অপর অংশ বিছিয়ে থাকি এবং একটি কাঠের পেয়ালা আছে যাতে আমরা পানি পান করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দু'টি জিনিসই আমার নিকট নিয়ে আসো। সে তা নিয়ে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কম্বল ও পেয়ালা হাতে নিয়ে বললেন ঃ এ দু'টি জিনিস কে খরিদ

করতে প্রস্তুত আছ? এক ব্যক্তি বললো, আমি এক দিরহামে ক্রয় করতে রাজি আছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই অথবা তিনবার বললেন ঃ কে এক দিরহামের বেশী দিতে পারে? এক ব্যক্তি উঠে বললো, আমি দুই দিরহাম দিতে রাজি আছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনিস দু'টি তাকে দিয়ে দিরহাম দু'টি গ্রহণ করলেন। তিনি তা আনসার ব্যক্তির হাতে দিয়ে বললেনঃ যাও, একটি দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় করো এবং তা নিজের পরিবার-পরিজনকে খাওয়াও। আর অপরটি দিয়ে একটি কুঠার কিনে তা আমার নিকট নিয়ে আসো।

কথামত সে কুঠার কিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এলো। তিনি নিজ হাতে তাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ যাও, কাঠ কাটতে থাকো এবং তা বিক্রয় করতে থাকো। লোকটি চলে গেল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথামত কাঠ কেটে বিক্রয় করতে লাগল। পনের দিন পর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। তখন সে দশ দিরহামের মালিক। সে তার কিছু দিয়ে কাপড়-চোপড় কিনলো এবং কিছু দিয়ে খাদ্যদ্রব্য কিনলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এটা (শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন) তোমার জন্য অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম। কারণ ভিক্ষাবৃত্তির লাঞ্ছনাকর চিহ্ন কিয়ামতের দিন চেহারার উপর দাগস্বরূপ হবে। 'সর্বনাশা অভাব' মূলে 'মুদকিইন' শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ অভাবীকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার মত তীব্র অভাব। উল্লিখিত ঘটনাটি সুনানে আবু দাউদ (১৬৪১নং হাদীস), মুসনাদে আহ্‌মাদ (১২১৫৮) ও ইবনে মাজা (নং ২১৯৮) গ্রন্থেও উল্লেখ আছে (অনুবাদক)।

١٥٤– عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَ مَالٌ مِّنْ صَدَقَةٍ وَ لاَ عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ اِلاَّ زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا فَاعْفُوْا يُعِزُّكُمُ اللهُ وَلاَ فَتَحَ رَجُلٌ عَلٰي نَفْسِهِ بَابَ مَسْئَلَةٍ اِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

১৫৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (১) যাকাত ও দান-খয়রাতে সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। (২) যে ব্যক্তি জুলুমের ব্যাপারে ক্ষমা প্রদর্শন করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার মর্যাদা

বৃদ্ধি করেন। অতএব তোমরা ক্ষমার নীতি গ্রহণ করো, আল্লাহ তোমাদের মর্যাদা দান করবেন। (৩) যে ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির দরজা উন্মুক্ত করে আল্লাহ তার জন্য দরিদ্রতার দরজা উন্মুক্ত করে দেন (তাবারানীর আল-মুজামুস সাগীর)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তিনটি গুরত্বপূর্ণ নৈতিক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (১) যাকাত ও দান-খয়রাতের কারণে সম্পদ কমে যায় না। বরং কুরআন মজীদের ভাষ্য অনুযায়ী তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ঃ

وَمَاآتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

"আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তোমরা যে যাকাত দাও, তাই বৃদ্ধি পায়। এরাই সমৃদ্ধিশালী" (সূরা রূম ঃ ৩৯)।

যাকাত ও দান-খয়রাতে বাহ্যত তা প্রদানকারীর সম্পদ হ্রাস হতে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সাথে সাথে যাকাত প্রদানকারী কৃপণতা, লালসা ও নীচ মানসিকতার মত হীন নৈতিক নিকৃষ্টতা থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

(২) প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে সাধারণত নিজের দুর্বলতা ও কাপুরুষতা বিবেচনা করা হয়। কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায়, জুলুম ও বাড়াবাড়ি মাফ করে দেয়ায় মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং জনগণের মধ্যে নৈতিক দিক থেকে প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করা যায়।

সহজ-সরল জীবন

١٥٥– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَتَخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِي الدُّنْيَا.

১৫৫। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বিষয়-সম্পত্তি ও জমিদারী গড়ে তুলো না, তাহলে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে (তিরমিযী ২২৭০)।

ব্যাখ্যা ঃ অপর বর্ণনা থেকে জানা যায়, বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে বাড়িঘর নির্মাণ করা, বিষয়-সম্পত্তি গড়ে তোলা গুনাহর কাজ নয়। এখানে বাড়াবাড়ির পথে যেতে বাধা দেয়া হয়েছে, যাতে দুনিয়াটাই মানুষের উদ্দেশ্যে পরিণত না হয় এবং সে জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভুল না যায়।

١٥٦- عَنْ عَبْدِ الرُّوْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَي اُمِّ طَلْقٍ فَقُلْتُ مَا اَقْصَرَ سَقْفَ بَيْتِكِ هٰذَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ اِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلَي عُمَّالِهِ اَنْ لاَّ تُطِيْلُوْا بِنَائَكُمْ فَاِنَّهُ مِنْ شَرِّ اَيَّامِكُمْ.

১৫৬। আবদে রূমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তালক (রা)-র মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, আপনার ঘরের ছাদ কত ছোট! তিনি বলেন, হে বৎস! আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর কর্মচারীদের লিখে পাঠিয়েছেন ঃ নিজেদের ঘর ও দালানকোঠা বৃহদাকারে নির্মাণ করো না। কেননা তা তোমাদের নিকৃষ্ট যুগের নিদর্শন (আদাবুল মুফরাদ)।

١٥٧- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ.

১৫৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি শুনছো না, তোমরা কি শুনছো না? নিঃসন্দেহে সরলতা ঈমানের অংশ। নিশ্চয়ই সরলতা ঈমানের অংশ (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যাঃ সরলতা মূল আরবী শব্দ 'আল-বাযাযাহ'। অর্থ লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত সাধাসিধা জীবন। উত্তম পোশাক পরিধান ও সৌন্দর্যপ্রিয়তায় ইসলাম বাধা দেয় না। কিন্তু তা যদি সীমা অতিক্রম করে যায় তবে তা হয়ে দাঁড়ায় অপচয়, অহংকার, বাহ্যাড়ম্বর। এভাবে মানুষ নিজের সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ করে দেয়। তাই ইসলাম ভোগ-বিলাসিতা ও বৈরাগ্যের মাঝখানে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। হাদীসে এ বিষয়টি 'আল-বাযাযাহ্' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

١٥٨ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْاَسْوَاقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا.

১৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের খাদেমকে সাথে নিয়ে আহার করে, গাধার পিঠে আরোহণ করে বাজারে যায় এবং বকরী বাঁধে ও তার দুধ দোহন করে সে অহংকারী নয়।

١٥٩– عَنْ جَدَّةِ صَالِحٍ قَالَتْ رَأَيْتُ عَلِيًّا اِشْتَرَي تَمْرًا بِدِرْهَمٍ فَحَمَلَهُ فِيْ مِلْحَفَةٍ فَقَالَتْ لَهُ اَوْ قَالَ لَهُ اَحَدٌ اَحْمِلُ عَنْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ لاَ اَبُو الْعِيَالِ اَحَقُّ اَنْ يَّحْمِلَ.

১৫৯। সালেহ (র)-এর দাদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম আলী (রা) এক দিরহামের বিনিময়ে কিছু খেজুর কিনলেন এবং তা চাদরে পেঁচিয়ে নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। সালেহের দাদী তাকে বললেন অথবা অন্য কেউ তাঁকে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! বোঝাটি আমাকে বহন করতে দিন। তিনি বলেন, না, সন্তানদের পিতাই বোঝা বহনের অধিক উপযুক্ত (আদাবুল মুফরাদ)।

١٦٠– عَنْ عَمْرَةَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَاذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَغْلِيْ ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ.

১৬০। মহিলা তাবিঈ আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়িতে কি কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনিও একজন মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর কাপড়ে আটকে যাওয়া চোরকাঁটা বাছতেন এবং বকরীর দুধ দোহন করতেন (আদাবুল মুফরাদ)।

١٦١– عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ اِلَي الْيَمَنِ قَالَ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمِ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ.

১৬১। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে ইয়ামানে পাঠান তখন বলেন ঃ সাবধান! তুমি বিলাসী জীবনে মগ্ন হবে না। কারণ আল্লাহর বান্দাগণ ভোগ-বিলাসের জীবন যাপন করতে পারে না (মুসনাদে আহমাদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ আরবী শব্দ 'তাজাম্মাল' (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত পোশাক পরিধান) এবং 'তানাউম' (অপব্যয়ী, ভোগবিলাসী জীবন)-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাজাম্মাল প্রমাণিত। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন পোশাক পরিধান করে যে দোয়া

পড়তেন তাতে একথাও বলতেন ঃ "এর দ্বারা আমার জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে চাই"। হাদীসে এসেছে ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিনিধি দলের সামনে সুন্দর পোশাকে আবির্ভূত হতেন"।

কিন্তু 'তাজাম্মুল'-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করলে তা তানাউম-এর সূচনা করে। তাজাম্মুল-এ বেশী কৃচ্ছ্রতা করলে তা বৈরাগ্যের পর্যায়ে পড়ে। অতএব বাহুল্য ব্যয় ও কৃচ্ছ্রতা দুই সীমা নির্ণয়ের ব্যাপারটি ইসলামী শরীআত মুমিন ব্যক্তির জাগ্রত ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিবেকের উপর ছেড়ে দিয়েছে। "নিজের মনের কাছে ফতোয়া চাও" এ হাদীস উপরোক্ত স্থানে প্রযোজ্য।

١٦٢– عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا مَا لَمْ يُخَالِطْ اِسْرَافٌ وَ لاَ مَخِيْلَةٌ.

১৬২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তার দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পানাহার করো, দান-খয়রাত করো, পরিধান করো, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অহংকার ও অপচয়ের পর্যায়ে না যায় (নাসাঈ থেকে মিশকাতে)।

মধ্যম পন্থা বা মিতাচারিতা অবলম্বন

١٦٣– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ.

১৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উত্তম জীবনাচার, বিনয় ও নম্রতা এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ (১) এই অভ্যাসগুলো আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের জীবন চরিতের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলো যত অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করতে পারবে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে তত বেশি পূর্ণতা অর্জন করবে।

(২) মধ্যম পন্থা বা মিতাচারিতা অবলম্বনের উপায় এই যে, জীবনের যাবতীয়

ব্যাপারে বাড়াবাড়ির পথ পরিহার করে সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করবে। যেমন কৃপণতা ও অপচয় দু'টিই বাড়াবাড়ির পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে বদান্যতা ও দানশীলতার নীতি গ্রহণ করাই ভারসাম্যপূর্ণ কর্মপন্থা। ইসলামী শরীআত জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

١٦٤– عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرِ خُطْبَتِهِ مِئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَاَطِيْلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.

১৬৪। আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তির দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ তার সূক্ষ্ম জ্ঞানেরই পরিচায়ক। অতএব তোমরা নামায দীর্ঘ করো এবং ভাষণ সংক্ষেপ করো। নিশ্চয়ই কোন কোন ভাষণে জাদুকরী প্রভাব রয়েছে (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা : যে নামায একাকী পড়া হয় তা ইচ্ছামত দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু জামাআতের নামায সংক্ষেপে পড়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ রয়েছে (বুখারী, মুসলিম)। কেননা জামাআতে দুর্বল, বৃদ্ধ, নারী ও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত লোকও উপস্থিত হয়ে থাকে (অনুবাদক)।

١٦٥– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَى اللّٰهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

১৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি যে কাজ নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে করে তা (পরিমাণে কম হলেও) আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয় (বুখারী-মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা : সাময়িক আবেগের বশবর্তী হয়ে কিছু কাজ করার পর দীর্ঘকাল নীরব থাকার তুলনায় ধৈর্য সহকারে কোন কাজ নিয়মিত করতে পারলে তা পরিমাণে কম হলেও পরিণামের দিক থেকে অনেক উত্তম।

١٦٦– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

১৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না। সে রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য উঠতো কিন্তু তা পরিত্যাগ করেছে (বুখারী-মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ফরয এবং ওয়াজিবসমূহ তো নিয়মিত আদায় করতেই হবে। নফল ইবাদতেও নিয়মানুবর্তী হওয়া উচিত।

١٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُـوْلُ إِذَا سَبَّبَ اللهُ لِاَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلاَ يَدَعْهُ حَتّي يَتَغَيَّرَ لَهُ وَيَتَنَكَّرَ لَهُ.

১৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা যখন তোমাদের কারো জন্য রিযিক অর্জনের কোন পথ খুলে দেন তখন তাতে (ক্ষতিকর) কোন পরিবর্তন অথবা অচলাবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সে যেন স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ না করে (আহমাদ ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

পটভূমি ঃ তাবিঈ নাফে (র) ব্যবসায়ের উদ্দেশে সিরিয়া ও মিসরে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করতেন। অতঃপর তিনি কোন কারণ ছাড়াই ইরাকে পণ্য প্রেরণ শুরু করেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাকে অবহিত করলেন। তিনি তাকে এটা করতে নিষেধ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বাণী শুনিয়ে দেন। এ হাদীস থেকে অনুমান করা যায় যে, কেবল ইবাদতের বেলায়ই নয়, বরং অন্য সব কাজকর্মের ক্ষেত্রেও মুমিন ব্যক্তিকে দৃঢ়চেতা হওয়া উচিত। অস্থিরমতি হওয়া ও ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন তার জন্য শোভনীয় নয়।

١٦٨- عَنْ جَابِرٍ قَـالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّـي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اِتْيَتْمَـامُ الْمَعْرُوْفِ اَفْضَلُ مِنِ ابْتِدَائِهِ.

১৬৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভালো কাজের পূর্ণতা সাধন তা আরম্ভ করার চেয়ে উত্তম (আল-মুজামুস সাগীর)।

বদান্যতা

١٦٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَا رَأَيْتُ اِمْرَأَتَيْنِ اَجْوَدَيْنِ مِنْ عَائِشَةَ

وَاَسْمَاءَ وَهُمَا مُخْتَلِفٌ اَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ حَتّٰي اِذَا كَانَ اِجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسَمَتْ وَاَمَّا اَسْمَاءُ فَكَانَتْ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ.

১৬৯। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) ও আসমা (রা)-র তুলনায় অধিক দানশীল মহিলা আর দেখিনি। কিন্তু তাদের দানশীলতার ধরন ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আয়েশা (রা) তার আয়ের কিছু কিছু অংশ জমা করতেন। যখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আয় জমা হতো তখন তিনি তা দান করে দিতেন। কিন্তু আসমা (রা) আগামী দিনের জন্য কিছু জমা করে রাখতেন না (হাতে আসা মাত্রই তা দান করে দিতেন) (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) ছিলেন হযরত আসমা (রা)-র পুত্র এবং আসমা (রা) ছিলেন আয়েশা (রা)-র বড় বোন।

সততা ও বিশ্বস্ততা

١٧٠– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ.

১৭০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকে তবে পার্থিব জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেলেও তোমার ক্ষতি হবে না। (১) আমানতদারি, (২) সত্য কথন, (৩) উত্তম চরিত্র ও (৪) পবিত্র রিযিক (আহমাদ থেকে মিশকাতে)।

١٧١– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلَي مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

১৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত রক্ষায় বিশ্বাসভঙ্গ করেছে তুমি তার আমানত রক্ষায় বিশ্বাসভঙ্গ করো না (তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারিমী থেকে মিশকাতে)।

ষষ্ঠ অধ্যায়
চারিত্রিক দোষক্রটি

আত্মম্ভরিতা

١٧٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثَـلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ فَتَقْوَي اللّٰهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ وَالْقَوْلُ بِـالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَاءِ وَ اَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًي مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَ اِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ اَشَدُّهُنَّ.

১৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী ও তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী । মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হচ্ছে ঃ (১) প্রকাশ্যে ও গোপনে খোদাভীতি অবলম্বন করা, (২) সন্তোষ ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা এবং (৩) প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। ধ্বংসে নিক্ষেপকারী জিনিসগুলো হচ্ছে ঃ (১) কুপ্রবৃত্তির দাস হওয়া, (২) কৃপণ স্বভাব ও সংকীর্ণমনা হওয়া এবং (৩) আত্মতৃপ্তি। এগুলোর মধ্যে শেষোক্তটি সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের নিজস্ব জ্ঞান, সম্পদ, দৈহিক শক্তি অথবা যুহদ ও তাকওয়ার অহমিকা এমন এক মারাত্মক নৈতিক ব্যাধি, যাতে আক্রান্ত হয়ে সে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়, নিজের ভুল সম্পর্কেও সতর্ক হতে পারে না এবং তার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানের জন্য ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় না।

আত্মম্ভরিতার প্রতিরোধ

١٧٣- عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اِذَا رَأَيْتُـمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ.

১৭৩। মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা চাটুকারদের দেখলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করো (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ চাটুকাররা যে উদ্দেশে প্রশংসা করে তাদের সেই উদ্দেশ ব্যর্থ করে দাও।

আত্মম্ভরিতা রোগ থেকে সতর্কতা অবলম্বন

١٧٤- عَنْ عَدِيٍّ قَالَ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زُكِّيَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ.

১৭৪। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সামনাসামনি প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! এরা যা বলছে তার জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করো না। আমার যেসব দোষত্রুটি এদের জানা নেই সেগুলো আমায় ক্ষমা করে দাও (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে সাধারণত অহংকার ও আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম এ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। তারা এক দিকে অযাচিত প্রশংসার জবাবদিহি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন, অপরদিকে এই প্রশংসা শুনে যেন মনে অহংকারবোধের উদয় না হয় সেজন্যও নিজেদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

যশের কাঙ্গাল

١٧٥- عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْوَةٍ فِيْ الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذِلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানকর পোশাক পরাবেন (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ খ্যাতি ও বাহ্যাড়ম্বর প্রকাশক পোশাক দুই ধরনের হতে পারে। (১) নেতা ও সম্পদশালী লোকদের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা, যাতে সর্বসাধারণের মনে তাদের নেতৃত্ব ও প্রাচুর্যের প্রভাব পড়ে। (৩) ধর্মীয় নেতা, পাদ্রী, সাধু-সন্ন্যাসী এবং দুনিয়াত্যাগী দরবেশদের মত পোশাক পরিধান করে নিজের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রদর্শনী করার চেষ্টা করা। ইসলামী সমাজে সম্পদশালীদের

জন্য বিশেষ ধরনের কোন পোশাক নেই এবং সেখানে এমন কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না যারা বিশেষ ধরনের পোশাক পরে নিজেদের আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রদর্শনী করতে পারে।

অহংকার

١٧٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

১৭৬। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বললো, মানুষ চায় যে, তার পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর হোক, তার জুতা জোড়া সুন্দর হোক। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ সৌন্দর্যময় এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা হচ্ছে অহংকার (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে কোন ব্যক্তি যদি নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী পোশাক ও বাড়ী-ঘরে সৌন্দর্য অবলম্বন করে তবে তাকে গর্ব-অহংকারের অপবাদ দেয়া যাবে না। পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহর অধিকার ও মানুষের অধিকার পদদলিত করার নাম হচ্ছে অহংকার।

মনের সংকীর্ণতা

١٧٧- عَنْ اَبِي الْاَحْوَص عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ فَقَالَ لِيْ أَلَكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِيَ اللهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَاِذَا اَتَاكَ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ.

১৭৭। আবুল আহওয়াস (র) থেকে তার পিতার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খুবই নিম্ন মানের পোশাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলে তিনি আমাকে বলেন ঃ তোমার কি ধনসম্পদ আছে? আমি বললাম, হাঁ।

তিনি বলেন ঃ কি ধরনের সম্পদ? আমি বললাম, উট, গরু, ঘোড়া, মেষ-বকরী, দাস-দাসী, যাবতীয় প্রকারের মাল আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন তখন তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহের নিদর্শন অবশ্যই তোমার দেহে প্রকাশ পাওয়া উচিত (নাসাঈ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ নীচ মানসিকতা দূরীভূত করাই এ হাদীসের লক্ষ্য। এই নীচ মানসিকতা আল্লাহর দেয়া সুযোগ-সুবিধার প্রতি অকৃতজ্ঞতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নিআমতের নিদর্শন প্রকাশ করতে গিয়ে এতটা বাড়াবাড়িও করা যাবে না যা অহংকার, প্রদর্শনী ও অপচয়ে লিপ্ত হওয়ার পর্যায়ে পড়ে।

নিকৃষ্ট আচরণ

١٧٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ لَيْسَ لَهَا مَثَلُ السَّوْءِ.

১৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উপঢৌকন ফেরত নেয়, সে কুকুর তুল্য, যে বমি করে পুনরায় তা খায়। এ সম্পর্কে এর চেয়ে নিকৃষ্ট উদাহারণ আর কি হতে পারে (বুখারী থেকে মিশকাতে)!

স্বার্থপরতা

١٧٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِيْ اِنَائِهَا وَلِتَنْكِحَ فَاِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

১৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মহিলা যেন তার বোনের পাত্রের খাবার দখল করার জন্য তার তালাক দাবি না করে। সে যেন বিয়ে করে নেয়। তার তাকদীরে যা আছে সে তা পাবেই (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন ব্যক্তি একাধিক বিয়ে করতে চায় তবে দ্বিতীয় (হবু) স্ত্রীর এ দাবি করা সংগত নয় যে, আগে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দাও, অতঃপর আমাকে বিবাহ করো। এরূপ দাবির উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্বের স্ত্রী যা কিছু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তা তার হাতে এসে যাক। এ ধরনের নোংরামি ও স্বার্থপর মানসিকতা ইসলামের মেজাজের পরিপন্থী। সে চাইলে স্ত্রীহীন কোন পুরুষকে বেছে নিতে পারে।

কৃপণতা

١٨٠– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلَيٰ جَنْبِهِ.

১৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পেট ভরে খায়, আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার জালায় কাতরায়, সে মুমিন নয় (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

ব্যক্তিত্বহীনতা ও ছেবলামি

١٨١– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَي اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَي غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا.

১৮১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তিকে দাওয়াত করা হলে সে যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করলো। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত না পেয়েও দাওয়াতে উপস্থিত হয়েছে সে চোররূপে প্রবেশ করলো এবং ডাকাতরূপে বের হয়ে গেল (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ পারস্পরিক ইসলামী ভ্রাতৃ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা বরং উন্নত করার জন্য আপসে উপঢৌকন বিনিময় করা ও দাওয়াত দিয়ে আহার করানো প্রয়োজন। এখন যে ব্যক্তি দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তার মুসলমান ভাইয়ের দাওয়াত কবুল করে না, সে মূলত তার ভ্রাতৃবন্ধন কেটে দেয়, যা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায়। কিন্তু বিনা দাওয়াতে কোন ভোজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া নীচু মানসিকতা ও অশিষ্টতার পরিচায়ক। কোন ব্যক্তি যদি শরীআতসম্মত ওজরবশত কোন মুসলমানের দাওয়াত কবুল করতে না পারে, তবে তার ক্ষেত্রে হাদীসে উল্লেখিত তিরস্কার প্রযোজ্য নয়।

লোভ-লালসা

١٨٢ – عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ اخْشٰي عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ أَخْشٰي عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ.

১৮২। আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না। বরং আমার আশংকা হচ্ছে, তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মত তোমাদের জন্যও পার্থিব ধন-সম্পদের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তাদের মত তোমরাও পার্থিব লালসার শিকার হবে। পরিণতিতে তা তাদের মত তোমাদেরকেও ধ্বংস করে দিবে (বুখারী-মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এক্ষেত্রেও ইসলাম মধ্যম পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। পাদ্রী-পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের মত পার্থিব নিআমত ও আরাম-আয়েশ থেকে একেবারে দূরে থাকাও ঠিক নয়, আবার ভোগবিলাসে এতটা বিভোর হওয়াও ঠিক নয় যে, জীবনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। উল্লেখিত হাদীসে সম্পদের প্রাচুর্যকে দরিদ্র অবস্থার চাইতেও অধিক বিপজ্জনক বলা হয়েছে। দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার কুপ্রভাব তুলনামূলকভাবে সীমিত। দরিদ্রতার কারণে আল্লাহ বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক সমাজ ব্যবস্থা ফুলে ফেঁপে উঠতে পারে না, যা সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে বিকাশ লাভ করে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার গোটা ভিত্তিকেই সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে।

কৃত্রিমতা ও পরানুকরণ

١٨٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

১৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব পুরুষ স্ত্রীলোকদের বেশ ধারণ করে এবং যেসব স্ত্রীলোক পুরুষ লোকদের বেশ ধারণ করে আল্লাহ তাআলা তাদের অভিসম্পাত করেছেন (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে নগণ্য ও সাধারণ বিষয়াদিতে সাদৃশ্য নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক তার অবয়ব এমনভাবে বিকৃত করবে না যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কথাবার্তায় কৃত্রিমতা ও মিথ্যাচার

١٨٤- عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَيَّ وَاَقْرَبَكُمْ مِنِّيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَيَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ مَسَاوِيْكُمْ اَخْلَاقًا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ.

১৮৪। আবু ছালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চারিত্রিক দিক থেকে সর্বোত্তম সে কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটবর্তী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি চারিত্রিক দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, বাচাল, অসার বক্তব্যদাতা এবং গর্ব-অহঙ্কারভরে কথা বলে সে আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য ও আমার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী হবে (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ চরিত্রহীন লোকের যেখানে আরও বহু নিদর্শন রয়েছে সেখানে একটি চিহ্ন এই যে, এরা কথা বানাতে খুবই পারদর্শী। নিজেদের বাকপটুতার জোরে মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করা এদের বাঁ হাতের লেখা মাত্র।

বাহ্যিক লৌকিকতা

١٨٥– عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ زَفَفْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ اَخْرَجَ عُسًّا مِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ اِمْرَأَتَهُ فَقَالَتْ لاَاَشْتَهِيْهِ فَقَالَ لاَتَجْمَعِيْ جُوْعًا وَكِذْبًا.

১৮৫। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রীকে বধূবেশে সাজিয়ে তাঁর কাছে পাঠালাম। আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি দুধের পেয়ালা বের করে প্রথমে নিজে পান করলেন অতঃপর নববধূকে দিলেন। তিনি বললেন, আমার খাওয়ার ইচ্ছা নাই। নবী (স) বললেন ঃ ক্ষুধা ও মিথ্যাকে একত্র করো না (তাবারানীর মুজামুস সগীর)।

ব্যাখ্যা ঃ যখন কোন বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে পানাহারের কোন জিনিস পেশ করা হয়, তখন ক্ষুধা ও খাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেবল লৌকিকতার খাতিরে এখন ক্ষুধা নেই বলে তা গ্রহণ হতে বিরত থাকা একটি সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখিত হাদীসে এ ধরনের বাহ্যিক লৌকিকতা পরিহার করতে বলা হয়েছে।

অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া

١٨٦– عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَأَلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَضَعُ اِحْدَيْ رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰي ثُمَّ يَتَغَنّٰي وَيَدَعُ اَنْ يَقْرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ.

১৮৬। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় না দেখি যে, সে পায়ের উপর পা তুলে গানে মশগুল হয়ে আছে এবং সূরা বাকারা পাঠ ত্যাগ করেছে (তাবারানীর মুজামুস সগীর)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সঙ্গীত ও গান-বাজনা শয়তানী কাজ। যদি কাউকে কিছু পড়তেই হয় তবে কুরআনের মত মহান কিতাব পাঠ করবে। এ হাদীসে বিশেষ করে সূরা বাকারার উল্লেখ করার কারণ এই যে, সঙ্গীত ও গান-বাজনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মুনাফেকী সৃষ্টি হয়। যেমন অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, গান-বাজনা মুনাফেকীর জন্ম দেয়। আর সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে নিফাক ও তার প্রতিকারের কথা রয়েছে।

অপচয় ও অপব্যবহার

١٨٧- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

১৮৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ (কারো ঘরে) একটি বিছানা তার নিজের জন্য, অপরটি তার স্ত্রীর জন্য এবং তৃতীয়টি মেহমানের জন্য থাকবে, চতুর্থটি থাকলে তা হবে শয়তানের জন্য (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ একজন মুসলমানের ঘরে প্রয়োজন পরিমাণ আসবাবপত্র থাকতে পারে। লৌকিকতা, সাজসজ্জা ও জাঁকজমকের উদ্দেশে আসবাবপত্র ও ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রাচুর্য শয়তানী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এই হাদীসে বিছানার নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর জোর দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং যে মানসিকতার ফলে ভোগবিলাস ও ব্যয়বহুল জীবনের সূচনা হয়, তার উপর আঘাত হানাই আসল উদ্দেশ্য।

١٨٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاص اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ اَفِي الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰي نَهَرٍ جَارٍ.

১৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ (রা)-র নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন উযু করছিলেন। তিনি

বলেন ঃ হে সাদ! এই অপচয় কেন? সাদ (রা) বললেন, উযুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি প্রবহমান নদীর তীরে থাকলেও অপচয় আছে (আহমাদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ ধরনের কথার মাধ্যমে অপব্যয়ী মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। কোন কোন অবস্থায় যদিও অপচয়ের কোন ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না, তবুও এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যায় অপচয়ের এই অভ্যাস অন্যান্য ক্ষেত্রে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতির কারণ হওয়ার আশংকা আছে। আরও স্মরণীয় যে, অপচয় কেবল পার্থিব আচার-আচরণ ও ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ নয়, বরং ইবাদত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তা একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য।

١٨٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَي مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا.

১৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের পরিধেয় বস্ত্র (জামা, লুঙ্গি, পাজামা) অহংকারের সাথে মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলা গর্ব-অহংকার ও বড়মানুষি মোটেই পছন্দ করেন না। এজন্য যেসব বিষয় গর্ব-অহংকার প্রকাশের মাধ্যম হতে পারে, ইসলামী শরীআতে সেসব কাজকর্ম এবং চালচলনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

অপচয় ও ভোগবিলাস

١٩٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِيْ اِنَاءِ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ اَوْ اِنَاءٍ فِيْهِ شَيْئٌ مِنْ ذَالِكَ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

১৯০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে বা সোনা-রূপা মিশ্রিত পাত্রে পান করে, সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢালে (দারু কুতনী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অনৈসলামী লৌকিকতা ও পুঁজিবাদী মানসিকতার প্রদর্শনী থেকে মুসলিম সমাজকে পবিত্র রাখাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য। হাদীসে কেবল পান করার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু মূলত এর দ্বারা উক্ত ধাতুদ্বয়ের তৈরী পানাহারের যাবতীয় পাত্র

ও ব্যবহার্য সমস্ত জিনিস বুঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে রাজকীয় জাঁকজমক প্রকাশ পায়।

নৈরাশ্য ও কাপুরুষতা

١٩١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

১৯১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুঃখকষ্টে পতিত হওয়ার ফলে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। একান্তই যদি তা করতে হয় তবে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! জীবন আমার জন্য যতক্ষণ কল্যাণকর ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখো। আর মৃত্যু আমার জন্য যখন কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দান করো (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা : ইসলামে আত্মহত্যা তো দূরের কথা, মৃত্যু কামনা করা পর্যন্ত জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিআমতের মধ্যে জীবন অন্যতম বড় নিআমত। এই নিআমত নিঃশেষ হওয়ার কামনা করা মূলত নিআমতের অকৃতজ্ঞতা ও অমর্যাদার শামিল। তাই মৃত্যু কামনা করা একটি গুনাহর কাজ।

সন্দেহ প্রবণতা

١٩٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ اَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰي يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

১৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নিজের পেটের মধ্যে কিছু (বায়ু) অনুভব করে এবং সন্দেহ হয় যে, পেট থেকে কিছু বের হলো কিনা, তখন সে যেন (উযু ছুটে গেছে ভেবে) মসজিদ থেকে বের না হয়, যে পর্যন্ত না কোন শব্দ শুনে অথবা দুর্গন্ধ পায় (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ নিশ্চিত কারণ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কেবল সন্দেহ-সংশয়ের ভিত্তিতে নামায ভঙ্গ করা জায়েয নয়।

সপ্তম অধ্যায়

সৎ জীবন যাপন

বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা

١٩٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُكُمْ اِسْلَامًا اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا اِذَا فَقُهُوْا.

১৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে ইসলামের দিক থেকে সেই ব্যক্তি উত্তম যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র ও (দীন সম্পর্কে) গভীর জ্ঞানের অধিকারী (আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদঃ হুসুনুল খুল্ক, পৃ. ৪৪)।

١٩٤- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ اُولُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهْيِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اِخْتِلَافًا.

১৯৪। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে দাঁড়াতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত আমাদের কাঁধের উপর ফেরাতেন (কাতার সোজা করার জন্য) এবং বলতেন ঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও, আগে-পিছে হয়ে দাঁড়িয়ো না, অন্যথা তোমাদের অন্তরসমূহেও বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তারা যেন আমার নিকটে (প্রথম কাতারে) থাকে, অতঃপর যারা ঐ গুণে তাদের কাছাকাছি তারা, অতঃপর যারা ঐ গুণে এদের কাছাকাছি তারা। আবু মাসউদ (রা) বলেন, দুঃখের বিষয়! আজ তোমরা অত্যন্ত বিভিন্নমুখী (মুসলিম ৮৫৫)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দীনের জ্ঞানে যারা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী তাদের ইমামের নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়ানো উচিত, অতঃপর ঐসব গুণে

যারা তাদের কাছাকাছি .....। এরপর লোকেরা পর্যায়ক্রমে কাতারবন্দী হবে।

١٩٥ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ اَهْلِ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتّٰي ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا وَماَ يُجْزِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ بِقَدْرِ عَقْلِهِ.

১৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, উমরা এবং অন্যান্য নেক কাজের উল্লেখপূর্বক বললেন ঃ লোকদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে (মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ যতটা সচেতন মন ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ইবাদতের অনুষ্ঠানগুলো পালন করবে সে তদনুযায়ী ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। আল্লাহর নেক বান্দাগণ এক্ষেত্রে বাস্তবিকই যে আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করেন সেও তা অর্জন করতে পারবে। নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। اِذَا ذُكِرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.

“তাদেরকে যদি তাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়ে উপদেশ দেয় হয়, তাহলে তারা তার প্রতি অন্ধ-বধির হয়ে থাকে না” (সূরা ফুরকানঃ ৭৩)।

অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায় এবং না বুঝে না শুনে ও হৃদয়ঙ্গম না করেই স্রেফ অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন নির্দেশ অনুসরণ করে না।

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

١٩٦ – عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ بَلْهٌ.

১৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। জান্নাতবাসীরা বোকা (বুখারী-মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ঈমানদার ব্যক্তি এতটা সবাধান ও সতর্ক যে, সে কখনও প্রতারিত হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার প্রতারিত হয় না। কিন্তু সে আল্লাহর ভয়ে কেবল হালাল পন্থায় উপার্জিত আয়ের উপর তুষ্ট থাকে, তা পরিমাণে যত কমই হোক না কেন। তার সামনে হারাম মালের স্তূপ পড়ে থাকলেও তার দৃষ্টি সেদিকে যায় না, এজন্য দুনিয়াদার লোকেরা তাকে নির্বোধ মনে করে। তাই কোন কোন হাদীসে মুমিন ব্যক্তিকে 'গির্‌রুন কারীম' (সম্ভ্রান্ত বোকা) এবং মোনাফিককে 'খিব্বুন লাইম' (জঘন্য প্রতারক) বলা হয়েছে। 'ইন্না আহ্‌লাল জান্নাতে বালহুন' (বেহেশ্‌তবাসীরা নির্বোধ) হাদীসের তাৎপর্যও তাই।

١٩٧– عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاحَلِيْمَ اِلاَّ ذُوْ عَثْرَةٍ وَلاَ حَكِيْمَ اِلاَّ ذُوْ تَجْرِبَةٍ.

১৯৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হোঁচট খাওয়া ব্যক্তি ছাড়া কেউ সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হতে পারে না এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রজ্ঞাবান হতে পারে না (ইমাম আহমাদের মুসনাদ থেকে মিশকাতে)।

বাহ্যিক পবিত্রতা ও নৈতিক পবিত্রতা

١٩٨– عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ.

১৯৮। আবু মালেক আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক (মুসলিম ৪২৫)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতার শিক্ষাই দেয় না; বরং সাথে সাথে বাহ্যিক পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও উত্তম আচার-ব্যবহারের প্রতিও জোর তাকিদ দেয়। এজন্য উল্লেখিত হাদীসে বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

١٩٩– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنٰي لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰي لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًي.

১৯৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত ছিল উযু ও পানাহারের কাজের জন্য এবং বাঁ হাত ছিল শৌচকার্য ও এ ধরনের নাপাক পরিষ্কারের জন্য (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে মূল শব্দ 'মা কানা মিন আযা'-এর অর্থ হচ্ছে, নাকের ময়লা এবং এই প্রকারের অন্যান্য স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁ হাত ব্যবহার করতেন, অপরদিকে পবিত্র কাজগুলো ডান হাত দিয়ে করতেন।

٢٠٠– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ.

২০০। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজের গোসলখানায় পেশাব না করে, অতঃপর সেখানেই আবার গোসল অথবা উযু করে (আবু দাউদ ২৭)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ পেশাব ও গোসলের জন্য পৃথক পৃথক স্থান থাকা আবশ্যক। অন্যথায় এ ব্যাপারে যদি সতর্কতা অবলম্বন না করা হয় তবে পাক-পবিত্রতার বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ থেকে যায়।

٢٠١– عَنْ اَبِيْ مُوْسٰي قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَبُوْلَ فَاَتٰي دَمْثًا فِيْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ.

২০১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। অতএব তিনি একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম জায়গায় গেলেন এবং (তথায়) পেশাব করলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ পেশাব করার ইচ্ছা করলে সে যেন নরম জায়গার খোঁজ করে (আবু দাউদ ৩)।

٢٠٢– عَنْ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِي النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَـا اَبُـوْلُ قَائِماً فَقَالَ يَا عُمَرُ لاَ تَبُلْ قَائِماً فَمَا بُلْتُ قَائِماً بَعْدُ.

২০২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বলেন ঃ হে উমার! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর থেকে আমি আর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ বিশেষ কোন ওজর বা অসুবিধা থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যেতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় উপরোল্লেখিত নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

٢٠٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ.

২০৩। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গর্তের মধ্যে পেশাব না করে (আবু দাউদ ২৯)।

٢٠٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهاَ وَاَمَرَ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰي عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰي اَنْ يَّسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهِ.

২০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এমন (স্নেহশীল বন্ধু) যেমন পিতা তার সন্তানদের জন্য। আমি তোমাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। তোমরা যখন পায়খানায় যাবে তখন কিবলাকে সামনে বা পিছন করে বসবে না। (রাবী বলেন,) তিনি পায়খানায় তিনটি ঢিলা ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন এবং এ উদ্দেশে গোবর ও হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। তিনি কাউকে ডান হাত দিয়ে শৌচ করতেও নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ কিবলামুখী হয়ে অথবা কিবলার দিকে পিঠ রেখে পায়খানা-পেশাব করা যায় কিনা এ নিয়ে ফিক্‌হবিদ ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতই শক্তিশালী মনে হয়। অর্থাৎ উপরোক্ত নির্দেশ

উন্মুক্ত স্থানে পায়খানা-পেশাবে বসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। [হানাফী মাযহাবমতে বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকলে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানেও কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করা সংগত নয় (অনুবাদক)]।

তিনভাবে শৌচ করা যেতে পারে ঃ (১) তিনটি ঢিলা ব্যবহার করে অথবা (২) পানি দিয়ে অথবা (৩) ঢিলা এবং পানি উভয়টির সাহায্যে।

٢٠٥– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ.

২০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আহার সামনে উপস্থিত হলে (তা খাওয়ার আগে) নামায পড়বে না এবং পায়খানা-পেশাবের বেগ হলেও (তা না সেরে) নামায পড়বে না (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ক্ষুধা লেগে থাকলে এবং খাবার তৈরী হলে প্রথমে আহার করে নেয়া উচিত যাতে পূর্ণ একাগ্রতা ও মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করা যায়। অবশ্য যদি তেমন ক্ষুধা না লেগে থাকে, তবে প্রথমে নামায আদায় করে নেয়াই উত্তম। পায়খানা-পেশাব চেপে রেখে নামাযে দাঁড়ানো কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

٢٠٦– عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ.

২০৬। মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তিনটি অভিশাপের যোগ্য কাজ থেকে সতর্ক থাকোঃ (১) পানি সংগ্রহের স্থানে বা উৎসসমূহে, (২) যাতায়াতের রাস্তায় ও (৩) ছায়াদার জায়গায় পায়খানা করা (আবু দাউদ ২৬ ও ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ উল্লিখিত তিনটি স্থানে কোন ব্যক্তি পায়খানা করলে সে আল্লাহর পক্ষ হতে অভিসম্পাতের যোগ্য হয়ে যায়। হাদীসের এই নির্দেশের মধ্যে দু'টি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। (১) এই প্রকারের অশিষ্ট কাজ রুচিবোধে ঘৃণার উদ্রেক করে। (২) সাধারণ লোকের যাতায়াতের স্থানে পায়খানায় বসাও একটি নির্লজ্জ ব্যাপার।

٢٠٧- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْـهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّـي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰي عَنْ هَـاتَيْنِ الشَّـجَرَتَيْنِ يَعْنِـي الْبَصَـلَ وَالثُّـوْمَ وَقَالَ مَنْ اَكَلَهَا فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لاَبُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَاَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا.

২০৭। মুআবিয়া ইবনে কুররা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি গাছ অর্থাৎ পিঁয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তা খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে। তিনি আরও বলেছেন ঃ তোমাদের যদি তা একান্তই খেতে হয় তবে রান্না করে তার দুর্গন্ধ দূর করে খাও (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সমষ্টিগত শিষ্টাচারের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, যেসব জিনিসের গন্ধ সাধারণভাবে বিস্বাদ হয়ে থাকে, তা খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ নির্দেশ থেকে দু'টি জিনিস জানা যায় ঃ (১) যেসব জিনিসের গন্ধ অসহনীয় ও অপছন্দনীয় তা খাওয়া ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত; (২) সভা-সমিতি ও সম্মিলন স্থানে উপস্থিত লোকদের যাতে কোনরূপ কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

পানাহারের শিষ্টাচার

٢٠٨- عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ قَـالَ كُنْـتُ غُلاَمًـا فِـيْ حِجْـرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّـي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَكَـانَتْ يَـدِيْ تَطِيْـشُ فِـي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّـي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

২০৮। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছোট বেলায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হই। খাওয়ার সময় আমার হাত থালার সর্বত্র ঘুরপাক খেতো। তিনি আমাকে বলেন ঃ

বিসমিল্লাহ বলো, ডান হাতে খাও এবং তোমার নিকটের খাদ্য খাও (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ উমার ইবনে আবু সালামা (রা)-র এই কাজ বাহ্যত একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দিলেন এবং পানাহারের প্রয়োজনীয় শিষ্টাচার শিক্ষা দিলেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, সাধারণ ব্যাপারেও পিতা-মাতা ও অভিভাবকদেরকে ছোটদের প্রশিক্ষণের প্রতি কতটা খেয়াল রাখা উচিত। আমর ইবনে আবু সালামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা)-র পূর্ব স্বামী আবু সালামা (রা)-র ঔরসজাত সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সন্তানের মত তাকে লালন-পালন করেছেন।

٢٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ اِنْ اِشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

২০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন খাদ্যের ত্রুটি নির্দেশ করেননি। খাদ্য তাঁর রুচিসম্মত হলে গ্রহণ করতেন, অপছন্দ হলে গ্রহণ করতেন না (বুখারী ও মুসলিম ৪৯৭৫)।

ব্যাখ্যা ঃ আসল জিনিস হচ্ছে জীবন ধারণের জন্য খাদ্য, খাদ্যের জন্য জীবন ধারণ নয়। তাই যার সামনে উচ্চতর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রয়েছে, সে পানাহারের জিনিসে দোষত্রুটি উল্লেখ এবং কথায় কথায় ঘরের লোকদের দোষ ধরার ও ঝগড়াটে ফেলার চেষ্টা করে না।

٢١٠- عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلَي طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ.

২১০। ওয়াহশী ইবনে হারব (র) থেকে তার পিতার মাধ্যমে দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহার করি কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বলেন ঃ খুব সম্ভব তোমরা পৃথক পৃথক খাও (সকলে একত্রে খাও না)। তারা বললেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমরা একত্রে আহার করো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের খাদ্যে বরকত হবে (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ পৃথক পৃথক আহার করা যদিও শরীআতে জায়েয, কিন্তু সকলেই একত্রে বসে খাওয়াটাই অধিক পছন্দনীয় এবং এতে কল্যাণ ও বরকত লাভ করা যায়। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সামষ্টিকতার যখন এতটা প্রভাব তখন গোটা জীবনকেই সামষ্টিকতার রংয়ে রঞ্জিত করলে তার ফল যে আরো অধিক কল্যাণকর হতে পারে, এ হাদীস থেকে তা সহজেই তা অনুমান করা যায়।

٢١١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهِ غَمْرٌ لَمْ يَغْسِلْهُ فَاَصَابَهُ شَيْئٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ.

২১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাতের এঁটো না ধুয়ে তা নিয়েই যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে এবং সেজন্য তার কোন ক্ষতি হয়, তাহলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ পানাহার শেষে উত্তমরূপে হাত ধুয়ে এঁটো পরিষ্কার করা আবশ্যক।

গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা

٢١٢- عَنْ يَعْلَي بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَائَةِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَائَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا.

২১২। ইয়ালা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-র নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিটি অক্ষর পৃথক পৃথক করে তা পড়ে শুনিয়ে দিলেন (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত পাঠের মধ্যে গাম্ভীর্য ও ধীরস্থীরতা ছিল, তাড়াহুড়া ও বিহ্বলতা ছিল না।

সুমধুর কণ্ঠস্বর

٢١٣– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ.

২১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ কৃত্রিমতা পরিহার করে সুমিষ্ট আওয়াজে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কৃত্রিম অথবা নিকৃষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয়।

কথাবার্তায় গাম্ভীর্য

٢١٤– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لَـمْ يَكُـنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاَحْصَاهُ.

২১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মত দ্রুত কথা বলতেন না। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, কেউ তা (শব্দ সংখ্যা) গণনা করতে চাইলে সহজেই গণনা করতে পারতো (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

মুখের পবিত্রতা

٢١٥– عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلاَ لَعَّانًا وَلاَ سَبَّابًا كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِيْنُهُ.

২১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ দিয়ে কখনও অশ্লীল কথা, অভিশাপ বাক্য ও গালির শব্দ বের হয়নি। অসন্তোষের সময় তিনি বলতেনঃ তার কি হয়েছে, তার চেহারা ধুলিমলিন হোক (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

٢١٦– عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلاً ثَائِرَ الرَّأسِ فَقَالَ لِمَ يُشَرِّوُهُ اَحَدُكُمْ نَفْسَهُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ.

২১৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলুথালু চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজেকে কুশ্রী বানায় কেন? অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় তার চুল ছেঁটে পরিপাটি করতে বললেন (তাবারানীর আল-মুজামুস সগীর)।

প্রফুল্লতা

٢١٧– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَـزْءٍ قَـالَ مَـا رَأَيْـتُ اَحَـدًا اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২১৭। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে অধিক মুচকি হাসিদাতা আর কাউকে দেখিনি (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেজাজে রুক্ষতাও ছিল না এবং তিনি এতটা উচ্ছলও ছিলেন না যে, সামান্য কথাবার্তায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়বেন। বরং এ ব্যাপারে তাঁর কর্মপন্থা ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ।

অট্টহাসি পরিহার

٢١٨– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْـتُ النَّبِـيَّ صَلَّـي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰي اُرِيَ مِنْهُ لَهَوَاتَهُ وَاِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.

২১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অট্টহাস্য করতে দেখিনি যে, তাঁর আলজিভ দেখা যায়। তিনি কেবল মুচকি হাসতেন (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

সফরের শিষ্টাচার

٢١٩– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَاِذَا قَضَى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيَعْجَلْ اِلَي اَهْلِهِ.

২১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফর আযাবের একটি টুকরা। তা তোমাদের কাউকে ঘুম ও পানাহার থেকে বিরত রাখে। অতএব তোমাদের কারো সফরের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে সে যেন তার পরিবার-পরিজনের কাছে জলদি ফিরে আসে (বুখারী ২৭৮০ ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٢٢٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَطَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ اَهْلَهُ لَيْلاً.

২২০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নিজ পরিবারে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকে, তখন সে যেন রাতের বেলা তাদের কাছে ফিরে না আসে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করার পর পূর্ব অবহিতি ব্যতীত হঠাৎ বাড়ি ফিরে এলে তখন এ হাদীসের উপর আমল করা আবশ্যক। কিন্তু সে যদি তার আগমন সম্পর্কে অবহিত করে থাকে তবে এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে যখন ইচ্ছা নিজের সুবিধামত বাড়ি আসতে পারে।

٢٢١- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ اِلاَّ نَهَارًا فِي الضُّحٰي فَاِذَا قَدِمَ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّي فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ.

২২১। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলা ছাড়া সফর থেকে ফিরে আসতেন না। তিনি সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং দুই রাকআত নামায পড়তেন (বুখারী, আবু দাউদ, জিহাদ, বাব ফী ইতাইল বাশীর)।

ব্যাখ্যা ঃ বিশেষ করে দীর্ঘ সফর থেকে নিরাপদে ফিরে এসে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়া আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা।

٢٢٢- عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاتَ عَلٰي اَنْجَارٍ فَوَقَعَ مِنْهُ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِيْنَ يَرْتَجُّ فَهَلَكَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

২২২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কেউ যদি ঘরের ছাদের উপর ঘুমায় এবং নিচে পতিত হয়ে মারা যায় তাহলে সেজন্য কেউ দায়ী নয়। অনুরূপ কেউ যদি তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মারা যায়, তার জন্যও কেউ দায়ী নয় (আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ : মান বাতা আলা সাতহিন লাইসা লাহু সিতরাহ্)।

ব্যাখ্যা : জীবনও আল্লাহর দেয়া একটি অন্যতম নিআমত। অলসতা ও অসতর্কতায় তা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করা কোন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। অতএব হাদীসে উল্লেখিত অসতর্কতার জন্য মৃত ব্যক্তি নিজেই দায়ী।

শোয়ার আদব-কায়দা

٢٢٣- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحًا بِوَجْهِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ قُمْ نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَةٌ.

২২৩। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, সে উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তিনি নিজের পা দিয়ে তাকে খোঁচা মারলেন এবং বললেন: উঠে দাঁড়াও, এ তো জাহান্নামীর শোয়া (আদাবুল মুফরাদ)।

স্বাস্থ্যের হেফাযত

٢٢٤- عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ اَنَّهُ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَهُ فَتَحَوَّلَ اِلَي الظِّلِّ.

২২৪। আবু কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময় উপস্থিত হলেন যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। আবু কায়েস (রা) রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে তিনি স্থান ছেড়ে ছায়ায় চলে এলেন (আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ ঃ মা ইয়াজলিসু আলা হাররিস শামস্)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে অনুধাবন করা যায়, উম্মাতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতটা দরদ ছিল। তিনি একেবারে সাধারণ ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখতেন যাতে কারও কোন ক্ষতি না হয়।

চলাফেরার আদব-কায়দা

٢٢٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْشِيْ اَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا.

২২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরিধান করে না হাঁটে। হয় সে উভয় পায়ে জুতা পরবে অথবা উভয় পা খালি রাখবে (বুখারী থেকে মিশকাতে,অধ্যায়ঃ লিবাস)।

অষ্টম অধ্যায়
আদর্শ সমাজ ও পরিবার

পিতা-মাতার অধিকার

٢٢٦- عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ اَبَوَيَّ شَيْئٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّهُمَا فَقَالَ نَعَمْ خِصَالٌ اَرْبَعٌ الدُّعَاءُ لَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ رَحِمَ لَكَ مِنْ قِبَلِهِمَا.

২২৬। আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার এমন কোন উপায় আছে কি যা আমি অনুসরণ করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, চারটি উপায় আছে ঃ (১) তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, (২) তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা, (৩) তাদের বন্ধু-বান্ধব ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করা এবং (৪) তাদের মাধ্যমে তোমার সাথে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা অক্ষুন্ন রাখা (আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা ৯)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ চাচা, ফুফু, মামা, খালার মত আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে পূর্ণরূপে সজাগ থাকতে হবে।

٢٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُهُ عَلَي الْهِجْرَةِ وَتَرَكَ اَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِمَا وَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا.

২২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরতের উদ্দেশে বাইআত হওয়ার জন্য উপস্থিত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের যেমনিভাবে কাঁদিয়ে এসেছো, তেমনিভাবে তাদের মুখে হাসি ফোটাও (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ পিতামাতা যদি দুর্বল, বৃদ্ধ ও সন্তানের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে তবে এ অবস্থায় তাদের সাহচর্য দেয়া ও সেবা-শুশ্রূষা করা হিজরতের মত উত্তম আমলের চেয়েও অধিক উত্তম।

٢٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْـنَ عُبَـادَةَ اِسْـتَفْتَي النَّبِـيَّ صَلَّـي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰي اُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَاَفْتَاهُ اَنْ يَّقْضِيَهُ عَنْهَا.

২২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা (রা) তার মায়ের কৃত মানত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, যা তার মা পূর্ণ করার পূর্বেই মারা যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের মানত পূর্ণ করার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

আত্মীয় সম্পর্ক

٢٢٩- عَنْ بَكَّارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذُنُوْبٍ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَـا شَـاءَ اِلٰي يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ اِلاَّ الْبَغْـيَ وَعُقُـوْقَ الْوَالِدَيْنِ اَوْ قَطِعَةَ الرَّحِمِ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهاَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ.

২২৯। বাক্‌কার (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছামাফিক যে কোন গুনাহর শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করে থাকেন। কিন্তু এমন তিনটি গুনাহ রয়েছে, যার শাস্তি তিনি মানুষকে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই দেন ঃ (১) বিদ্রোহ, (২) পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ ও (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহ)।

স্বামীর আনুগত্য

٢٣٠- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُوْمُ اِمْرَأَةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا.

২৩০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক যেন তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া (নফল) রোযা না রাখে (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে নফল রোযার কথা বলা হয়েছে। ফরয রোযা তো স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও রাখতেই হবে। যেমন অপর এক হাদীসে আছে ঃ "লা তাআতা লি-মাখলূকিন ফী মাসিয়াতিল খালিক" (আল্লাহর নাফরমানী হতে পারে এরূপ কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না)। কিন্তু স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা সংগত নয়।

সৎকর্মপরায়ণা স্ত্রী

٢٣١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

২৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি বৈশিষ্ট্য দেখে কোন মহিলাকে বিবাহ করা হয়। ধনের কারণে, বংশ মর্যাদার কারণে, রূপ-সৌন্দর্যের কারণে এবং দীনদারির কারণে। তুমি দীনদার স্ত্রী লাভের চেষ্টা করো, তোমার হাত ধুলিমলিন হোক (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে লোকেরা সাধারণত পাত্রীর ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও রূপ-সৌন্দর্যকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আবার কেউ তার দীনদারিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনদার পাত্রীকেই অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করা যাবে। (তবে কোন পাত্রীর মধ্যে দীনদারির গুণসহ অন্যান্য গুণের সমাবেশ ঘটলে তা আরও ভাল। "তোমার হাত ধুলিমলিন হোক" কথাটুকুর বিকল্প অর্থ এও হতে পারে যে, তুমি দীনদার স্ত্রী গ্রহণ না করলে পরিণামে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে (অনুবাদক)।

٢٣٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

২৩২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোটা দুনিয়াই সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হলো সৎকর্মশীল নারী (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ এক বাস্তব সত্য যে, মানুষ যতই মুত্তাকী ও পুণ্যবান হোক না কেন, যদি তার স্ত্রী চরিত্রবান না হয় তবে সে কখনও এই পৃথিবীতে সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে না।

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, হাদীসে নারীদেরকে সম্পত্তিরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আসলে তা নয়। আমরা যেমন বলে থাকি 'মানব সম্পদ', 'যুব সম্পদ' অর্থাৎ কোন জাতির জন্য তার জনগোষ্ঠী, বিশেষত যুবক সম্প্রদায়, তার শক্তির উৎস। নীতিবান, চরিত্রবান দক্ষ ও কর্মঠ জনশক্তি জাতির একটি অমূল্য সম্পদ। হাদীসের তাৎপর্যও তাই (অনুবাদক)।

নেক আত্মীয়তার গুরুত্ব

٢٣٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِنْ لاَ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ.

২৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের নিকট এমন লোক বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দীনদারি ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ করো তখন তার সাথে বিবাহ দাও। যদি তা না করো তবে পৃথিবীতে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক

٢٣٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ.

২৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ঈমানদার পুরুষ (স্বামী) যেন ঈমানদার মহিলা (স্ত্রী)-র প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ না করে। কেননা তার কোন একটি অভ্যাস অপছন্দ হলেও আরেকটি গুণ পছন্দনীয় হতে পারে (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ সব দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত হওয়া কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। তার মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা থেকে থাকলেও অন্য দিক থেকে আকর্ষণীয় গুণাবলীও আছে। তাই একজন ঈমানদার ব্যক্তির সামনে চিত্রের উভয় দিকই বিবেচ্য হওয়া উচিত।

স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্কের গুরুত্ব

٢٣٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَّاَ الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

২৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নব বিবাহিত কাউকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দান করুন, তোমাদের উভয়কে বরকত দান করুন এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে কল্যাণময় সম্পর্ক বজায় রাখুন" (মুসনাদে আহমাদ ৮৯৪৪ থেকে মিশকাতে)।

স্বামী-স্ত্রীর অকৃত্রিম সম্পর্ক

٢٣٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنهَّا كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلٰي رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِيْ قَالَ هٰذِهِ بِتِلْكَ السَّبَقَةِ.

২৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম। আমি দৌড়ে তাঁর থেকে অগ্রগামী হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি যখন মোটা হয়ে গেলাম তখন পুনরায় তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। এবার তিনি আমার অগ্রগামী হয়ে গেলেন এবং বললেনঃ পূর্বেকার বিজয়ের জবাবে এই বিজয় (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের একটি উত্তম নমুনা পাওয়া যায়। পুরুষ ব্যক্তিকে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে রুক্ষ মেজাজ নিয়ে আসা উচিত নয়। তাদের সাথে অকৃত্রিম ও আনন্দপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত।

স্ত্রীর মনস্তুষ্টি

٢٣٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِيْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ اِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ.

২৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার কয়েকজন সখী ছিল। তারা আমার সাথে খেলা করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা লুকিয়ে যেতো। কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার

নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা আমার সাথে খেলা করতো (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ আয়েশা (রা) তখনও ছোট ছিলেন। ছোটদের কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলা করা জায়েয। বর্তমান যুগে শিশুদের উদ্দেশে তৈরী খেলনা পুতুল মূর্তির আওতায় পড়ে না। এ হাদীস থেকে আরও জানা গেল, জায়েয পন্থায় স্ত্রীর মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা উত্তম (মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী, মিশকাত বাংলা অনু., ৬ষ্ঠ খ., পৃ. ২৮৩)।

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান

٢٣٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

২৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সফরে যেতে মনস্থ করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করতেন। এতে যার নাম উঠতো তিনি তাকেই সাথে নিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে কয়েকটি কথা জানা যায়। (১) যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে তাদের সাথে তার সমান ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। এমনকি বাইরে বেড়াতে গেলেও অকারণে তাদের কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত নয়। (২) বিবাদপূর্ণ ব্যাপারে অথবা যেখানে মিথ্যা দোষারোপ ও অপবাদের আশংকা রয়েছে সেখানে লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। (৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রশিক্ষণ ও মনোরঞ্জনের প্রতি এতোটা খেয়াল রাখতেন যে, সফরেও তাদের সঙ্গে নিতেন। দাম্পত্য জীবনে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এ এক সুন্দর দৃষ্টান্ত।

٢٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَي اللّٰهِ الطَّلاَقُ.

২৩৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হালাল কাজ হচ্ছে তালাক (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম সমাজে তালাকের ব্যাপারটি যেন খেলার বস্তুতে পরিণত না হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেমময় সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটার ক্ষেত্রেই কেবল এ পন্থার আশ্রয় নেয়া জায়েয।

২৪০- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

২৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন প্রকারের দান-খয়রাত উত্তম? তিনি বলেন ঃ গরীবের কষ্টের দান। যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তোমার উপর তাদের থেকে দান-খায়রাত শুরু করো (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে দু'টি বিষয় অবগত হওয়া যায়। (১) আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে যে দান-খয়রাতই করা হয়, তা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার মর্যাদা রাখে। কিন্তু একজন নিঃস্ব গরীব মুসলমান কায়িক শ্রমে উপার্জিত অর্থ থেকে যা দান-খয়রাত করে তা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, অধিক উত্তম। (২) কোন ব্যক্তির উপর যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে সর্বপ্রথম তাদের দেখাশুনা করা তার কর্তব্য। সাধারণত দেখা যায়, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশে নিকটাত্মীয়দের অধিকার উপেক্ষা করা হয় এবং অন্যদের মুক্তহস্তে দান করা হয়।

২৪১- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَحَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًي وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

২৪১। আবু হুরায়রা (রা) ও হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান-খয়রাত করা হয় তা-ই উত্তম দান। তোমার পোষ্যদের থেকে দান শুরু করো (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে; ইমাম মুসলিম কেবল হাকীম ইবনে হিযাম (রা)-র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীস দু'টির মধ্যে বাহ্যত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে প্রথমোক্ত হাদীসে দরিদ্র ব্যক্তির হীনমন্যতা দূরীভূত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সে হয়তো মনে করতে পারে যে, ধনী ব্যক্তির বিরাট দানের সামনে তার সামান্য দান-খয়রাতের আর কি মূল্য হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা মূলত ইখলাস ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে সওয়াব দিয়ে থাকেন, দান-খয়রাতের বাহ্যিক পরিমাণের ভিত্তিতে নয়। দ্বিতীয় হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেন এমনভাবে নিজের সম্পদ ব্যয় না করে যার ফলে পরে নিজের ও সন্তানের জন্য অপরের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়।

٢٤٢- عَن ابْنِ عُمَـرَ اَنَّ رَجُـلاً كَـانَ عِنْـدَهُ وَلَـهُ بَنَـاتٌ فَتَمَنّـي مَوْتَـهُنَّ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ.

২৪২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তার কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল, সে তাদের মৃত্যু কামনা করলো। এতে ইবনে উমার (রা) রাগান্বিত হয়ে বলেন, তুমি কি তাদের রিযিকদাতা (আদাবুল মুফরাদ)?

٢٤٣- عَنْ نَبِيْطِ بْنِ شُرَيْطٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةٌ بَعَثَ اللّٰهُ عَـزَّ وَجَـلَّ مَلاَئِكَـةً يَقُوْلُـوْنَ السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ وَيَمْسَحُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلَي رَأْسِهَا وَيَقُوْلُوْنَ ضَعِيْفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيْفَةٍ الْقَيِّمُ عَلَيْهَا مُعَانٌ اِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

২৪৩। নুবাইত ইবনে শুরাইত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন মহান আল্লাহ সেখানে কতক ফেরেশতা পাঠান। তারা বলেন, 'আসসালামু আলাইকুম আহলাল বাইত' (হে গৃহবাসী! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তারা কন্যাটিকে নিজেদের পাখা দিয়ে পরিবেষ্টিত করেন এবং তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, এক দুর্বল আরেক দুর্বল থেকে জন্মলাভ করেছে। যে ব্যক্তি তার লালন-পালন করবে কিয়ামত পর্যন্ত সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে থাকবে (তাবারানীর আল-মুজামুস সাগীর)।

ব্যাখ্যা ঃ জাহিলী আরবে কন্যা সন্তানের জন্মকে সাধারণত ঘৃণার চোখে দেখা হতো। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। এখনও অনেক লোক কন্যা সন্তানের জন্মে নাক সিঁটকায়। এই নীচ মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য বাণীতে অধিক সংখ্যায় মেয়েদের তত্ত্বাবধান ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

٢٤٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي اِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِيْ فَلَـمْ تَجِـدْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَـمْ تَـأْكُلْ مِنْـهَا ثُـمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِـيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْئٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ.

২৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক তার দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে এসে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলো। কিন্তু সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলো না। আমি সেটাই তাকে দান করলাম। সে খেজুরটি তার দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দিলো এবং নিজে একটুও খেলো না। অতঃপর সে উঠে চলে গেলো। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আমি ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে তার জন্য এরা দোযখের আগুনের সামনে ঢালস্বরূপ হবে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান

٢٤٥- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَعْطَانِيْ اَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ اَرْضَي حَتّٰي تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ اَعْطَيْتُ اِبْنِيْ مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةً فَاَمَرَتْنِيْ اَنْ اُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ وَرَدَّ عَطِيَّتَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اِنِّيْ لاَ اَشْهَدُ عَلٰي جَوْرٍ.

২৪৫। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলে আমার মা আমরাহ্ বিনতে রাওয়াহা বললেন, আপনি যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী না বানাবেন ততক্ষণ আমি এতে তুষ্ট নই। অতএব আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললেন, আমি আমরাহ্ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এই সন্তানকে একটা জিনিস দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমরাহ্ আমাকে বলেছে, আমি যেন আপনাকে সাক্ষী রাখি। তিনি বলেন ঃ তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এর অনুরূপ দান করেছো? তিনি বলেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সকল সন্তানের প্রতি ইনসাফ করো। নোমান (রা) বলেন, অতঃপর আমার পিতা ফিরে এলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন। হাদীসের অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কোন জুলুমের সাক্ষী হতে পারি না (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ পিতামাতার উপর সন্তানের এ অধিকার রয়েছে যে, তারা লেনদেন ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ইমামদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, পুত্র ও কন্যা সন্তানদের মধ্যেও কি সমতা রক্ষা করতে হবে, না এক্ষেত্রেও মীরাসের নীতি অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা যাবে না, পুত্র-কন্যা সবার মধ্যে উপহার-উপঢৌকন সমভাবে বণ্টন করতে হবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক

٢٤٦- عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ.

২৪৬। হারিসের কন্যা মাইমুনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ক্রীতদাসীকে আযাদ করলেন এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। তিনি বলেন ঃ তুমি যদি তা তোমার মামাদের দান করতে তবে অধিক সওয়াব হতো (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ দান-খয়রাত স্বস্থানে একটি উত্তম ইবাদত। কিন্তু আপন আত্মীয়দের দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। অর্থাৎ দান-খয়রাতের জন্য একটি সওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের জন্য আরেকটি সওয়াব।

দুর্বলদের সাথে সদাচার

٢٤٧- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ يَسَّرَ اللّٰهُ حَتْفَهُ وَاَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفْقَةٌ عَلَي الْوَالِدَيْنِ وَاِحْسَانٌ اِلَي الْمَمْلُوْكِ.

২৪৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে, আল্লাহ তার মৃত্যু সহজ করে দেন এবং তাকে জান্নাতে

প্রবেশ করান। দুর্বলদের সাথে কোমল ব্যবহার, পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা এবং ক্রীতদাসদের সাথে সদয় ব্যবহার (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

সৃষ্টির সেবা

٢٤٨– عَنْ اَنَس وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَي اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَي عِيَالِهِ.

২৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোটা সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবার। অতএব যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদয় ব্যবহার করে সে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ স্রষ্টার ইবাদতের পরে যদি কোন কাজ ইসলামে অধিক গুরুত্ব রাখে তবে তা হচ্ছে সৃষ্টির সেবা। অর্থাৎ সমাজের আশ্রয়হীন, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা বাস্তবিকপক্ষে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। মানবকল্যাণের জন্য কোন কিছু উদ্ভাবন প্রচেষ্টাও এর অন্তর্ভুক্ত।

٢٤٩ – عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلاَّ الشَّهَادَةَ.

২৪৯। সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফরকালে দলনেতাই সফরসঙ্গীদের খাদেম। যে ব্যক্তি খেদমত করে তাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে, কোন ব্যক্তিই শাহাদত (যুদ্ধে শহীদ হওয়া) ছাড়া অন্য কোন কাজের মাধ্যমে তাকে অতিক্রম করতে পারবে না (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

٢٥٠– عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ.

২৫০। নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (তিনটি জিনিস) মানুষের সৌভাগ্যের নিদর্শন। প্রশস্ত বাসস্থান, সৎপ্রতিবেশী এবং আরামদায়ক বাহন (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীস শরীফে "আরামদায়ক বাহন" কথাটি উল্লেখ করে তিনি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক নবী, একথার

প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা সে যুগে উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, নৌকা ইত্যাদি ছাড়া আধুনিক যন্ত্রচালিত কোন বাহন ছিলো না, তদুপরি আরামদায়ক বাহন শব্দটি উল্লেখ করে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। সাথে সাথে কারো বাড়ি-গাড়ি থাকলেই যে সে পরকালের সুখভোগ থেকে বঞ্চিত হবে, একথারও প্রতিবাদ করা হয়েছে। খৃস্ট জগতে বাইবেলের বাণী বলে প্রচলিত আছে যে, "সূচের ছিদ্র দিয়ে উষ্ট্র প্রবেশ যেমন অসম্ভব, তেমনি ধনীর পক্ষেও জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব"। ইসলামে এর প্রতি কোন সমর্থন নেই, আলোচ্য হাদীস তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

٢٥١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِيْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا سَمِعْتَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَسَأْتَ فَقَدْ اَسَأْتَ.

২৫১। ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিভাবে জানবো যে, আমি ভালো কাজ করছি না মন্দ কাজ করছি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে, তুমি ভালো কাজ করেছো তখন তুমি মূলতই ভালো কাজ করেছো। আর যখন তাদের বলতে শুনবে যে, তুমি খারাপ কাজ করেছো তখন তুমি মূলতই খারাপ কাজ করেছো (ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রতিবেশী বলতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝায় যার সাথে কোন না কোন দিক থেকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকর্মী, সফরসঙ্গী সবাই এ হাদীসের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিকটে বসবাস করে এবং নিকট থেকে প্রতিটি কাজ ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখতে পারে, যদি তাদের মন-মগজে কুফরী ও ফাসেকী সভ্যতা-সাংস্কৃতির প্রভাবে বিকৃত হয়ে না গিয়ে থাকে।

মেহমানের অধিকার

٢٥٢- عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَـةُ اَيَّـامٍ فَمَـا بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ.

২৫২। আবু শুরাইহ (খুওয়াইলিদ ইবনে আমর) আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। মেহমানের আদর-আপ্যায়নের মেয়াদ একদিন একরাত এবং সাধারণ মেহমানদারির মেয়াদ তিন দিন তিন রাত। এরপরও যা কিছু করা হবে তা সদাকা হিসাবে গণ্য হবে। আর মেহমানের জন্য এতোটা সময় অবস্থান করা উচিত নয় যার ফলে আপ্যায়নকারী দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে আল্লাহর উপর ঈমান ও আখেরাতের উপর ঈমানের দু'টি দাবি বর্ণনা করা হয়েছে। (১) বাকশক্তির হেফাযত, অর্থাৎ পরনিন্দা (গীবত), অশ্লীল ও অর্থহীন কথাবার্তা পরিহার করে ভালো কথায় বাকশক্তির ব্যবহার। (২) উদারতা, বদান্যতা ও দানশীলতা। এর একটি রূপ এই যে, যদি কোন মুসাফির কারো বাড়িতে আশ্রয় নিতে চায়, তবে মনের সংকীর্ণতা পরিহার করে প্রশস্ত মন নিয়ে তার পানাহার ও থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। সাথে সাথে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, মেহমানের এতোটা স্বার্থপর হওয়া উচিত নয় যে, সে তিন দিনের অতিরিক্ত বোঝা আপ্যায়নকারীর উপর চাপিয়ে দিবে। এভাবে যদি আপ্যায়নকারীর পক্ষ থেকে বদান্যতাপূর্ণ ব্যবহার এবং মেহমানের পক্ষ থেকে স্বার্থপরতা পরিত্যক্ত হয়, তবে সামাজিক জীবনে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

বাড়ির কাজের লোকদের অধিকার

٢٥٣- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَـلِ مَـا يَغْلِبُـهُ فَـاِنْ كَلَّفَـهُ مَـا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ.

২৫৩। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এরা (বাড়ির কাজের লোক) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা এদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। অতএব যার অধীনে তার এই ভাই রয়েছে সে নিজে যা পানাহার করে তাকেও যেন তা পানাহার করায়। সে নিজে যা পরিধান করে তাকেও যেন তা পরিধান করায়। সে তাদেরকে তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজ করতে বাধ্য করবে না। যদি এরূপ কোন কাজ সে তার উপর চাপায় তবে সেও যেন সশরীরে তাকে সহায়তা করে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٢٥٤- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ.

২৫৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ বাণী ছিল ঃ (১) নামায এবং (২) তোমাদের দাসদাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ নামাযের প্রতি খেয়াল রাখো এবং অধীনস্ত লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করো, তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করো না। এ হাদীসে নামাযের জন্য তাকিদ ও অধীনস্ত কাজের লোকদের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর মহানত্ব এবং তাঁর ভয় মানুষের মনে বসে গেলে, সে সমাজের দুর্বল থেকে দুর্বলতম সৃষ্টির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করতে পারে না।

বন্দীদের সাথে সদাচরণ

٢٥٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَايُقَدِّسُ اُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِمْ حَقُّهُ.

২৫৫। তাবিঈ তাউস (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই জাতিকে পবিত্র করেন না যাদের মধ্যে দুর্বল ও অক্ষমদের অধিকার প্রদান করা হয় না (শারহুস সুন্নাহ থেকে মিশকাতে)।

٢٥٦ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَاٰي سَعْدٌ اَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلٰي مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ.

২৫৬। মুসআব ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ (রা)-কে দেখা গেলো যে, অন্য লোকদের উপর তার একটা প্রাধান্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দুর্বলদের কারণেই সাহায্য ও রিযিকপ্রাপ্ত হও (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেসব লোককে দৈহিক স্বাস্থ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন তারা যেন এদিক থেকে দুর্বল লোকদের তুচ্ছ মনে না করে। এ স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা মূলত পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা চান যে, তাঁর সচ্ছল বান্দাগণ প্রাচুর্যের মোহে আশ্রয়হীন, সহায়-সম্বলহীন দুর্বল লোকদের কথা যেন ভুলে না যায়।

ধনীদের সম্পদে গরীবদের অধিকার

٢٥٧- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلٰي رَاحِلَـةٍ فَجَعَـلَ يَضْـرِبُ يَمِيْنًـا وَشِـمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰي مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰي مَنْ لاَ زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰي رَأَيْنَا اَنَّهُ لاَ حَقَّ لِاَحَدٍ مِنَّا فِيْ فَضْلٍ.

২৫৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি বাহনে আরোহণ করে তাঁর কাছ আসলো, সে কখনও ডান দিকে আবার কখনও বাঁ দিকে তাকাচ্ছিল (অর্থাৎ সওয়ারী অকেজো হয়ে যাওয়ায় সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার কাছে সওয়ারীর উদ্বৃত্ত বাহন আছে সে যেন তা বাহনহীন ব্যক্তিকে দেয়। আর যার কাছে উদ্বৃত্ত পাথেয় আছে সে যেন তা পাথেয়হীন ব্যক্তিকে দান করে। (রাবী বলেন,) এভাবে তিনি বিভিন্ন প্রকার মালের কথা উল্লেখ করতে থাকলেন। ফলে আমাদের মনে হলো, উদ্বৃত্ত জিনিসের উপর আমাদের কারও কোন অধিকার নেই (মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন। এ ধরনের জরুরী অবস্থায় সমসাময়িক ইসলামী সরকার যাকাত ছাড়াও সচ্ছল লোকদের উপর বিশেষ কর ধার্য করতে অথবা তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে সহায়-সম্বলহীন লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারে।

বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা

٢٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْنَعُوْا لِاٰلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ اَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ.

২৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মূতার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমার পিতা) জাফর (রা)-র শহীদ হওয়ার সংবাদ আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আপন পরিবারের লোকদের) বললেন ঃ জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করো। কারণ তাদের নিকট এমন দুঃসংবাদ পৌঁছেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

প্রবীণদের সম্মান প্রদর্শন

٢٥٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِيْ فِي الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِمِسْوَاكٍ فَجَاءَنِيْ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِيْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا.

২৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি যেন একটি মেসওয়াক দিয়ে দাঁতন করছি। আমার কাছে দু'জন লোক আসলো, একজন (বয়সে) অপরজনের চেয়ে বড়ো। আমি তাদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠকে মেসওয়াক দিতে উদ্যোগী হলে আমাকে বলা হলো, বড়োকে দিন। অতএব আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে মেসওয়াক দিলাম (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

সামাজিক শিষ্টাচার

٢٦٠ - عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ.

২৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদের সাথে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করো (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ধনী-গরীব, সৎ-অসৎ, ছোট-বড়ো সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান। আল্লাহর নির্ধারিত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কারও প্রতি সামান্যতম পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। কিন্তু সামাজিক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাকওয়া-পরহেযগারী ও অন্যান্য বিশেষ পদমর্যাদার প্রতি

লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কথাকেই "পদমর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করো" বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাক্ষাতপ্রার্থীর জন্য বিদায়ী দোয়া

٢٦١– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَدَّعَ رَجُلاً اَخَذَ بِيَدِهِ فَلاَ يَدَعُهَا حَتّٰي يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُوْلُ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ خَوَاتِيْمِ عَمَلِكَ.

২৬১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন, তখন তার হাত ধরতেন এবং সে তাঁর হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি তার হাত ছাড়তেন না। তিনি বলতেন ঃ "আমি তোমার দীনদারি, আমানতদারি ও সর্বশেষ আমলের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি" (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

বন্ধু ও সহকর্মীদের সাথে সরল ব্যবহার

٢٦٢– عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَادَحُوْنَ بِالْبِطِّيْخِ فَاِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوْا هُمُ الرِّجَالُ.

২৬২। বাক্র ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ (হাসি-তামাশার ছলে) পরস্পরের প্রতি তরমুজ ছুঁড়ে মারতেন। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে তারাই ছিলেন বীর সৈনিক (আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ ঃ ব্যঙ্গ-কৌতুক)।

٢٦٣ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَدْرَكْتُ السَّلَفَ اَنَّهُمْ لَيَكُوْنُوْنَ فِي الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ بِاَهَالِيْهِمْ فَرُبَّمَا نَزَلَ عَلٰي بَعْضِهِمُ الضَّيْفُ وَقِدْرُ اَحَدِهِمْ عَلَي النَّارِ فَيَأْخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لِضَيْفِهِ فَيَفْقِدُ الْقِدْرَ صَاحِبُهَا فَيَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ الْقِدْرَ فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الضَّيْفِ نَحْنُ اَخَذْنَاهَا لِضَيْفِنَا فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الْقِدْرِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْخُبْزُ مِثْلُ ذَالِكَ اِذَا خَبَزُوْا.

২৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালফে সালেহীনকে (পূর্ববর্তী যুগের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব) দেখেছি, তাদের কয়েক পরিবার যৌথভাবে একই বাড়িতে বসবাস করতেন। কখনও কখনও তাদের কোন পরিবারে মেহমান আসতো এবং তখন হয়তো অপর পরিবারের চুলায় খাবার রান্না হতো। আতিথ্য দানকারী পরিবার চুলার উপর থেকে তা তুলে নিজের মেহমানের জন্য নিয়ে আসতো। মালিক তার হাঁড়ির খোঁজে এসে তা না দেখে বলতো, কে খাদ্য ও হাঁড়ি নিয়ে গেছে? আপ্যায়নকারী পরিবার বলতো, আমরা তা আমাদের মেহমানের জন্য নিয়ে এসেছি। হাঁড়ির মালিক বলতো, আল্লাহ ঐ খাদ্যে তোমাদের বরকত দান করুন। মুহাম্মাদ (র) বলেন, রুটির ক্ষেত্রেও এরূপ হতো (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ পরস্পরের প্রতি অত্যধিক আস্থা ও বিশ্বাস থাকলেই কেবল এরূপ করা যায়। অন্যথায় সাধারণ অবস্থায় এই প্রকারের সরল ও অকৃত্রিম আচরণ তিক্ততার সৃষ্টি করতে পারে।

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য

٢٦٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَمْ يَكُنْ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَزِّقِيْنَ وَلاَ مُتَمَاوِتِيْنَ وَكَانُوْا يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ فِيْ مَجَالِسِهِمْ وَيَذْكُرُوْنَ اَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ فَاِذَا اُرِيْدَ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَي شَيْئٍ مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ دَارَتْ حَمَالِيْقُ عَيْنَيْهِ كَاَنَّهُ مَجْنُوْنٌ.

২৬৪। আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ রুক্ষ মেজাজেরও ছিলেন না আবার মৃতবৎও ছিলেন না। তারা নিজেদের মজলিসে কবিতা পাঠ করতেন এবং জাহিলী যুগের ঘটনাবলীও আলোচনা করতেন। কিন্তু তাদের কারও কাছে আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী কোন কিছু আশা করা হলে তার উভয় চোখের মণি ঘুরতে থাকতো, যেন তারা পাগল (আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ ঃ কিব্‌র)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করে তারা এমন ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের অধিকারী হয়েছিলেন যে, তারা পাদ্রী-পুরোহিত ও সংসারত্যাগীদের মত সম্পূর্ণ রুক্ষ স্বভাবেরও ছিলেন না, আবার দুনিয়াদার লোকদের মত সবসময় হাসি-কৌতুক এবং গালগল্পেও মেতে থাকতেন না। বরং কৌতুকের স্বাদ গ্রহণ করার সাথে সাথে তাদের মন দীনি আবেগে পরিপূর্ণ থাকতো।

দুর্বলদের কথা স্মরণ রাখা

٢٦٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّي اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ وَالسَّقِيْمُ وَالْكَبِيْرُ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَذَا الْحَاجَةِ وَاِذَا صَلَّي اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

২৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযে ইমামতি করলে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, রোগী, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোক থাকে। অবশ্য যখন তোমাদের কেউ একাকী নামায পড়বে তখন সে ইচ্ছামত তা দীর্ঘ করতে পারে (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ নামায সংক্ষেপ করার অর্থ সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী নামায পড়বে এবং কিরাআত ও রুকূ-সিজদা অধিক দীর্ঘ করবে না। অবশ্য সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, নামাযের রুকনসমূহ তাড়াহুড়া করে আদায় করবে, যার ফলে নামাযের গাম্ভীর্য ও শান্ত পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

٢٦٦- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّي مَضَي نَحْوٌ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَاَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَاَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ وَلَوْلاَ ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلاَةَ اِلَي شَطْرِ اللَّيْلِ.

২৬৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়লাম। তিনি প্রায় অর্ধ রাত অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত এ নামাযের জন্য আসলেন না। অতঃপর (বের হয়ে) এসে বলেন ঃ "তোমরা নিজ নিজ স্থানে বসে থাকো। অতএব আমরা আমাদের নিজ নিজ স্থানে বসে থাকলাম। তিনি বলেন ঃ অন্য লোকেরা নামায পড়েছে এবং বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আর তোমরা ততক্ষণ নামাযে আছো যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় রয়েছো। যদি দুর্বলদের দুর্বলতা ও রোগীদের রোগযাতনার আশংকা না থাকতো, তবে আমি এই নামায অর্ধ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম (আবু দাউদ ও নাসাঈ থেকে মিশকাতে)।

٢٦٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِيْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّي لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰي قَوْمَهُ فَاَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰي وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهُ نَافَقْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا وَاللهِ لَاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَاِنَّ مُعَاذاً صَلّٰي مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰي قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰي مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ اَنْتَ اِقْرَاْ وَالشَّمْسِ وَضُحٰـهَا وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰي وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰي.

২৬৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (মসজিদে নববীতে) জামাআতে নামায পড়তেন, অতঃপর নিজ মহল্লায় ফিরে গিয়ে মহল্লাবাসীদের নামাযে ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়লেন, অতঃপর নিজ মহল্লায় ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতি করাকালে নামাযে সূরা বাকারা পড়া শুরু করলেন। এতে বিরক্ত হয়ে এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে জামাআত থেকে পৃথক হয়ে গেল এবং একা একা নামায শেষ করলো। লোকজন তাকে বললো, হে অমুক! তুমি কি মোনাফিক হয়ে গিয়েছো? সে বললো, আল্লাহর শপথ! কখনও না। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবো এবং এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করবো। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা পানি সেচনকারী লোক, দিনের বেলা কায়িক শ্রমে ব্যস্ত থাকি। আর মুআয (রা) আপনার সাথে এশার নামায পড়ে নিজ মহল্লায় ফিরে গিয়ে নামাযে সূরা বাকারা পড়তে শুরু করে দিলেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ হে মুআয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি (এশার) নামাযে সূরা শামস্, দুহা, লাইল ও সূরা আ'লা-র ন্যায় ছোট ছোট সূরা পড়বে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

গরীব ও সাধারণ লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা

٢٦٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اِمْـرَأَةً سَوْدَاءَ كَـانَتْ تَقُمُّ الْمَسْـجِدَ اَوْ شَـابٌّ فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا اَوْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَـاتَ فَقَالَ اَفَلاَ كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِيْ قَالَ فَكَاَنَّهُمْ صَغَّرُوْا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّوْنِـيْ عَلٰي قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلّٰي عَلَيْهَا.

২৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণকায় স্ত্রীলোক অথবা এক যুবক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতো। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবাগণ বললেন, সে মারা গেছে। তিনি বলেনঃ তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সাহাবীগণ তার ব্যাপারটি যেন তুচ্ছ মনে করেছিলেন (তাই তাঁকে অবহিত করেননি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। সুতরাং তারা তাঁকে কবর দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি তার জানাযা নামায পড়লেন (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। (১) সমাজে সাধারণত যেসব লোককে তাদের স্বল্প জ্ঞান-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ অথবা নিম্ন পেশার কারণে উপেক্ষা করা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতিও খুব খেয়াল রাখতেন। (২) কোন ব্যক্তি যদি কোন কারণে জানাযায় উপস্থিত হতে না পারে, তবে সে কবরের কাছে উপস্থিত হয়ে জানাযা পড়ে নিতে পারে।

অধিকাংশ আলেমের মতে কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয, পূর্বে তা পড়া হয়ে থাক বা না থাক। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও ইবরাহীম নাখঈর মতে, পূর্বে জানাযা না পড়া হয়ে থাকলেই কেবল কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয (অনুবাদক)।

٢٦٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِيْ عَلَي الْاَرْمِلَةِ وَ الْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَـائِمِ لاَ يَفْتِرُ وَكَالصَّائِمِ لاَيُفْطِرُ.

২৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিধবা, গরীব, অভাবী ও অসহায়দের

সাহায্যের জন্য চেষ্টা-তদবির করে সে আল্লাহর পথে (জিহাদে) ব্যস্ত ব্যক্তির সমতুল্য। (রাবী বলেন,) আমার মনে হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে রাত জেগে অবিরাম নফল নামায আদায়কারী এবং অবিরত নফল রোযা পালনকারীর সমতুল্য (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ইয়াতীমদের সাথে সদাচার

٢٧٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِيْ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِّنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلاَ مُتَأَثِّلاً مِّنْ مَّالِهِ مَالاً.

২৭০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীমকে কি কারণে প্রহার করতে পারি? তিনি বলেন : যে কারণে তুমি তোমার সন্তানদের প্রহার করতে পারো, তবে উৎপীড়ন নিষিদ্ধ। তার ধন-সম্পদের সাহায্যে তোমার ধন-সম্পদ নিরাপদ রাখার এবং তার সম্পদ থেকে কিছু তোমার সম্পদের সাথে পুঞ্জীভূত করার চেষ্টা করা তোমার জন্য জায়েয নয় (তাবারানীর আল-মুজামুস সগীর)।

ব্যাখ্যা : ইয়াতীম শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহুবচন ইয়াতামা। শাব্দিক অর্থ পিতৃহীন বা মাতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে তাকে ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় ইয়াতীম বলে। এদের সাথে সুমধুর ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে : "তোমরা ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করো" (সূরা নিসা : ৫)।

অপর দিকে এদের সাথে দুর্ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞাও আছে আল কুরআনে : "অতএব ইয়াতীমদের প্রতি দুর্ব্যবহার করো না" (সূরা দুহা : ৯)।

খাদেমদের সাথে ভালো ব্যবহার

٢٧١ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَاِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلاً فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ.

২৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কারও খাদেম গরম এবং ধোঁয়া সহ্য করে খাবার তৈরি করে নিয়ে আসে, তখন সে যেন তাকে নিজের সাথে বসিয়ে আহার করায়। অবশ্য খাদ্যের পরিমাণ যদি কম হয় তবে সে যেন অন্তত তার হাতে দুই-এক লোকমা তুলে দেয় (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

জীবে দয়া

২৭২– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِياً مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةٍ مِّنَ النَّمْلِ فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحَي اِلَيْهِ تَعَالَي اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَحْرَقْتَ اُمَّةً مِّنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ.

২৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নবীদের মধ্যে কোন এক নবীকে একটি পিপীলিকায় দংশন করলে তিনি পিপীলিকাদের গোটা বস্তি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। অতএব তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহী পাঠান, তোমাকে একটি পিঁপড়া দংশন করলো, আর তুমি আল্লাহর প্রশংসাকারী একটি উম্মাতকেই পুড়িয়ে ফেললে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অপর এক হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন'। এ হাদীসের ভিত্তিতে কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম ছারপোকা বা এ জাতীয় অনিষ্টকর পোক-মাকড় গরম পানি দিয়ে হত্যা করা নাজায়েয বলেছেন এবং হাদীসে উল্লেখিত কর্মপন্থা মুসলিম উম্মাতের জন্য মানসূখ (রহিত) মনে করেন। এ সম্পর্কে সঠিক কর্মপন্থা হচ্ছে, স্বাভাবিক অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীসের উপর আমল করতে হবে। কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় উপরোল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী আমল করা যেতে পারে।

২৭৩– عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَةِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍقَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ قَالَ اتَّقُوا اللهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً.

২৭৩। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তার পেট তার পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। তিনি বলেন ঃ এই নির্বাক পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। সুস্থ-সবল অবস্থায় এদের পিঠে আরোহণ করো এবং সুস্থ-সবল থাকতেই এদের ছেড়ে দাও (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এগুলোকে দিয়ে এতো বেশী কাজ করানো ঠিক নয় যে, আধমরা অবস্থায় পৌছে যাবে। সুস্থ-সবল থাকতেই এগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে যাতে পুনরায় কাজে লাগানো যায়।

সর্বসাধারণের প্রতি অনুগ্রহ

٢٧٤– عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ.

২৭৪। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা করে না, আল্লাহ তাআলার পূর্ণ রহমত হতে সে বঞ্চিত থাকে, রহমত লাভে অগ্রগামী হতে পারে না। কেননা সৃষ্টির সেবার মাঝেই স্রষ্টার অনুগ্রহ নিহিত।

যেহেতু আল্লাহ তাআলার রহমত সার্বজনীন; তাই তাঁর রহমত অনুগত-অবাধ্য নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে অবারিত। সে হিসাবে "আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেন না" কথাটির অর্থ হলো, সে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং রহমত লাভে অগ্রগণ্য হবে না।

আল্লামা তীবী (র) বলেন, হাদীসে দ্বিতীয় "রহমত" শব্দটি প্রকৃত অর্থে এবং প্রথম 'রহমত' শব্দটি রূপকার্থে ব্যবহৃত। কেননা সৃষ্টির পক্ষ হতে রহমত অর্থ হলো বিনয়, দয়া, নম্রতা। আর এটা আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত হলো সন্তুষ্টি। কেননা যার হৃদয় নম্র, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট। অথবা রহমত অর্থ পুরস্কার। কেননা প্রভু যখন তাঁর প্রজার উপর অনুগ্রহশীল হন, তখন প্রজা প্রভুর পক্ষ হতে প্রতিদান পেতে থাকে।

সারকথা, এখানে আল্লাহ তাআলার সার্বজনীন রহমত হতে মানুষের প্রতি নির্দয় ব্যক্তির বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়নি; বরং তদদ্বারা খাস রহমত হতে তার বঞ্চিত হওয়া বুঝানো উদ্দেশ।

হাদীসটির বাস্তব প্রয়োগ ঃ বাস্তব জীবনে আমরা যদি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ মোতাবেক মানুষের প্রতি দয়া, স্নেহ ও মমতা দেখাতে পারি, তাহলে সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি নেমে আসবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "জগদ্বাসীকে দয়া করো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন"।

নবম অধ্যায়

দলীয় ও সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য

আন্তরিক কল্যাণ কামনা

٢٧٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَظْلِمُهُ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْأَةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَأَي اَذًي فَلْيُمِطْ عَنْهُ.

২৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমান মুসলামানের ভাই। সে তাকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করতে পারে না, তার সাথে মিথ্যা বলতে পারে না এবং তার উপর যুলুম করতে পারে না। তোমরা একে অপরের আয়নাস্বরূপ। সে তার ভাইয়ের কোন কষ্ট বা ময়লা দেখতে পেলে তা দূর করে দেয় (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের আয়নাস্বরূপ বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপমা। এ উপমা সামনে রেখে এক মুসলামানের সাথে অপর মুসলামানের সম্পর্কের নিম্নোক্ত চিত্র ফুটে উঠে ঃ

(১) আয়না মানুষের চেহারার দাগ ইত্যাদি এতটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যেমনটি বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করে না। (২) আয়না চেহারার সামনে ধরলেই তা সাথে সাথে এই দাগ দেখিয়ে দেয়। (৩) আজ পর্যন্ত কোথাও একথা শুনা যায়নি যে, কেউ আয়নায় নিজের চেহারার দাগ দেখে এর উপর রাগে ফেটে পড়েছে। বরং এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই যে, গদগদ সুরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অত্যন্ত সযত্নে তা রেখে দেয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতেও প্রয়োজনে সেটি কাজে লাগানো যায়। (৪) আয়না চেহারার সামনে উপস্থিত থাকলেই কেবল তখন তা চেহারার দোষক্রটি দেখিয়ে দেয়। যদি তা মাথার উপরে থাকে অথবা নীচের দিকে মুখ করে রাখা হয় তাহলে আসল উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী হবে না। আয়নার সাথে তুলনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের চারটি হেদায়াত দান করেছেন ঃ

(১) কোন মুসলমানের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করতে হলে তার মধ্যে ঠিক যতটুকু দোষ রয়েছে ততটুকুই বর্ণনা করা উচিত। (২) উপস্থিতিতে দোষক্রটি নির্দেশ করতে

হবে, অগোচরে নয়। (৩) যে ব্যক্তি আমাদের ত্রুটি নির্দেশ করে অথবা সমালোচনা করে তার উপর অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে কৃতজ্ঞ থাকবে। (৪) উপদেশ দানকারী বা সমালোচককে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সে সমালোচনা করতে গিয়ে অহংকারে লিপ্ত না হয় এবং তোষামোদ ও চাটুকারিতার পথও অবলম্বন না করে।

অন্যায় ও যুলুমের প্রতিরোধ

٢٧٦- عَنْ انَس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ.

২৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য করো সে যালেমই হোক আর মযলুমই হোক। এক ব্যক্তি বললো, মযলুমকে তো অবশ্যই সাহায্য করবো, কিন্তু যালেমকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? তিনি বলেনঃ তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখো, এটাই তার প্রতি তোমার সাহায্য (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ভালোবাসা ও সহানুভূতি

٢٧٧- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ.

২৭৭। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাসাদতুল্য, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। (রাবী বলেন), অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাতের আঙ্গুল পরস্পরের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমানদেরকে এমনভাবে মিলেমিশে থাকতে হবে যে, বিপদাপদের সময় যাতে একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারে।

٢٧٨- عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰي عَيْنُهُ اشْتَكٰي كُلُّهُ اِنِ اشْتَكٰي رَاْسُهُ اِشْتَكٰي كُلُّهُ.

২৭৮। নোমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোটা ঈমানদার সমাজ একটি দেহের মত। তার চোখে

যন্ত্রণা হলে গোটা দেহই তা অনুভব করে। মাথায় যন্ত্রণা হলে গোটা দেহই সে যন্ত্রণা অনুভব করে (মুসলিম ৬৩৫৩)।

পারস্পরিক সদ্ভাব

٢٧٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَالَفُ وَلاَ فِيْمَنْ لاَ يَاْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ.

২৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি আপাদ-মস্তক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার প্রতীক। যে ব্যক্তি কারও সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখে না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে নিজেও ভালোবাসাপ্রাপ্ত হয় না (মুসনাদে আহমদ থেকে মিশকাতে)।

উত্তম আচরণ

٢٨٠- عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

২৮০। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দান করবেন (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٢٨١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰي وَاِذَا اقْتَضٰي.

২৮১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল আল্লাহ তাআলা তাকে অনুগ্রহ করুন (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

٢٨٢- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

২৮২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দীক

ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে (তিরমিযী, দারিমী ও দারু কুতনী। ইবনে মাজা হাদীসটি ইবনে উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, দীন কেবল কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আচার-ব্যবহার, লেনদেন বিশ্বস্ততা এবং সারল্যও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলো বাদ দিয়ে শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালন আল্লাহর দরবারে কোন মূল্য রাখে না।

পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব

٢٨٣- عَنْ اَنَس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَابَ مَـنِ اسْتَخَارَ وَ لاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلاَ عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ.

২৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইস্তেখারা করে সে ব্যর্থ হয় না, যে (গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে) পরামর্শ করে সে লজ্জিত হয় না এবং যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে সে দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হয় না (আল-মুজামুস সগীর)।

মুসলমান ভাইকে সাহায্য করা

٢٨٤- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ اَخِيْهِ بِالْمَغِيْبَةِ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ اَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ.

২৮৪। ইয়াযীদ কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করলো, তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে যায় (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কোন মুসলিম ভাইয়ের গীবত (দোষচর্চা) হতে থাকলে সেখানে শ্রবণকারী নীরব না থেকে বরং গীবতকারীকে বাধা দেয়া তার কর্তব্য। এখানে মূল পাঠে 'লাহমা আখীহি' (তার ভাইয়ের গোশ্‌ত) বাকরীতি কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত মর্মবিশিষ্ট আয়াত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

"তোমাদের কেউ নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া কি পছন্দ করে" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)?

٢٨٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ العِبَادَةِ.

২৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুধারণা পোষণ উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত (মুসনাদে আহমাদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ সুধারণার ভিত্তিতে এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত। অপরপক্ষে কেউ নিজেকে এ ব্যাপারে অযোগ্য প্রমাণ না করা পর্যন্ত এই সুধারণা বজায় রাখা উচিত।

বৈঠক ও সভা-সমিতির আদব-কায়দা

٢٨٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَا اِثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ فَاِنَّهُ يُحْزِنُهُ فِيْ ذَالِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قُلْنَا فَاِنْ كَانُوْا اَرْبَعَةً قَالَ لاَ يَضُرُّهُ.

২৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তিনজন একত্র হলে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে আলাদা হয়ে কানকথা বলবে না। কারণ তা তাকে মনোক্ষুণ্ন করবে। হাদীসের অপর বর্ণনায় আছে (রাবী বলেন), আমরা বললাম, যদি তাদের সংখ্যা চার হয়? তিনি বলেন ঃ তাহলে কোন ক্ষতি নেই (আদাবুল মুফরাদ)।

٢٨٧- عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ مَرَرْتُ عَلَي ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ فَقُمْتُ اِلَيْهِمَا فَلَطَمَ فِيْ صَدْرِيْ فَقَالَ اِذَاوَجَدْتَ اِثْنَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَلاَ تَقُمْ مَعَهُمَا وَلاَ تَجْلِسْ مَعَهُمَا حَتّي تَسْتَاْذِنَهُمَا فَقُلْتُ اَصْلَحَكَ اللهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّمَا رَجَوْتُ اَنْ اَسْمَعَ مِنْكُمَا خَيْرًا.

২৮৭। সাঈদ আল-মাকবুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট গেলাম। তখন এক ব্যক্তি তার সাথে কথা বলছিলো। আমি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমার বুকে চপেটাঘাত করে বলেন,

যখন দেখবে যে, দুই ব্যক্তি আলাদা কথাবার্তা বলছে তখন তাদের অনুমতি না নিয়ে তাদের পাশে যাবে না, তাদের কাছে বসবেও না। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ আপনাকে কল্যাণ দান করুন। আমি তো কেবল এই আশাই করেছিলাম যে, আপানাদের নিকট থেকে কোন ভালো কথা শুনতে পাবো (আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১৭১)।

٢٨٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا تَنَخَّعَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ فَلْيُوَارِ بِكَفَّيْهِ حَتّٰي تَقَعَ نُخَاعَتُهُ اِلَي الْاَرْضِ وَاِذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ لاَ يُرٰي عَلَيْهِ اَثَرُ الصَّوْمِ.

২৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক সমাবেশে কারও নাক পরিষ্কার করার প্রয়োজন হলে সে যেন দুই হাত দিয়ে নাক আড়াল করে রাখে যতক্ষণ না নাকের ময়লা মাটিতে পড়ে। আর কেউ রোযা রাখলে সে যেন তেল মাখে যাতে তার দেহে রোযার চিহ্ন প্রকাশ না পায় (আদাবুল মুফরাদ)।

ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা

٢٨٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلٰي وَلَدِهِ وَاُمِّهِ وَاِنْ كَانَتْ عَجُوْزًا وَاَخِيْهِ وَاُخْتِهِ وَاَبِيْهِ.

২৮৯। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তার পুত্র, মা সে বৃদ্ধই হোক না কেন, ভাই, বোন ও পিতার ঘরে প্রবেশ করতে তাদের অনুমতি গ্রহণ করবে (আদাবুল মুফরাদ)।

٢٩٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ عَلٰي دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ.

২৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ তার বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ বন্ধু নির্বাচন করার পূর্বে তার লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে (মুসনাদে আহমাদ থেকে মিশকাতে)।

٢٩١- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ.

২৯১। মিকদাদ ইবনে মাদিকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি যদি তার কোন মুসলিম ভাইকে ভালোবাসে তবে সে যেন তাকে জানায় যে, সে তাকে ভালোবাসে (তিরমিযী)।

বন্ধুত্বের প্রভাব

٢٩٢- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّـي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَثَـلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّـا اَنْ يُحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُّحَرِّقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

২৯২। আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হচ্ছে আতর বিক্রেতা ও হাপর চালনাকারী (কামার)। আতর বিক্রেতা হয় তোমাকে কিছু দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা (অন্তত) তার সুঘ্রাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে (বুখারী ১৯৫৬ ও মুসলিম ৬৪৫৩)।

বন্ধুত্ব ও শত্রুতায় ভারসাম্য বজায় রাখা

٢٩٣- عَنْ اَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ قَالَ لاَ يَكُوْنُ حُبُّكَ كَلَفًا وَلاَ بُغْضَكَ تَلَفًا فَقُلْتُ كَيْفَ ذَالِكَ قَالَ اِذَا اَحْبَبْتَ كَلِفْتَ كَلَفَ الصَّبِـيِّ وَاِذَا اَبْغَضْـتَ اَحْبَبْـتَ لِصَاحِبِكَ التَّلَفَ.

২৯৩। আসলাম (র) থেকে উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার ভালোবাসা যেন উন্মাদনার রূপ ধারণ না করে এবং তোমার শত্রুতা যেন উৎপীড়নের পর্যায়ে না পৌঁছে। আমি (আসলাম) বললাম, তা কিভাবে? তিনি বলেন, তুমি কারো সাথে অবোধ শিশুর মত আচরণ করলে এবং কারো উপর রুষ্ট হয়ে তার জান-মালের ধ্বংস কামনা করলে (আদাবুল মুফরাদ)।

٢٩٤- عَنْ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هُوْنًا مَّا عَسٰي اَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا وَاَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هُوْنًا مَّا عَسٰي اَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا.

২৯৪। উবায়েদ আল-কিনদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি : তোমার বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে নম্রতা (মধ্যম পন্থা) অবলম্বন করো। হয়তো কখনও সে তোমার শত্রু হয়ে যেতে পারে। অনুরূপভাবে তোমার শত্রুর সাথে শত্রুতা পোষণের ক্ষেত্রেও নম্রতা (ভারসাম্য) বজায় রাখো। হয়তো একদিন সে তোমার হিতৈষী বন্ধু হয়ে যেতে পারে (আদাবুল মুফরাদ)।

আনন্দ-স্ফূর্তি

٢٩٥- عَنْ اَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ عَجُوْزٍ اِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ فَقَالَتْ مَا لَهُنَّ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ لَهَا اَمَا تَقْرَءِيْنَ الْقُرْاٰنَ اِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا.

২৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধ মহিলাকে বললেন : জান্নাতে কোন বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করবে না। সে বললো, বৃদ্ধাদের কি অপরাধ? (রাবী বলেন), সেই বৃদ্ধা কুরআন পাঠ করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কি কুরআনে একথা পড়োনি, "আমরা তাদের নতুন করে সৃষ্টি করবো, অতঃপর কুমারী ও সমবয়স্কা বানিয়ে দিবো এবং তারা স্বামীদের প্রতি প্রণয়াসক্ত হবে" (সূরা ওয়াকেয়া : ৩৫-৩৭)।

ব্যাখ্যা : বৃদ্ধারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু বার্ধক্য ও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এবং হৃত চেহারা নিয়ে নয়। বরং যৌবনের বসন্ত লাভ করে তারা আল্লাহ পাকের এই চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٢٩٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ الْحَسَنِ اَوِالْحُسَيْنِ ثُمَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلٰي قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَرَقَّ.

২৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান অথবা হুসাইন (রা)-র হাত ধরলেন, তার পদদ্বয় মিলিয়ে তাঁর পদদ্বয়ের উপর রাখলেন এবং বললেন : আরোহণ করো (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা : শিশুদের সাথে আনন্দ-স্ফূর্তি ও উল্লাস-আহলাদ সহকারে মিলিত হওয়া ধার্মিকতা ও তাকওয়া-পরহেযগারীর পরিপন্থী নয়। কিন্তু হাসি-কৌতুক সীমা ছাড়িয়ে গেলে শিশুদের মধ্যে বদঅভ্যাস ও বিপজ্জনক আচরণের সৃষ্টি হতে পারে।

দশম অধ্যায়

দলীয় ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দোষত্রুটি

কথাবার্তায় অসতর্কতা

٢٩٧- عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

২৯৭। সাহ্‌ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের (সঠিক ব্যবহারের) নিশ্চয়তা দিতে পারবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারবো (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

٢٩٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰي بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

২৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই (সত্যতা যাচাই না করে) বলে বেড়ায় (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٢٩٩- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَعَمَّلُ فِيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً اَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ اَدْرِيْ مَا اِسْمُهُ يُحَدِّثُ.

২৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শয়তান মানুষের রূপ ধরে তাদের কাছে আসে এবং তাদেরকে মিথ্যা কথা (গুজব) শুনায়। অতঃপর লোকজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের কেউ বলে, আমি এমন এক ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শুনেছি যার চেহারা চিনি, কিন্তু নাম জানি না (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, গুজব ছড়ানো এবং গুজবে কান দেয়া উভয়ই শয়তানী কাজ।

٣٠٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِيْ قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهاَ الْبَحْـرُ لَمَزَجَتْهُ.

৩০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, সফিয়ার বেঁটে হওয়াটাই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন ঃ তুমি এমন কথা বলেছো যা সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দিলে সমুদ্রের পানিও তিক্ত হয়ে যাবে (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে কয়েকটি কথা জানা যায়ঃ (১) সতীনদের পারস্পরিক বিদ্বেষ এমনি এক মজ্জাগত ব্যাপার যে, কোন স্ত্রীলোক যতই পরহেযগার-মুত্তাকী হোক না কেন, তা কোন না কোন আকারে তার থেকে প্রকাশ পাবেই। এই অনুভূতি নির্মূল করা সম্ভব নয়। তবে উত্তম শিক্ষার মাধ্যমে এই তিক্ততার পরিমাণ কমানো যেতে পারে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক সময়ে আয়েশা (রা)-কে সতর্ক করে দিয়েছেন। (২) স্বামী বা পরিবার প্রধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, সে পরিবারের সদস্যদের দীনি প্রশিক্ষণ ও নৈতিক সংশোধনের ব্যাপারে মুহূর্তের জন্যও অমনোযোগী হবে না। (৩) জিহ্বার ব্যবহার অর্থাৎ কথাবার্তা বলার সময় অত্যধিক সচেতন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতা দুনিয়া ও আখেরাতের দিক থেকে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এ ব্যাপারে মহিলাদের সর্বাধিক সতর্ক হতে হবে।

অশ্লীল কথাবার্তা

٣٠١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً اِسْتَاْذَنَ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّـقَ النَّبِـيُّ صَلَّـي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ اِلَيْهِ فَلَمَّا اِنْطَلَقَ الرَّجُـلُ قَـالَتْ عَائِشَـةُ يَارَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَـطْتَّ اِلَيْـهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتٰي عَـاهَدْتِّنِيْ فَحَّاشًـا اِنَّ شَـرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَتْرُكُهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ شَرِّهِ اَوِ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

৩০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। তিনি বলেন ঃ তাকে আসতে দাও, সে তার গোত্রের অতি নিকৃষ্ট লোক। সে এসে বসলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাসিমুখে প্রফুল্ল চিত্তে বরণ করলেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো লোকটি সম্পর্কে (প্রথমে) কি সব কথা বলেছেন, আবার হাসিমুখে প্রফুল্ল চিত্তে তাকে সাক্ষাত দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি কখনও আমাকে অসদালাপী হতে দেখেছো? লোকেরা যে ব্যক্তিকে তার অনিষ্ট থেকে অথবা তার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য পরিত্যাগ করে, কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সে হবে সর্বাধিক নিকৃষ্ট (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ (১) এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে সাধারণত হাসিমুখে মিলিত হবে। খিটখিটে মেজাজ, বদ মেজাজ ও অশালীন কথাবার্তা আল্লাহ তাআলা মোটেই পছন্দ করেন না। (২) কোন ব্যক্তি যদি সমাজে বিশৃংখলা ছড়াতে চায় তবে তার অনিষ্ট থেকে লোকদের বাঁচানোর জন্য তার অনুপস্থিতিতে তার বদনাম করা যায়।

٣٠٢– عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّـاكُمْ وَ كَثْرَةَ الْحَلَفِ فِي الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

৩০২। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে অধিক শপথ করা থেকে বিরত থাকো। কারণ এর ফলে ব্যবসার প্রবৃদ্ধি হলেও (পরিণামে) তা বিনষ্ট হয়ে যায় (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

বিদ্রূপাত্মক হাসি-কৌতুক

٣٠٣– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ رَجُلٌ مُّصَابٌ عَلَي نِسْـوَةٍ فَتَضَـاحَكْنَ بِـهِ يَسْخَرْنَ فَاُصِيْبَ بَعْضُهُنَّ.

৩০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বিপদগ্রস্ত লোক কয়েক মহিলার নিকট গেলে তারা তাকে দেখে উপহাসের হাসি হাসলো। পরে তাদেরই একজন ঐ বিপদে পতিত হলো (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মূল পাঠ 'রাজুলুন মুসাবুন' (বিপদগ্রস্ত লোক) উল্লেখ আছে। এখানে অর্থ হবে মূর্ছা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।

কুধারণা

٣٠٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

৩০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! তোমরা অলিক ধারণা-অনুমান থেকে বিরত থাকো। কারণ ধারণা-অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা (বুখারী, মুসলিম)।

٣٠٥- عَنْ بِلاَلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلَي اَبِي الدَّرْدَاءِ اُكْتُبْ اِلَيَّ فُسَّاقَ دِمَشْقَ فَقَالَ مَا لِيْ وَفُسَّاقُ دِمَشْقَ وَمِنْ اَيْنَ اَعْرِفُهُمْ فَقَالَ اِبْنُهُ بِلاَلٌ اَنَا اَكْتُبُهُمْ فَكَتَبَهُمْ قَالَ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتَ مَا عَرَفْتَ اَنَّهُمْ فُسَّاقٌ اِلاَّ وَاَنْتَ مِنْهُمْ اِبْدَءْ بِنَفْسِكَ وَلَمْ يُرْسِلْ بِاَسْمَائِهِمْ.

৩০৫। বিলাল ইবনে সাদ (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া (রা) আবু দারদা (রা)-কে লিখে পাঠালেন, আমাকে দামেশকের দুর্নীতিবাজ লোকদের তালিকা লিখে পাঠান। আবু দারদা (রা) উত্তরে বলেন, দামেশকের দুর্নীতিবাজ লোকদের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি কি তাদের চিনি? তার পুত্র বিলাল বললেন, আমি তাদের তালিকা তৈরি করে দিচ্ছি। অতএব, তিনি তাদের তালিকা প্রস্তুত করলেন। আবু দারদা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে জানতে পারলে? তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেই কেবল তোমার পক্ষে তাদের নাম জানা সম্ভব। অতএব তালিকার শীর্ষে তোমার নাম লেখো। আবু দারদা (রা) তাদের নামের এ তালিকা পাঠাননি (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো নিষিদ্ধ। এ হাদীসে উল্লিখিত ধরনের গতিবিধি কেবল অন্যের দোষত্রুটি অনুসন্ধানে আত্মতৃপ্তি লাভকারী লোকদেরই হতে পারে।

٣٠٦- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِياً اَتَي بَيْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَ الْبَابِ فَاَخَذَ سَهْمًا اَوْ عُوْدًا مُحَدَّدًا فَتَوَخَّ الْاَعْرَابِيَّ لِيَفْقَأَ عَيْنَ الْاَعْرَابِيِّ فَذَهَبَ فَقَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ.

৩০৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে এসে দরজার ছিদ্র পথে চোখ লাগিয়ে ঘরের ভিতরে দেখতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে তীর অথবা সূচালো কাঠ তুলে নিলেন এবং চোখে বিদ্ধ করার ইচ্ছা করলেন। বেদুঈন তা দেখে চলে গেলো। তিনি বলেন ঃ তুমি যদি সেখানে স্থির থাকতে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম (আদাবুল মুফরাদ)।

٣٠٧– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبَلِّغُنِيْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِيْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَاِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ.

৩০৭। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সাহাবীদের কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারও দোষ বর্ণনা না করে। কারণ আমি চাই, যখন আমি তোমাদের কাছে আসবো তখন যেন পরিষ্কার হৃদয় মন নিয়ে আসতে পারি (আবু দাঊদ ও তিরমিযী থেকে রিয়াদুস সালেহীনে)।

٣٠٨– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَالَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

৩০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা কি জানো গীবত কী? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন ঃ তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে। বলা হলো, আমি যা বললাম তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ যেসব দোষ তুমি বর্ণনা করেছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সে দোষ তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে (সহীহ মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٣٠٩- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوْكٌ وَاَمَّا اَبُو الْجَهْمِ فَلاَ يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ.

৩০৯। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম, আবুল জাহম ও মুআবিয়া (রা) আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুআবিয়া তো গরীব লোক, তার কোন সম্পদ নাই। আর আবুল জাহম, সে তো কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণের সময় যদি কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষ বলে দেয়া হয় তবে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং তা বলে দেয়া সমাগ্রিক কল্যাণের খাতিরে শুধু জায়েযই নয়, বরং কোন কোন অবস্থায় জরুরী।

٣١٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هِنْدُ اِمْرَاَةُ اَبِيْ سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ اِلاَّ مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدُكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

৩১০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান (রা)-র স্ত্রী হিন্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আবু সুফিয়ান হাড়কিপটে লোক। সে আমার ও ছেলেমেয়েদের সংসার খরচা প্রয়োজন মাফিক দেয় না। তবে আমি তার অজান্তে কিছু নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করি। তিনি বলেন ঃ ন্যায়সঙ্গতভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নাও (বুখারী ও মুসলিম থেকে রিয়াদুস সালেহীনে)।

ব্যাখ্যা ঃ (১) গীবত সাধারণত নাজায়েয, কিন্তু যদি কোন আলেম ব্যক্তির কাছে সঠিক বিধান জানতে গিয়ে মূল ঘটনার ধরনটা বুঝানোর জন্য কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষ প্রকাশিত হয়ে যায় তবে তা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। (২) স্বামী যদি স্ত্রী ও সন্তানদের আবশ্যিক ব্যয়ভার বহন করতে অনীহা দেখায় তবে

স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার অগোচরে তার সম্পদ থেকে প্রয়োজন পরিমাণ মাল নিতে পারবে। (৩) 'ন্যায়সঙ্গতভাবে' কথা থেকে জানা যায়, এই প্রকারের পারিবারিক ব্যাপারে সাধারণ প্রচলনের বিবেচনা করতে হবে, যাতে শরীআতের বিধান থেকে বিচ্যুতি না ঘটে।

গীবতের সীমা

٣١١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا.

৩১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীনের কিছু জানে বলে আমি মনে করি না (বুখারী থেকে রিয়াদুস সালেহীন)।

ব্যাখ্যা ঃ বাহ্যত এখানে গীবতের ভঙ্গি রয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু দীনের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যায়। কারণ এর উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত প্রতিশোধ অথবা আত্মপ্রসাদ লাভ নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য মুসলমান যাতে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে এবং তার জ্ঞান ও তাকওয়া-পরহেযগারীর বহর দেখে প্রতারিত না হয় (এ প্রসঙ্গে আমার "গীবত" বইখানা পড়া যেতে পারে- অনুবাদক)।

মৃতদের দোষচর্চা

٣١٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضُوْا اِلَي مَا قَدَّمُوْا .

৩১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিদের গালমন্দ করো না। কারণ, তারা যা করেছে তার প্রতিফল পাওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে (বুখারী ১৩১১ ও ৬০৬৬)।

ব্যাখ্যা ঃ কারও মৃত্যুর পর তাকে মন্দ বলা ও গালিগালাজ করা জায়েয নয়। সে যেসব খারাপ কাজ করেছে তার প্রতিফল আল্লাহর কাছে ভোগ করছে অথবা তিনি তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন। এখন তাকে গালি দিয়ে নিজের আমলনামা কালো করে কি লাভ?

٣١٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.

৩১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমরা দেখতে পাবে দ্বিমুখী চরিত্রের মানুষরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট। সে এক রূপ নিয়ে এ দলের কাছে আবির্ভূত হয় এবং অন্য রূপ নিয়ে আরেক দলের কাছে আবির্ভূত হয় (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বহুরূপী, এখানে এক রং নিয়ে আবার সেখানে আরেক রং নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সুযোগমত নিজের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটায়।

٣١٤- عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ.

৩১৪। যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে (অজ্ঞাতসারে) পূর্বেকার জাতিসমূহের রোগ, অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা সংক্রমিত হয়ে গেছে। এসব রোগ ন্যাড়া করে দেয়। আমার কথার অর্থ এ নয় যে, তা চুল ন্যাড়া করে দেয়, বরং দীনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় (মুসনাদে আহমাদ থেকে মিশকাতে)।

٣١٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

৩১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকো। কেননা হিংসা মানুষের ভালো গুণসমূহ এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমনিভাবে আগুন শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয় (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

٣١٦- عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.

৩১৬। আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য তার মুসলিম

ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা হালাল নয়। (অবস্থা এই দাঁড়ায় যে,) দু'জন মুখোমুখি হলে একজন এদিকে এবং অপরজন ঐদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। দু'জনের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দিয়ে কথাবার্তা শুরু করে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আল বাদিউ বিস-সালাম বারিউম-মিনাল কিবরে" (অর্থাৎ প্রথমে সালাম উচ্চারণকারী অহংকার থেকে মুক্ত)।

٣١٧- عَنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ اَبِيْ اَنَس حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِجْرَةُ الْمُؤْمِنِ سَنَةً كَسَفْكِ دَمِهِ.

৩১৭। ওয়ালীদ (র) থেকে বর্ণিত। ইমরান ইবনে আনাস (র) তাকে বলেছেন, নবী (স)-এর সাহাবী এবং আসলাম গোত্রীয় এক ব্যক্তি তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুমিন ব্যক্তির সাথে এক বছর ধরে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা তার রক্তপাত ঘটানোর সমান অপরাধ (আদাবুল মুফরাদ)।

আত্মম্ভরিতা

٣١٨- عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اعْتَذَرَ اِلَي اَخِيْهِ فَلَمْ يَعْذِرْهُ اَوْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ.

৩১৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমান (নিজের ভুলের জন্য) তার মুসলিম ভাইয়ের কাছে দোষ স্বীকার করলে যদি সে তা গ্রহণ না করে, তাহলে শেষোক্ত ব্যক্তির অন্যায়ভাবে কর আদায়কারীর অনুরূপ গুনাহ হবে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কর আদায়কারী বলতে অত্যাচারী কর আদায়কারীকে বুঝানো হয়েছে, যে ঘুষের মাধ্যমে নিজের পকেট ভারী করে।

চাটুকারিতা

٣١٩- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ.

৩১৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থ সংরক্ষণে নিজের আখেরাত বরবাদ করেছে, কিয়ামতের দিন সে মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হবে (ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ যে অপরের মনোরঞ্জনের জন্য এবং তার পার্থিব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বৈধ ও অবৈধ সব পন্থা গ্রহণ করেছে। এর পরিণতিতে তাকে আখেরাতের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

٣٢٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا.

৩২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো পেট কবিতা দ্বারা পূর্ণ হওয়ার চেয়ে বরং পুঁজে পরিপূর্ণ হওয়া উত্তম (আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ ঃ কবিত্ব)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে চরিত্র বিধ্বংসী উদ্দেশ্যহীন কবিতা চর্চার সমালোচনা করা হয়েছে। অবশ্য সৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মাফিক কবিতা চর্চা করায় কোন দোষ নেই। কুরআন মজীদেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন কবিতা চর্চার সমালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু ঈমানদার কবিদের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন ঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ. اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ. وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَايَفْعَلُوْنَ. اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا بَعْدَ مَا ظُلِمُوْا.

"আর কবিদের কথা! তাদের পিছনে চলে বিভ্রান্ত লোকেরা। তোমরা কি দেখো না, তারা সব পথে-প্রান্তরে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরে এবং এমন সব কথাবার্তা বলে যা তারা নিজেরা করে না? সেই লোকেরা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, ভালো কাজ করেছে এবং আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করেছে। আর তাদের উপর যখন যুলুম করা হয়েছে, তখনই শুধু তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে" (সূরা শুআরা ঃ ২২৪-২৭)।

(এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তাফহীমুল কুরআনে অত্র সূরার ১২৪-১৪৫ নং টীকায় দেখুন-অনুবাদক)।

٣٢١– عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدٍّ وَلاَ هَزْلٍ وَلاَ اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئاً ثُمَّ لاَ يُنْجِزُ لَهُ.

৩২১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাস্তবিকই কিংবা হাসিঠাট্টার ছলে কোন অবস্থায়ই মিথ্যা বলা যাবে না এবং তোমাদের কেউ নিজ সন্তানকে কিছু দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাও অপূর্ণ রাখতে পারবে না (আদাবুল মুফরাদ)।

মোনাফিকীর অনিষ্টকারিতা

٣٢٢– عَنْ اَبِيْ هُرَيْـرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ صَلَّـي اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلاَ فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ.

৩২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি গুণ কোন মোনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না ঃ (১) উত্তম চরিত্র ও (২) দীনের সঠিক জ্ঞান (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ নিফাকের অকল্যাণকর স্বভাব এমন এক দুর্ভাগ্যজনক বিপদ যে, যার মধ্যে তা সংক্রমিত হয় সে উত্তম চরিত্র এবং দীনের গভীর ও নির্ভুল জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকে। মোনাফিক শব্দটি আরবী। এটি নাফাকুন শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ সুড়ঙ্গ, যার এক দিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বের হওয়া যায়। শব্দটি অন্তরে দুষ্টামি গোপন রেখে বাহ্যিক সততা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। পরিভাষায় সামাজিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং অন্তরে কুফরী ভাব গোপন রাখাকে নিফাক বলে। যারা এমন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে তাদের মোনাফিক বলে। মিথ্যাচার মোনাফিকদের মিশন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে, "অবশ্যই মোনাফিকরা চরম মিথ্যাবাদী" (সূরা মোনাফিকূন ঃ ১)। পরকালে এরা চরম শাস্তি পাবে। কুরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ

"নিশ্চয় মোনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে শাস্তি ভোগ করবে" (সূরা নিসা ঃ ১৪৫)।

এদের স্বভাব হচ্ছে মিথ্যাচার, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আমানতের খেয়ানত করা এবং সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা।

٣٢٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّي يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

৩২৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে কট্টর মোনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব আছে তার মধ্যে মোনাফিকীর একটি স্বভাব আছে, যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে। (১) তার নিকট আমানত রাখলে খেয়ানত করে, (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৪) ঝগড়া-বিবাদে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য

٣٢٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلَي هٰذِهِ الْاُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ.

৩২৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই উম্মাতের জন্য আমি এমন সব মুনাফিকের ভয় করি যারা কথা বলে বিজ্ঞের মত কিন্তু কাজ করে যালেমের মত (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মুসলিম সমাজের এমন সব নেতৃবৃন্দের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যাদের মুখে কথায় কথায় ইসলামের খৈ ফোটে, কিন্তু যখন কাজের সময় আসে তখন ইসলামের বিধান পদদলিত করতে তাদের চাইতে আর কাউকে অধিক অগ্রগামী দেখা যায় না।

٣٢٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَي اَنْ سَفَكُوْا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ.

৩২৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জুলুম থেকে দূরে থাকো। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন (জালেমের জন্য) ভয়ানক অন্ধকার রূপ নেবে। তোমরা কৃপণতা পরিহার করো। কেননা এই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছে। (তা এভাবে যে), কৃপণতা মানুষের রক্তপাত করতে ও তাদের মান-মর্যাদা পদদলিত করতে প্ররোচিত করে (মুসলিম থেকে মিশকাত)।

জালেমকে সাহায্য করা

٣٢٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِيَ مِنْ ذِمَّةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا فَهُوَ مِثْلُ ثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةٍ وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ اَوْلٰي بِهِ.

৩২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাতিলের সাহায্যে সত্যকে পরাভূত করার জন্য যালেমকে অন্যায় সাহায্য করলো, সে মহামহিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযত বহির্ভূত হয়ে গেলো। যে ব্যক্তি এক দিরহাম পরিমাণও সুদ খেলো তার গুনাহের পরিমাণ তেত্রিশবার যেনা করার সমান। আর যে ব্যক্তির দেহ হারাম সম্পদে পরিপুষ্ট হয়েছে তার জন্য দোযখের আগুনই উপযুক্ত (তাবারানীর আল-মুজামুস সাগীর)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযত (আশ্রয়) বলতে ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাযত বুঝানো হয়েছে।

অধিকার হরণ

٣٢٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّمَا يَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰي حَقَّهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ.

৩২৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নির্যাতিতের বদদোয়াকে ভয় করো। কেননা সে আল্লাহর

১৩—

নিকট নিজের অধিকার প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ তাআলা কোন হকদারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন না।

জবরদখল

٣٢٨– عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّمَا يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ.

৩২৮। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারও এক বিঘত পরিমাণ যমীনও জবরদখল করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীন বেড়ীরূপে পরিয়ে দেয়া হবে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٣٢٩– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحْلِبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتَهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ وَاِنَّمَا يَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَتِهِمْ.

৩২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কারও অনুমতি ব্যতীত তার পশুর দুধ দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, কোন ব্যক্তি তার খাবার ঘরে প্রবেশ করে তার ভাণ্ডার (মিটকেস, ফ্রীজ ইত্যাদি) ভেঙ্গে খাদ্যদ্রব্য লুট করে নিয়ে যাক? নিশ্চয় তাদের পশুর পালান তাদের জন্য খাদ্য (দুধ) জমা করে রাখে (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

আত্মসাৎ

٣٣٠– عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَدُّوْا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيْطَ وَاِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْلَ فَاِنَّمَا عَارَ اَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩৩০। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ তোমরা সুই-সুতা (সামান্য জিনিস পর্যন্ত) জমা দাও।

সাবধান! আত্মসাৎ করো না। কেননা আত্মসাৎ কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অনুশোচনার কারণ হবে (নাসাঈ থেকে মিশকাতে)।

٣٣١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلٰي ثِقْلِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ فَوَجَدُوْا عَبَائَةً قَدْ غَلَّهَا.

৩৩১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লটবহর পাহারা দেয়ার কাজে কারকারা নামের এক ব্যক্তি নিয়োজিত ছিল। (এ অবস্থায়) সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে দোযাখে। লোকেরা তার বিষয়টি জানার জন্য তাকে দেখতে গেলো। তারা একটি আবা দেখতে পেলো যা সে আত্মসাৎ করেছিল (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন এক যুদ্ধ চলাকালে এ ঘটনা ঘটেছিলো। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও আত্মসাৎ ও অসততার কারণে আল্লাহ্র দরবারে অর্থহীন হয়ে যায়, বরং এ ধরনের লোক কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়।

উৎকোচ

٣٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

৩৩২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎকোচদাতা ও উৎকোচগ্রহীতা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

٣٣٣- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ.

৩৩৪। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার

সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়ে তারা অবশ্যই দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের লেনদেন ব্যাপক আকার ধারণ করে তারা ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসের শিকার হয় (মুসনাদে আহমাদ থেকে মিশকাতে)।

উৎকোচের চোরা গলিতে বাঁধ নির্মাণ

٣٣٥- عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَي الصَّدَقَةِ فَلَمَا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِيَ لِيْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اَسْتَعْمِلُ رَجُلاً عَلٰي اُمُوْرٍ مِمَّا وَلَّنِيَ اللّٰهُ فَيَأْتِيْ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِيْ فَهَلاَّ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ فَيَنْظُرُ اَيُهْدٰي لَهُ اَمْ لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ اَحَدٌ مِّنْهُ شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰي رَقَبَتِهِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رَغَاءٌ اَوْ بَقَرٌ لَهُ خُوَارٌ اَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰي رَأَيْنَا عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

৩৩৫। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয্দ গোত্রের ইবনুল লুতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। সে (যাকাতসহ মদীনায়) ফিরে এসে বললো, এ অংশ আপনাদের যাকাত, আর এ অংশ আমাকে দেয়া উপহার। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে যে সকল কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তার জন্য আমি কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি। অতঃপর তাদের কেউ এসে বলে, এটা আপনাদের যাকাত এবং এটা আমাকে দেয়া উপহার। সে কেন তার পিতা-মাতার বাড়িতে বসে থেকে দেখে না যে, তাকে উপহার দেয়া হয় কিনা? সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তি এর কোন কিছু গ্রহণ করবে সে নিশ্চয়ই তা কিয়ামতের দিন নিজের ঘাড়ে বহন করে নিয়ে (আল্লাহর দরবারে) উপস্থিত হবে। যদি তা উট হয় তবে তা উটের কণ্ঠরব করবে, যদি গরু হয় হাম্বা হাম্বা

করবে, আর যদি ছাগল-ভেড়া হয় ভ্যা ভ্যা করবে। অতঃপর তিনি নিজের হস্তদ্বয় এতটা উপরে তুললেন যে, আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি পৌছাতে পেরেছি তো? হে আল্লাহ! আমি পৌছাতে পেরেছি তো (বুখারী ২৪০৮, ৬৬৭৩, ৬৪৯৫, ৬৬৯২ ও মুসলিম ৪৫৮৫-৬-৭; আবু দাউদ, ইমারা, হাদাইয়াল উম্মাল)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেলো, সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সরকারী কার্য উপলক্ষে কোনরূপ উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নয়। এ ধরনের উপহার প্রাপ্ত হলেও তা সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা আত্মসাৎ হিসাবে গণ্য হবে। খলীফা হযরত উমার (রা) বাহরাইনের গভর্ণর আবু হুরায়রা (রা)-র প্রাপ্ত উপহার সরকারী কোষাগারে জমা করে দেন (অনুবাদক)।

٣٣٦– عَنْ اَبِي اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰي لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا.

৩৩৬। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে, সেই ব্যক্তি (যার জন্য সুপারিশ করা হলো) যদি তাকে কোন কিছু উপহার দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে, তবে সে সূদের দরজাসমূহের মধ্যে একটি বড় দরজায় প্রবেশ করলো (আবু দাউদ)।

সূদের চোরাগলি রুদ্ধ করতে হবে

٣٣٧– عَنْ اَنَس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰي اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهُ عَلَي الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبُهُ لاَ يَقْبَلُهَا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ جَرْي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَالِكَ.

৩৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেয়, অতঃপর ঋণ গ্রহীতা যদি ঋণদাতাকে কোন উপহার দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহণ করাতে চায়, তবে সে তার উপহার গ্রহণ কিংবা যানবাহনে আরোহণ করবে না। অবশ্য ঋণের লেনদেন হওয়ার পূর্ব থেকে তাদের উভয়ের

মধ্যে যদি এরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকে তবে তা স্বতন্ত্র কথা (ইবনে মাজা ও বায়হাকী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম সূদকে হারাম ঘোষণা করার সাথে সাথে তার চোরা পথও বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে মুসলিম সমাজে এর সামান্যতম মলিনতাও অবশিষ্ট না থাকতে পারে।

যুদ্ধ-সংঘাতের কারণ

٣٣٨- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِيْ مَسْجِدِنَا وَفِيْ سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلـٰـي نِصَالِـهَا اَنْ يُّصِيْبَ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْئٍ.

৩৩৮। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি সাথে তীরসহ আমাদের মসজিদ অথবা বাজার অতিক্রম করলে সে যেন এর ফলা নিজের আয়ত্তে রাখে। যাতে কোন মুসলমান (অসাবধানতাবশত) এর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত না হয় (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ঝগড়া-বিবাদ

٣٣٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اِنَّ الشَّـيْطَانَ قَدْ اَيِسَ مِنْ اَنْ يَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَـرَبِ وَلٰكِـنْ فِـي التَّحْرِيْـشِ بَيْنَهُمْ.

৩৩৯। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরব উপদ্বীপের নামাযীদের থেকে শয়তান ইবাদত পাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে তাদের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে 'ইবাদত' অর্থ 'পূজা-উপাসনা' নয়। কারণ আজ পর্যন্ত কোথাও একথা শুনা যায়নি যে, কেউ শয়তানের মূর্তি অথবা ছবি বানিয়ে তার পূজা করেছে। বরং 'ইবাদত' শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে শয়তানের আকাঙ্খা অনুযায়ী চলা। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়ঃ

"হে পিতা! আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না। শয়তান তো রহমানের অবাধ্য" (সূরা মরিয়ম ঃ ৪৪)।

হাদীসে 'আল-মুসাল্লুন' (নামাযীগণ) উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এমন লোক যারা নিয়মিত নামায পড়ে। এ কারণে তাদের অন্তর আল্লাহর ভালোবাসা ও ভীতিতে পরিপূর্ণ। এ ধরনের লোকদের উপর শয়তানের জাদুজাল কোন ক্রিয়া করে না এবং তারা শয়তানের কামনা-বাসনার সামনে আত্মসমর্পণ করে না। তবে সে নামাযীদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে তাদেরকে পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করতে সক্ষম।

٣٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَي اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ.

৩৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গোটা দুনিয়ার ধ্বংস আল্লাহর কাছে একজন মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়ার চাইতেও হালকা ব্যাপার (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

٣٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَي اللّٰهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَامِ وَمُبْتَغٍ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ.

৩৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত। (১) যে ব্যক্তি মক্কার হেরেমে নিষিদ্ধ বা গুনাহর কাজ করে, (২) যে ব্যক্তি ইসলামে জাহিলী রীতিনীতি কামনা করে এবং (৩) যে ব্যক্তি অবৈধ রক্তপাতের মানসে কোন মুসলমানের রক্ত দাবি করে (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ 'নিষিদ্ধ কাজ বা গুনাহর কাজ মূলে রয়েছে 'ইলহাদ'। ইলহাদ অর্থ ধর্মদ্রোহিতা। ইলহাদ ছড়ানো যে কোন জায়গাই কাবীরা গুনাহ। কিন্তু ইসলামের কেন্দ্রভূমি মক্কার হেরেমে ইলহাদ ছড়ানো একটি চরম অপরাধ, যার শাস্তি কয়েক গুণ বেশী। অনুরূপ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় খোদাদ্রোহী বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সংস্কৃতি ও রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানোও একটি মারাত্মক অপরাধ।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

"যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন কামনা করবে তার থেকে তা কবুল করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরা আল ইমরান ঃ ৮৫)।

ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনা

٣٤٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰي صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَاوَلَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰي يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

৩৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাজারে) খাদ্যশস্যের একটি স্তূপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তার ভেতর তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজে গেলে তিনি খাদ্যশস্যের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ একি? সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে। তিনি বলেন ঃ ভেজা শস্য উপরে রাখলে না কেন, তাহলে লোকেরা তা দেখতে পেতো? যে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٣٤٣- عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ.

৩৪৩। মামার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে সে অপরাধী (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ চড়া দামে বিক্রয়ের উদ্দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য গোলাজাত করে রাখাকে মজুদদারি বলে। এ ধরনের ব্যবসায়ীরা মূলত দেশের জনসাধারণের প্রয়োজন ও অভাব-অনটনের সুযোগ নিয়ে এমন স্বার্থপর পদক্ষেপ

গ্রহণ করে যা কোন মুসলিম সমাজে মোটেই বরদাশ্ত করা যায় না। কোন কোন প্রাচীন আলেমদের (উলামায়ে সালাফ) মতে শুধু খাদ্যশস্যই নয়, বরং জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় যে কোন জিনিস গোলাজাত করে রাখাও নিষিদ্ধ। যেমন জ্বালানী কাঠ, ওষুধপত্র, চিনি ইত্যাদি। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "খাদ্যশস্য মজুদকারী অভিশপ্ত"।

বাহানা ও শঠতা

٣٤٤- عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ تُطْلٰي بِهِ السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهِ الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَالِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

৩৪৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা মুআজ্জমায় বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মদ, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জীবের চর্বি নৌকায় লাগানো হয়, বিভিন্ন চর্মজাত বস্তুতে লাগানো হয় এবং লোকেরা তা দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার কি সিদ্ধান্ত? তিনি বলেন ঃ না, তা হারাম। অতঃপর তিনি এ প্রসঙ্গেই বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ইহূদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যখন চর্বি হারাম করলেন তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করতো এবং এর মূল্য ভোগ করতো (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন হারাম জিনিসকে কূটকৌশলের মাধ্যমে বৈধ সাব্যস্ত করা এমন একটি ভয়ঙ্কর ফিতনা যার ফলে গোটা সমাজে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং শরীআতের মূল উদ্দেশ্য দৃষ্টি থেকে লুপ্ত হয়ে যায়।

দায়িত্বহীন কাজে তিরস্কার

٣٤٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ.

৩৪৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই ডাক্তার হয়ে বসে গেল সে (রোগীর মৃত্যু অথবা রোগ বৃদ্ধির জন্য) দায়ী (আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা ৩৪৬৬)।

ব্যাখ্যা ঃ কোন নির্ভরযোগ্য সংস্থা বা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অনুমতি লাভ না করে ডাক্তার হয়ে বসা একটি মারাত্মক অপরাধ। এর জন্য ইসলামী রাষ্ট্র তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে।

স্বার্থপরতা

٣٤٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰي خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰي يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ.

৩৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার (মুসলিম) ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা প্রস্তাব ত্যাগ করে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন ব্যক্তি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোথাও কথাবার্তা শুরু করে দেয় তবে সে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছার পূর্বে অপর ব্যক্তি কর্তৃক নিজের জন্য অথবা নিজের আত্মীয় বা বন্ধুর জন্য সেখানে প্রস্তাব দেয়া জায়েয নয়। এই প্রকারের কার্যকলাপ ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে চরম সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার পরিচায়ক। বিবাহ-শাদীর মত অন্যান্য ব্যাপারেও (যেমন ক্রয়-বিক্রয়) ইসলামী শরীআত এ ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

মনের সংকীর্ণতা

٣٤٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰي مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.

৩৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য (অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে) টালবাহানা করা অন্যায়। তোমাদের কারো প্রাপ্য পরিশোধে ঋণী ব্যক্তি অপর সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব দিলে তা অনুমোদন করা উচিত (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ সমাজে এমন কতক ধনী লোক আছে যারা অত্যন্ত কৃপণ ও অর্থগৃধনু। অপরের কাছে তাদের পাওনা থাকলে তা গলায় গামছা দিয়ে আদায় করে। কিন্তু তাদের কাছে পাওনা থাকলে তা ফেরত দিতে গড়িমসি করে। এসব ধনী লোকের উপর যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে তারা যেন তামাশা দেখার পরিবর্তে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে দুর্বল ও প্রভাবহীন ব্যক্তির পাওনা আদায় করে দেয়। অপরদিকে গরীব ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তার ঋণের জন্য কাউকে যামিন হতে অনুরোধ করে তবে সে যেন তার যামিন হয়।

উপকারের কথা ভুলে যাওয়া

٣٤٨- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا فِيْ جِوَارٍ اَتْرَابٍ لِّيْ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِيْنَ قَالَ لَعَلَّ اِحْدَاكُنَّ تَطُوْلُ اَيْمَتُهَا مِنْ اَبْوَابِهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

৩৪৮। আসমা বিনতে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি আমার সমবয়সী কয়েকটি মেয়ের সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের সালাম দিলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের কেউ দীর্ঘ দিন অবিবাহিত অবস্থায় পিতা-মাতার ঘরে অবস্থান করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে স্বামীর মত নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেন এবং তার ঔরসে তাকে সন্তান-সন্ততি দান করেন। (এসব সত্ত্বেও) সে কখনও স্বামীর ব্যবহারে সামান্য আঘাত পেলেই অকৃতজ্ঞতার সুরে বলে, আমি কখনও তোমার কাছে ভালো কিছু পাইনি (মুসনাদে আহ্মাদ ২৮১১৩)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে কয়েকটি কথা জানা যায়। (১) যদি কোথাও মহিলাদের সমাবেশ ঘটে তবে অপবাদের আশংকা না থাকলে অ-মাহরাম পুরুষ তাদের সালাম দিতে পারে। (২) এ হাদীসে মহিলাদের একটি বিশেষ মেজাজ ও স্বভাবগত দুর্বলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। স্বামীর ব্যবহারে কখনও সামান্য

অসন্তুষ্ট হলেই মুহূর্তের মধ্যে সে তার সমস্ত অবদান অস্বীকার করে বসে। সঠিক অর্থে স্বামীর দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করার সাথে সাথে স্ত্রী যদি তার সুন্দর গুণাবলীরও স্বীকৃতি দেয় তবেই সাংসারিক পরিবেশ মনোরম হতে পারে। অপর এক হাদীসে পুরুষদেরও অনুরূপ হেদায়াত দান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"কোন ঈমানদার পুরুষ (স্বামী) যেন কোন ঈমানদার মহিলার (স্ত্রী) প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা না রাখে। যদি তার কোন কাজ বা অভ্যাস তার অপছন্দ হয় তবে হয়তো তার অন্য কাজ বা অভ্যাস তার পছন্দ হবে"। অর্থাৎ তার সব কাজই খারাপ নয়।

কৃত্রিমতা ও মিথ্যাচার

٣٤٩- عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ اِمْرَأَ ةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لِيْ ضَرَّةً فَهَلْ لِيْ جُنَاحٌ اِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِيْ غَيْرَ الَّذِيْ يُعْطِيْنِيْ فَقَالَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ مَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ.

৩৪৯। আবু বাক্‌র (রা)-র কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এক সতীন আছে। আমি যদি তার নিকট আমার স্বামীর কাছ থেকে পাইনি এমন জিনিস পেয়েছি বলে প্রকাশ করি, তবে তাতে কি গুনাহ হবে? তিনি বলেন ঃ না পেয়ে পেয়েছি বলে প্রকাশকারী দ্বিগুণ মিথ্যুক (বুখারী ৪৮৩৬ ও ৫৩৯৮-৯)।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি যতটুকু সম্পদশালী, তদনুযায়ী তার পোশাক-পরিচ্ছদে এর বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত। গর্ব-অহংকার প্রকাশ অথবা বাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরাও এক প্রকারের কৃত্রিমতা।

পরানুকরণ

٣٥٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

৩৫০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্য জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (আবু দাঊদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অন্যের বেশ ধারণ বা অনুকরণ দু'ভাবে হতে পারে। (১) কোন মুসলমানের চেহারা ও আচার-আচরণের কাঠামো এমনভাবে বিকৃত করা যে, অমুসলিমদের সাথে তার কোন বাহ্যিক পার্থক্যই অবশিষ্ট থাকে না। (২) মুসলিম সমাজের কোন ব্যক্তি অথবা জাতি হিসেবে মুসলিমগণ কর্তৃক অমুসলিমদের জাতীয় রীতিনীতি ও বিশেষ নিদর্শনসমূহ গ্রহণ করা। এছাড়া অমুসলিম জাতির সংস্কৃতি ও রীতিনীতির উত্তম ও কল্যাণকর অংশ গ্রহণ করলে তা এ হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। যেমন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিপা হাতার রুমী জোব্বা পরিধান করেছেন। যেমন উম্মু হাবীবা (রা)-র পরামর্শক্রমে মহিলাদের জানাযায় পর্দা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়ার রেওয়াজ অনুযায়ী অর্ধ বৃত্তাকার খিলান লাগিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে সালমান ফারেসী (রা)-র পরামর্শক্রমে তিনি আহযাব যুদ্ধের সময় ইরানীদের রীতি অনুযায়ী পরিখা খনন করেছিলেন। (এই শেষোক্ত বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ হলেও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয়নি–অনুবাদক)।

শেরেক ও ব্যক্তিপূজা

٣٥١- عَنْ اَبِي الْهَيَّاجِ الْاَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِيْ عَلِيٌّ اَبْعَثُكَ عَلٰي مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَّ تَدَعَ تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

৩৫১। আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই কাজে পাঠাবো, যে কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হলো, কোন মূর্তি পেলে তা চুরমার না করে এবং কোন উঁচু কবর পেলে তা মাটির সাথে সমান না করে ছাড়বে না (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ শেরেক ও ব্যক্তিপূজার কারণসমূহের মধ্যে এখানে দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

٣٥٢- عَنْ قُدَامَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰي نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلاَ طَرْدٌ وَلَيْسَ قِيْلَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ.

৩৫২। কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরবানীর দিন তাঁর লাল-সাদা বর্ণের উষ্ট্রীর উপর আরোহী অবস্থায় জামরায় কঙ্কর মারতে দেখেছি। এ সময় কোন মারপিট, হাঁকডাক এবং আগাও-পিছাও এরূপ কোন কোলাহল ছিলো না (শাফিঈ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও দারিমী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণত রাজকীয় গার্ড বাহিনীর জাঁকজমক ও শান-শওকত সহকারে রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান যেভাবে যাতায়াত করে থাকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনযাত্রা এসব থেকে ছিল সম্পূর্ণ পবিত্র।

জাহিলী যুগের রাজকীয় স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ

٣٥٣- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ نَهٰي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّقُوْمَ الْاِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِيْ اَسْفَلَ مِنْهُ.

৩৫৩। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামকে উঁচু স্থানে এবং মুক্তাদীগণকে নিচু স্থানে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন (আল-মুজতাবা গ্রন্থ থেকে মিশকাতে)।

প্রবীণ ও বিজ্ঞপূজা

٣٥٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتّٰي تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَي التِّجَارَةِ وَقَطْعُ الْاَرْحَامِ وَفُشُوُّ الْعِلْمِ وَظُهُوْرُ الشَّهَادَةِ بِالزُّوْرِ وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ .

৩৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে কয়েকটি জিনিসের প্রসার ঘটবে। (১) কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সালাম দেয়া হবে (এবং সর্বসাধারণ ও গরীবদের সালাম করা হবে না)। (২) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, এমনকি স্বামীর ব্যবসায়ে সাহায্যের জন্য স্ত্রী এগিয়ে আসবে; (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। (৪) শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটবে এবং (৫) মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রসার ঘটবে ও সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে (আহমাদ ৩৮৭০)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ধন-সম্পদ উপার্জনের লালসা এতটা বৃদ্ধি পাবে যে, স্ত্রী সংসার এবং সন্তানদের লালন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে স্বামীর ব্যবসায়িক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হবে। আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা হলেও ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চরিত্র-নৈতিকতার মান দিন দিন অবনমিত হতে থাকবে। বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য এত ব্যাপক হবে যে, স্বার্থপর নিকৃষ্ট লোকদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা নীরব থাকার মধ্যেই নিজেদের নিরাপত্তা ও শান্তি খুঁজে পাবে। এ সময় দীনদারি, তাকওয়া-পরহেযগারী ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস কারও হবে না।

বংশ-গোত্র ও জাতিপূজা

٣٥٥- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا اِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو الْقَبِيْلَةَ مِنْ اَسْرِهَا وَرَجُلٌ يَنْفِيْ مِنْ اَبِيْهِ.

৩৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সবচেয়ে বড় অপরাধী সেইসব (১) কবি-সাহিত্যিক যারা তাদের কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে অন্য বংশ বা গোত্রকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এবং (২) যারা নিজের পিতৃ-পরিচয় অস্বীকার করে (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ বংশীয় ও গোত্রীয় বন্ধন এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে অন্য বংশ বা গোত্রকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে তাদের মর্যাদা ধূলিসাৎ করে দেয়া হবে। অথচ ইনসাফের দাবি হচ্ছে, কাউকে তার দোষত্রুটির ভিত্তিতে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানালে তার সুন্দর দিকগুলোও সামনে আনতে হবে।

শ্রেণীবিভেদ

٣٥٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيْمَةُ يُدْعٰي لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَي اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

৩৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বিবাহ-ভোজের অনুষ্ঠানে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের বাদ দেয়া হয় তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ভোজ। যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করা ত্যাগ করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٣٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ اِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِيْ حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ.

৩৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পুরুষ যেন কখনও কোন অ-মাহরাম মহিলার সাথে একাকী একান্তে সাক্ষাত না করে এবং কোন মহিলা যেন কখনও মাহরাম পুরুষ সঙ্গে না নিয়ে ভ্রমণে বের না হয়। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম তালিকাভুক্ত করিয়েছি, কিন্তু আমার স্ত্রী একাকী হজ্জে রওয়ানা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাও এবং তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে অনুমান করা যায়, ইসলামে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও যেনা-ব্যভিচারের পথ রোধ এবং মহিলাদের সম্মান-সম্ভ্রমের হেফাযতের খাতিরে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতেরও পরোয়া করা হয়নি।

٣٥٨- عَنْ اُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِاَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْنَا صَافِحْنَا قَالَ اِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

৩৫৮। উমাইমা বিনতে রুকাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল মহিলার সাথে একত্র হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে

বাইআত হই। তিনি আমাদের বলেন ঃ তোমরা যেসব কাজ করতে সামর্থ্যবান ও সক্ষম হবে কেবল সে ব্যাপারেই আমি তোমাদের বাইআত করছি। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের উপর আমাদের চেয়ে অধিক মেহেরবান। আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বাইআত করুন অর্থাৎ মুসাফাহা (করমর্দন) করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক শত মহিলার কাছ থেকে আমার মৌখিক বাইআত গ্রহণ আর একজনের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ একই সমান (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিজ উম্মাতের পিতা, বরং তাঁর চেয়েও বেশি, তা সত্ত্বেও তিনি মহিলাদের বাইআত করার সময় করমর্দন থেকে বিরত থেকেছেন। এ সময় তিনি যদি এর উল্টো করতেন তবে একদল পথভ্রষ্ট তথাকথিত ধর্মীয় নেতা এ হাদীসের আড়ালে সুন্নাতের নামে কিয়ামত পর্যন্ত নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার সয়লাব বইয়ে দিতো।

٣٥٩- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُوْنَةُ اِذْ اَقْبَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰي لاَ يُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.

৩৫৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও মাইমূনা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) তাঁর কাছে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তার থেকে পর্দা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহ্‌মাদ)?

ব্যাখ্যা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতূম (রা) একজন মহান সাহাবী ছিলেন। তিনি অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে তার থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে অনুমান করা যায়,

আজকাল যে অনেকে ভ্রান্ত আকীদা ও আন্দাজ-অনুমানের বশবর্তী হয়ে অ-মাহরাম অনুসারী, মুর্শিদ ও মৌলভীদের সামনে এসে উপস্থিত হয় তারা ইসলামের প্রাণসত্তার সাথে কতটা অপরিচিত।

٣٦٠– عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ.

৩৬০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পুরুষ কোন অ-মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনে একত্র হলে শয়তান সেখানে তৃতীয়জন হিসেবে উপস্থিত থাকে (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দুইজন গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষ নির্জনে একত্র হলে সেখানে শয়তানের বাণ নিক্ষিপ্ত হয় এবং যে কোন মুহূর্তে তাদের কোন খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা থাকে।

٣٦١– عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُفْضِيْ اِلَي اِمْرَأَتِهِ وَتُفْضِيْ اِلَيْهِ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

৩৬১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এবং স্ত্রীও তার সাথে সহবাস করে, অতঃপর তারা এই গোপন ব্যাপারটি লোকদের নিকট প্রকাশ করে (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٣٦٢– عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرِ الْفُجَائَةِ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَصْرِفَ بَصَرِيْ.

৩৬২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হঠাৎ দৃষ্টিপাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে চোখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী শরীআতে যেনাকে চরম বিপজ্জনক বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই এ দিকে অগ্রসর হওয়ার মত সমস্ত পথে পাহারা বসিয়ে দিয়েছে।

٣٦٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيْحُهُ.

৩৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পুরুষের প্রসাধনী হবে সুগন্ধি যার রং থাকবে না। পক্ষান্তরে মহিলাদের প্রসাধনী হবে রং যার সুগন্ধি থাকবে না (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম তার সুষ্ঠু সমাজকে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, পাপাচার ও এ জাতীয় তৎপরতা থেকে পবিত্র রাখতে চায়। এজন্য মহিলাদের উগ্র সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অপরদিকে পুরুষদের জন্য উগ্র সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয রাখা হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে ক্ষতির আশংকা ততটা নয় যতটা মহিলাদের ক্ষেত্রে রয়েছে। পুরুষদের জন্য রঙ্গীন খোশবু ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ তাদের মেজাজ ও দায়িত্ব-কর্তব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনে সাদাসিধা থাকবে। অপরদিকে মহিলাদের জন্য রঙ্গীন খোশবু জায়েয করা হয়েছে। একথা পরিষ্কার যে, মহিলারা প্রকৃতিগতভাবেই রূপচর্চা ও সাজসজ্জা পছন্দ করে। ইসলামও তাদের এই স্বভাবগত দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং সাথে সাথে কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছে, যাতে মুসলিম সমাজ কাঠামো অশ্লীলতা ও নৈতিক দেউলিয়াত্ব থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

অশ্লীলতার প্রসার

٣٦٤- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ وَالَّذِيْ يَشِيْعُ بِهَا فِي الْاِثْمِ سَوَاءٌ.

৩৬৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণকারী এবং সমাজে অশ্লীলতা বিস্তারকারী উভয়ে সমান অপরাধী ও পাপী (আদাবুল মুফরাদ)।

দূষিত পরিবেশ

٣٦٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلا يُوْلَدُ عَلَي الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ

يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ.

৩৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে। যেভাবে পশু পূর্ণাঙ্গ পশুই প্রসব করে। তোমরা কি তাতে কোন কান কাটা দেখো? (কিন্তু পরে মানুষ তাকে কান কেটে, নাক ফুটো করে বিকলাঙ্গ করে)। এর সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেনঃ "আল্লাহর ফিতরাত গ্রহণ করো, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটাই সরল এবং মজবুত দীন" (সূরা রূম ঃ ৩০) (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ফিতরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ 'সৃষ্টি করা'। 'প্রকৃতি' অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ দীন (ইসলাম) কবুল করার প্রকৃতি ও যোগ্যতা। সকল মানব সন্তানই এই যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে পিতা-মাতার ভ্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশের প্রভাবে সে সত্য পথ থেকে দূরে সরে যায়।

٣٦٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَي الْاِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

৩৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই তোমরা নেতৃত্বলাভ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য লালায়িত হবে। কিন্তু তা কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আহ! যে দুধ পান করায় সে কতই না উত্তম, আর যে দুধ ছাড়ায় সে কতই না নিকৃষ্ট (বুখারী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে দুধদায়িনী ও দুধ ছাড়ানো মায়ের সাথে তুলনা কর হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ ক্ষমতার মসনদ দখল করে কত মজাই না লোটে।

কিন্তু যখন মৃত্যু আসে অথবা ক্ষমতার শীর্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত হয় তখন তা অনুশোচনা ও আফসোসের আকারে তাকে পীড়া দিতে থাকে।

দোষী ব্যক্তির জন্য সুপারিশ

٣٦٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا قَدْ اَهَمَّتْهُمْ شَاْنُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا مَنْ يَّجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللهِ ثُمَّ قَامَ وَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

৩৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুম গোত্রের এক মহিলার ব্যাপার কুরাইশদের জন্য খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো। সে চুরি করেছিলো। তারা বললো, ব্যাপারটি নিয়ে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করতে পারে? তারা বললো, উসামা ইবনে যায়েদ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র। সে ছাড়া আর কেউ এ কাজের সাহস করতে পারে না। উসামা (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তিনি বললেন ঃ তুমি কি মহান আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড কার্যকর করার বিরুদ্ধে সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো তাহলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٣٦٨- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِّنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اٰبَائِهِمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩৬৮। সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবীর পুত্রদের থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা তাদের পিতাদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি (বা সম্প্রদায়ের) উপর অত্যাচার করবে অথবা তার প্রাপ্য অধিকার দান করবে না অথবা তার উপর সামর্থ্যের অধিক (দায়িত্ব বা কাজের) বোঝা চাপাবে অথবা তার আন্তরিক সম্মতি ব্যতীত তার কোন জিনিস হস্তগত করবে, কিয়ামতের দিন আমি (তার প্রতিনিধি হয়ে) ঐ ব্যক্তির সাথে বুঝাপড়া করবো (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

٣٦٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِيْ قَوْمٍ اِلَّا اَلْقَي اللهُ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَلاَ الزِّنَا فِيْ قَوْمٍ اِلاَّ كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلاَّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلاَ حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الدَّمُ وَلاَ خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ اِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.

৩৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে জাতির মধ্যে আত্মসাতের প্রসার ঘটবে, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে শত্রুদের ভয় বৃদ্ধি করে দিবেন। যে জাতির মধ্যে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে তাদের মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। যে জাতি ওজন ও মাপে কম দিবে তাদের রিযিক হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। যে জাতির বিচারালয় হকের পরিপন্থী রায় দিবে তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত বৃদ্ধি পাবে। আর যে জাতি চুক্তি ভঙ্গ করবে তাদের উপর শত্রুরা বিজয়ী হবে (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

٣٧٠- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْأُمَمُ اَنْ تَدَاعٰي عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَي الْاَكِلَةُ اِلٰي قَصْعَتِهَا قَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِيْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

৩৭০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই আমার উম্মাতের উপর এমন সময় আসবে যখন দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাদের প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুতা পোষণে এমনভাবে অগ্রসর হবে যেমন পেটুক বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের পাত্রের প্রতি ধাবিত হয়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, তখন কি আমাদের সংখ্যাল্পতার কারণে এরূপ হবে? তিনি বলেন ঃ না, সেদিন বরং তোমাদের সংখ্যা হবে অনেক। কিন্তু তোমাদের শত্রুদের অবস্থা হবে বন্যার পানিতে ভাসমান খড়কুটা সমতুল্য। আল্লাহ তোমাদের মন থেকে তোমাদের প্রভাব মুছে দিবেন এবং তোমাদের মনে তাদের ভয় সৃষ্টি করে দিবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মনে এই দুর্বলতা ও ভীতি সঞ্চার হওয়ার কারণ কি? তিনি বলেন ঃ দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ পার্থিব জগতের প্রতি আকর্ষণ একটি জায়েয সীমা পর্যন্ত ইসলাম অনুমোদন করে। কিন্তু এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের মধ্যে যদি কাপুরুষতার জন্ম দেয় তবে তাকে দুনিয়াতেও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় না এবং আখেরাতেও সে সফলকাম হতে পারে না।

একাদশ অধ্যায়

সুষ্ঠু সংগঠন ও শৃংখলা

٣٧١- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ.

৩৭১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একসঙ্গে তিন ব্যক্তি সফরে থাকলে তাদের এক ব্যক্তিকে যেন তারা তাদের আমীর বানিয়ে নেয় (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) লিখেছেন, সফরের মত সাময়িক ব্যাপারেও জামাআতী ব্যবস্থা কায়েম করার তাকিদ দেওয়া হয়েছে। তখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় জামাআতী ব্যবস্থা ও নেতৃত্বের গঠন অতি অবশ্যই বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। অপর এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যদি কোন জঙ্গলে তিন ব্যক্তি অবস্থান করে তখনও তাদের একজনকে আমীর নিযুক্ত করা তাদের কর্তব্য" (আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সূত্রে ইমাম আহমাদের মুসনাদে)।

সংগঠনের অপরিহার্যতা

٣٧٢- عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ اِلاَّ قَدِاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ.

৩৭২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নির্জন প্রান্তরে অথবা জনপদে তিনজন লোকও যদি বসবাস করে এবং তারা যদি (জামাআতবদ্ধভাবে) নামায আদায় করার ব্যবস্থা না করে, তবে তাদের উপর শয়তান অবশ্যই প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব তুমি অবশ্যই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা নেকড়ে বাঘ

পাল থেকে বিছিন্ন ছাগল-ভেড়াকেই শিকার করে (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ খোদাদ্রোহী বাতিল শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ এবং যথারীতি তাদের সুসংগঠিত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের শক্তি খর্ব করার জন্য খোদাভীরু হকপন্থীদের সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ কারণে কুরআন ও হাদীস জামাআতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করার প্রতি অবিরাম তাকিদ দিয়েছে এবং তাকওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত "আল-জামাআত" থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে মুরতাদের সমার্থবোধক বলা হয়েছে। আল-জামাআত (একমাত্র দল) কেবল নবী-রাসূলগণের নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও পুনরায় কুফরীতে লিপ্ত হওয়া একই কথা (অনুবাদক)।

সামাজিক সংগঠন ও শৃংখলার গুরুত্ব

٣٧٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْـرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّـي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُـمْ مَـعَ كُـلِّ اَمِـيْرٍ بَـرًّا كَـانَ اَوْ فَـاجِرًا وَاِنْ عَمِـلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَـاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَـرًّا كَـانَ اَوْ فَـاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

৩৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিহাদ তোমাদের উপর ফরয প্রত্যেক নেতার নেতৃত্বে, সে ভালো লোক হোক অথবা খারাপ এবং যদিও সে কবীরা গুনাহ করে। নামায তোমাদের উপর ফরয প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে, সে ভালো হোক অথবা মন্দ, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে। প্রত্যেক মুসলমান মৃতের জানাযা পড়া ফরয, সে ভালো হোক কি মন্দ, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে থাকে (আবু দাউদ ২৫৩৩)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, (১) মুসলমানদের নেতা নৈতিক দিক থেকে যেরূপই হোক না কেন, নেক কাজে অবশ্য তার আনুগত্য করতে হবে।

(২) ইমাম নেককার হোক অথবা ফাসেক, তার পেছনে নামায হয়ে যায়। যখন পূর্ব থেকেই আমীর অথবা ইমাম নিয়োজিত আছে অথবা জোরপূর্বক এই পদ দখল করে আছে কেবল এরূপ পরিস্থিতিতে উল্লেখিত বিধান প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় যখন মুলমানদের স্বাধীনভাবে নিজেদের আমীর অথবা ইমাম নির্বাচন করার সুযোগ থাকে, তখন তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের মধ্য থেকে চরিত্র, নৈতিকতা ও খোদাভীতির দিক থেকে উত্তম ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করতে হবে। যেমন হাদীসে আছে ঃ "ইজআলু আইম্মাতাকুম খিয়ারাকুম" (তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের ইমাম (নেতা) বানাও)। (৩) মুসলমান যতই অসৎ হোক না কেন, তার জানাযা আদায় করতে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয়। অবশ্য যদি তার বিরুদ্ধে চরম অভিযোগ থাকে অথবা সে যদি জনগণের ন্যায্য অধিকার হরণ করে থাকে, তবে জনগণকে সতর্ক করার জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তার জানাযায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারেন। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়াননি। অনুরূপভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা তিনি নিজে পড়াননি, বরং বলেছেনঃ 'সাল্লু আলা সাহিবিকুম' (তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও)। সঠিক অর্থে ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে যে সমাজ গঠিত হয়েছে কেবল সেখানেই এ ধরনের বয়কট ও সম্পর্কচ্ছেদের নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

٣٧٤- عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَايَعْتَدُوْنَ قَالَ لاَ.

৩৭৪। বশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করে। সুতরাং তারা যে পরিমাণ বাড়াবাড়ি করে আমরা কি সে পরিমাণ মাল লুকিয়ে রাখতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ না (আবু দাউদ থেক মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে অনুমান করা যায়, ইসলামী শরীআতে নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করার কত গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামী সরকারের কর্মচারীগণ যদি যাকাত ইত্যাদি আদায় করতে গিয়ে জুলুমও করে, তবুও তার

প্রতিকারে কোন ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। তবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে।

আনুগত্যের সীমা

٣٧٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَي الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

৩৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমামের নির্দেশ শোনা ও মানা মুসলমানের জন্য ওয়াজিব, তা তার মনঃপূত হোক বা না হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের নির্দেশ না দেয়া হয়। যখনই আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের নির্দেশ দেয়া হবে তখন তা শোনাও যাবে না, মানাও যাবে না (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

শরীআতের পরিপন্থী চুক্তি বাতিল

٣٧٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَي شُرُوْطِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا.

৩৭৬। আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে আপোস-মীমাংসার চুক্তি জায়েয। কিন্তু যে চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে তা জায়েয নয়। মুসলমানরা নিজেদের চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু যে শর্ত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে তা মেনে চলতে বাধ্য নয় (আবু দাউদ, তিরমিযী ১২৮৯ ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি, সামাজিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং নিজস্ব রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সীমা এই হাদীসের আলোকে মীমাংসিত হওয়া উচিত। এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে একেবারে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও কুরআন এবং হাদীসের সমর্থন খোঁজা জরুরী

নয়। এতটুকু লক্ষ্য রাখাই যথেষ্ট যে, আমাদের কোন পদক্ষেপ কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থী হচ্ছে কিনা। তবে ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর মাসআলার জন্যও কুরআন-হাদীসের সমর্থন অবশ্যই খুঁজতে হবে। অন্যথায় ইবাদতের ছদ্মাবরণে বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আমীরের দায়িত্ব

٣٧٧– عَنْ مَعْقِل بْن يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَيُّمَا وَال وَلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ لِنُصْحِهِ وَجُهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهَ اللهُ عَلٰي وَجْهِهِ فِي النَّارِ.

৩৭৭। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো কিন্তু সে তাদের কল্যাণ কামনা ও খেদমতের জন্য এতটুকু চেষ্টাও করলো না যা সে নিজের জন্য করে থাকে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন (তাবারানীর আল-মুজামুস সগীর)।

٣٧٨– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ.

৩৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের লোকদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্বশীল হবে সে যদি লোকদেরকে ভয়ানক অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টে নিক্ষেপ করে, তবে তুমিও তার জীবনকে সংকীর্ণ ও কষ্টপূর্ণ করে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের সামগ্রিক কাজকর্মের দায়িত্বশীল হবে এবং সে যদি লোকদের প্রতি ভালোবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, তবে তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ করো" (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

٣٧٩– عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اُمَّتِيْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِهِ نَفْسَهُ وَاَهْلَهُ اِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

৩৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো, অতঃপর তাদের হেফাযতের জন্য এতটুকু চেষ্টাও করলো না, যতটুকু নিজের ও নিজ পরিবারের হেফাযতের জন্য করে থাকে, সে জান্নাতের সুবাসটুকুও পাবে না (তাবারানীর আল-মুজামুস সগীর)।

٣٨٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ هُوَ فِي النَّارِ.

৩৮০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হলো, অতঃপর তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করলো, সে দোযখে যাবে (তাবারানীর আল-মুজামুস সগীর)।

ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মাদারি

٣٨١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلّي وَاِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلي صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَامَ فَقَالَ اَنَا اَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَائُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

৩৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ সে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গেছে কি? যদি বলা হতো, সে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে গেছে, তবে তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথায় মুসলমানদের বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে বিভিন্ন জিহাদে বিজয় দান করলেন, তখন দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমি ঈমানদারদের জন্য তাদের নিজেদের তুলনায় অধিক কল্যাণকামী। অতএব তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা গেলে তা

পরিশোধের দায়িত্ব আমার। অপরদিকে কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যেসব লোক নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম তাদের এই প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে আহার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা ও শিক্ষা অন্যতম। যদি কোন রাষ্ট্রে নাগরিকগণ এসব মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত থাকে তবে সেই রাষ্ট্রকে সঠিক অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না। হযরত উমার (রা) দুর্ভিক্ষ চলাকালীন চোরের হাত কাটার বিধান স্থগিত রেখেছিলেন, এর কারণ সুস্পষ্ট। কোন সরকার যখন দেশের নাগরিকদের খাদ্যের সংস্থান করে দিতে পারছে না তখন সে কিভাবে চোরের হাত কাটতে পারে? হতে পারে সে পরিস্থিতির শিকার হয়ে চুরি করেছে।

নেতৃত্বের গুণাবলী

٣٨٢- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَاُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَاِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَأَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا بِالسُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُـهُمْ هِجْـرَةً فَـاِنْ كَـانُوْا فِـي الْـهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُـلْطَانِهِ وَلَـا يَقْعُـدُ فِي بَيْتِـهِ عَلَي تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ.

৩৮২। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের জ্ঞানে অধিক পারদর্শী ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবে। এ ব্যাপারে যদি (উপস্থিত) সকলে সমকক্ষ হয় তবে সুন্নাতের (হাদীস) জ্ঞানে অধিক পারদর্শী ব্যক্তি ইমামতি করবে। যদি এ বিষয়েও সকলে সমান পারদর্শী হয় তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আগে হিজরত করেছে সে ইমামতি করবে। এক্ষেত্রেও যদি সবাই সমান হয় তবে তাদের মধ্যকার বয়সে প্রবীণ ব্যক্তি ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার অনুমতি ব্যতীত তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে না বসে (মুসলিম থেকে মিশকাত; এর অপর বর্ণনায় আছে, কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির পরিবারে ইমামতি না করে)।

ব্যাখ্যা ঃ (১) ইসলামে রাজনীতিও যেহেতু শরীআতের বিধানের অধীনে পরিচালিত হতে বাধ্য, তাই মসজিদে ইমামতির জন্য যেসব গুণাবলীর দিকে লক্ষ্য রাখা হয় রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন করার বেলায়ও ঐসব গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে চারটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ (ক) কুরআনের জ্ঞানে প্রাধান্য, (খ) হাদীসে রাসূলের ক্ষেত্রে প্রাধান্য, (গ) হিজরত অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দীনী দায়িত্ব পালনে অগ্রগামিতা এবং (ঘ) বয়সের দিক থেকে প্রবীণ।

যে এলাকায় কোন আলেমের বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা রয়েছে সেখানে গিয়ে বাইরের অপর কোন ব্যক্তি নেতৃত্ব লাভ করতে চাইলে তা মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। তবে স্থানীয় ব্যক্তি তাকে অনুমতি দিলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির নিজের বসার নির্দিষ্ট আসনে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য ব্যক্তি বসলে এতেও তিক্ততা এবং ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

٣٨٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْفَعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.

৩৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার এক বিঘত উর্ধ্বেও উঠে না (কবুল হয় না)। (১) যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে অথচ তারা (সঙ্গত কারণে) তার উপর অসন্তুষ্ট। (২) যে স্ত্রীলোক স্বামীর (সংগত) অসন্তুষ্টি নিয়ে রাত কাটায়। (৩) পরস্পর বিবাদরত দুই ভাই।

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ লোক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তখন তার এ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া উচিত। হাদীসে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রথমোক্ত বিষয়টি থেকে আমাদেরকে এ শিক্ষা নিতে হবে যে, এমন ব্যক্তির নেতা বা ইমাম হওয়া বাঞ্ছনীয় যার অধীনস্থ লোকেরা সন্তুষ্ট হয়ে তার নেতৃত্ব স্বীকার করে। যখনই কোন নেতা তার প্রতি তার অধীনস্থদের অসন্তুষ্ট বলে মনে করবে, তখনই তার উচিত ঐ পদ থেকে সরে দাঁড়ানো।

পদ প্রার্থনা

٣٨٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْئَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا.

৩৮৪। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি নেতৃত্ব প্রার্থনা করো না। কারণ তুমি যদি তা চেয়ে নাও তবে তোমার উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হবে। আর যদি প্রার্থনা ছাড়াই তোমাকে ঐ পদ দেয়া হয় তবে তোমাকে ঐ পদের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে (বুখারী ও মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় পদের দায়িত্ব এত বেশি জটিল যে, কোন বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান লোক এই বোঝা বহনে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে পারে না। তা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি এই পদ লাভের জন্য চেষ্টা-তদবীর করে তবে তা দু'টি অবস্থা থেকে খালি নয়। হয় সে এ পদের নাজুকতা ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত নয় অথবা সে পদের কাঙ্গাল এবং ক্ষমতার লোভে মত্ত।

٣٨٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَغَي الْقَضَاءَ وَسَئَلَ وُكِّلَ اِلٰي نَفْسِهِ وَمَنْ اُكْرِهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

৩৮৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চেয়ে নেয় তাকে একাকী ছেড়ে দেয়া হয়। আর যাকে এ পদ গ্রহণে বাধ্য করা হয় তাকে সঠিক পথে চালনার জন্য আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেন (তিরমিযী ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

পদপ্রার্থী হওয়ার সীমা

٣٨٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰي يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

৩৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিচারকের পদ প্রার্থনা করলো এবং তা পেয়ে গেল, অতঃপর তার ন্যায়বিচার তার জুলুমের উপর বিজয়ী হলো, সে জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে যার জুলুম-নির্যাতন ন্যায়বিচারের উপর বিজয়ী হলো সে দোযখের বাসিন্দা হবে (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ সাধারণ অবস্থায় শরীআতের দাবি হচ্ছে, কোন মুসলমান দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভের জন্য নিজে চেষ্টা-তদবীর করবে না। অন্যথায় তার তাকওয়া ও দীনদারি কলংকিত না হয়ে পারে না। কিন্তু লোভ-লালসার বশবর্তী না হয়ে যদি কোন ব্যক্তি এই আশা পোষণ করে যে, সে সামনে অগ্রসর হলে বাস্তবিকই সত্য-ন্যায়ের দাবি পূর্ণ হতে পারে এবং বাতিলের পতাকাবাহীদের শক্তি খর্ব হতে পারে তবে তা জায়েয। তাও যখন এই কাজের জন্য সমাজে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্তমান না থাকে তখনই জায়েয। পদপ্রার্থী হওয়ার সপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব হাদীস এসেছে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্যই একথা বলে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। তবে পরীক্ষার এই গরম পাত্রে নিজেকে নিক্ষেপ করা থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। যেমন অপর একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যাকে বিচারক নিয়োগ করা হলো তাকে যেন ছুরি ছাড়াই যবেহ কর হলো" (৩৯০ নং হাদীস)।

জনগণের সংশোধনের উপর দেশের উন্নতি নির্ভরশীল

٣٨٧- عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَكُوْنُوْنَ كَذَالِكَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ.

৩৮৭। ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক (র) থেকে তার পিতা আবু ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যেরূপ হবে তোমাদের উপর সেরূপ শাসকই চেপে বসবে (বায়হাকীর শুআবুল ঈমান)।

ব্যাখ্যা ঃ শাসকগোষ্ঠী সাধারণত যে কোন সমাজের মূল চালিকা শক্তি হয়ে থাকে। এখন জনসাধারণ যদি দুষ্কর্মপরায়ণ হয় তবে তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কি করে চরিত্রবান হতে পারে? বিশেষ করে এই পাশ্চাত্যপন্থী গণতন্ত্রের যুগে যখন জনসাধারণই নিজেদের মর্জিমত নিজেদের শাসক ও প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার ভোগ করে। হাদীসের তাৎপর্য এও হতে পারে যে, যে দেশের

জনসাধারণ চরিত্রহীন হবে সেখানে তাদের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের উপর স্বৈরাচারী শাসক চাপিয়ে দিবেন।

পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থার গুরুত্ব

৩৮৮- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَائُكُمْ سُمَحَائُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرَي بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَائُكُمْ بُخَلَائُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلَي نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.

৩৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের শাসকগণ সর্বাপেক্ষা উত্তম হবে, তোমাদের সম্পদশীলগণ দানশীল হবে এবং তোমাদের সামগ্রিক বিষয়াদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে, তখন তোমাদের জন্য পৃথিবীর উপরিভাগ (জীবন) অভ্যন্তরভাগ (মৃত্যু) অপেক্ষা কল্যাণকর হবে। আর যখন তোমাদের শাসকগণ হবে নিকৃষ্ট, তোমাদের ধনিক শ্রেণী হবে বখিল এবং তোমাদের বিষয়াদির দায়িত্ব নারীদের উপর অর্পিত হবে, তখন তোমাদের জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ (মৃত্যু) উপরিভাগ (জীবন) অপেক্ষা উত্তম হবে (তিরমিযী থেকে মিশকাতে, অনুচ্ছেদ ঃ তাগায়্যিরিন-নাস)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তিনটি জিনিসকে মুসলিম সমাজের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ এবং সৌভাগ্যের উৎস সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন সমাজে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য যুগপৎ বিদ্যমান থাকলে তা কল্যাণ ও সাফল্য লাভে সক্ষম হবে। (১) খোদাভীরু নেতৃত্ব ও সরকার, (২) দানশীল ও গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল ধনীক সম্প্রদায় এবং (৩) সামগ্রিক বিষয়াদিতে পরামর্শ ও জনমতের প্রাণসত্তার কার্যকারণ। পক্ষান্তরে শাসকগোষ্ঠী যদি স্বৈরাচারী স্বভাবের হয়, ধনীক শ্রেণী যদি কৃপণ ও লোভী হয় এবং কুপ্রবৃত্তি ও বিলাসিতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় এবং জাতির সামগ্রিক বিষয়াদির কর্তৃত্ব যদি নারীদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে এরূপ সমাজ আজ না হোক কাল অবশ্যই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। হাদীস থেকে আরও একটি কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যে সমাজে পারস্পরিক পরামর্শ, আস্থা ও সহযোগিতার মনোভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেখানে নারীদের নেতৃত্বের আকারে নিকৃষ্টতম একনায়কত্ব চেপে বসবেই।

٣٨٩- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاِثْنَانِ فِي النَّارِ فَامَّا الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰي بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰي لِلنَّاسِ عَلٰي جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

৩৮৯। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিচারক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী জান্নাতী এবং অপর দুই শ্রেণী দোযখী। যে বিচারক প্রকৃত সত্য অনুধাবন করে তদনুযায়ী ফয়সালা করে সে জান্নাতী। যে বিচারক প্রকৃত সত্য অনুধাবন করেও তার বিপরীতে ফয়সালা দেয় সে দোযখী। আর যে বিচারক না জেনেশুনে অজ্ঞতা প্রসূতভাবে মানুষদের বিচারকার্য পরিচালনা করে সেও দোযখী (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারালয়সমূহের বিচারকদের মধ্যে দু'টি মৌলিক গুণ অবশ্যই থাকতে হবে ঃ (১) আইন-কানুন সম্পর্কে পূর্ণ অবহিতি এবং (২) প্রতিটি বিষয়ে ইনসাফের দাবির প্রতি লক্ষ্য রাখা। এ দু'টি গুণের কোন একটির অনুপস্থিতিতে কোন ব্যক্তি বিচারালয়ের কাযী নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্য।

٣٩٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ.

৩৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা হলো তাকে বিনা ছুরিতে যবেহ করা হলো (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে, অনুচ্ছেদ ঃ আল-আমালু ফিল-কাদা)।

ব্যাখ্যা ঃ বিচারকের পদ অত্যন্ত নাজুক দায়িত্বের পদ। বিচারক যদি অন্যায় পথ অবলম্বন করে তবে সে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির সম্মুখীন হবে। যদি ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে তবে সে প্রভাবশালী দুষ্কৃতকারীদের শত্রুতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

٣٩١- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

৩৯১। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিকটবর্তী, দূরবর্তী সবার উপর (সমভাবে) আল্লাহর বিধান (হদ্দ) কার্যকর করো। আর আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে কোন নিন্দুকের নিন্দা যেন তোমাদের বিরত না রাখে (ইবনে মাজা থেকে মিশকাতে)।

٣٩٢- عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ بَيْتِهَا فَدَعِي وَصِيْفَةً لَهُ اَوْ لَهَا فَاَبْطَأَتْ فَاسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِيْ وَجْهِهِ فَقَامَتْ أُمُّ سَلَمَةَ اِلَي الْحِجَابِ فَوَجَدَ الْوَصِيْفَةَ تَلْعَبُ وَمَعَهُ سِوَاكٌ فَقَالَ لَوْلاَ خَشْيَةُ الْقَوَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاَوْجَعْتُكَ بِهٰذَا السِّوَاكِ.

৩৯২। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়িতেই ছিলেন। তিনি তাঁর অথবা উম্মে সালামার দাসীকে ডাকলেন। সে আসতে দেরী করলে তাঁর চেহারা মোবারক ক্রোধে রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। উম্মে সালামা (রা) পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে খেলায় মত্ত দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ছিল মেসওয়াক। তিনি দাসীটিকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ যদি কিয়ামতের দিন প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকা না থাকতো তবে আমি তোমাকে এই মেসওয়াকের সাহায্যে শাস্তি দিতাম (আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ ঃ কিসাসুল আব্দ)।

ব্যাখ্যা ঃ (১) এ হাদীসে আখেরাতের বিচারালয়ের উল্লেখ আছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, আখেরাতের আদালতে যখন সামান্যতম আঘাত ও তিরস্কারের জন্যও প্রতিশোধের আশংকা রয়েছে, সেখানে পার্থিব বিচারালয়ে স্বভাবতই এর জন্য জবাবদিহি হতে পারে। (২) বাড়ির কাজের লোকদের সাথে ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত তার একটি সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত এ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে।

আইনের আওতায় ক্ষমার সীমা

٣٩٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْأَتِ عَثَرَاتِهِمْ اِلاَّ الْحُدُوْدَ.

৩৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মর্যাদাবান লোকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। কিন্তু সাবধান! আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) ক্ষমার যোগ্য নয় (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে, অধ্যায়ঃ দণ্ড বিধান)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মর্যাদা বলতে মুসলিম সমাজে জ্ঞান, তাকওয়া ও দীনী খেদমতের ভিত্তিতে অর্জিত মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। এরূপ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের যদি কোনরূপ পদস্খলন ঘটে তবে তা উপেক্ষা করাই উচিত। এ হাদীসের সমর্থনে হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রা)-র ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তিনি নিজের পরিবারের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি গোপন তথ্য মক্কার মুশরিকদের অবহিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তার এ অপরাধ শুধু বদর যুদ্ধের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর কর্মতৎপরতার জন্য ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু সমসাময়িক সরকার প্রধানের পক্ষে কোন নামকরা ব্যক্তি বা বীর সৈনিকের খাতিরে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান লংঘন করা মোটেই জায়েয নয়।

বিচারালয়ের নীতিমালা ও প্রথা

٣٩٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضٰي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ.

৩৯৪। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, বাদী ও বিবাদী উভয়ে বিচারকের সামনে বসবে (মুসনাদ আহমাদ ও আবু দাউদ থেকে মিশকাতে, অনুচ্ছেদ ঃ বিচার)।

ব্যাখ্যা ঃ বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের আদালতে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কোন পক্ষকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, পদমর্যাদা অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তিতে আদালতে উপস্থিত হওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া জায়েয নয়।

٣٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.

৩৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদের কেবল দাবির ভিত্তিতেই যদি অনুকূল ফয়সালা দেয়া হতো তবে লোকেরা তাদের প্রতিপক্ষের জীবন ও সম্পদের দাবি করে বসতো (এবং কারও জান-মাল নিরাপদ থাকতো না)। এজন্য বিবাদীকে শপথ করানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে (মুসলিম থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ অপর এক হাদীসে আছে, বাদীকে তার দাবির সমর্থনে সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। সে যদি সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তবে উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বিবাদী শপথ করার মাধ্যমে অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে পারে।

٣٩٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْرِؤُا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَاِنَّ الْاِمَامَ يُخْطِئُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ.

৩৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যতদূর সম্ভব মুসলমানদের হদ্দের আওতাভুক্ত শাস্তির দণ্ড থেকে রেহাই দেয়ার চেষ্টা করো। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়ার সামান্য সুযোগও থাকে তবে তার পথ ছেড়ে দাও। কারণ শাসকের ভুল করে মাফ করা ভুল করে শাস্তি দেয়ার চেয়ে উত্তম (তিরমিযী থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, আদালতে মামলা দায়ের সত্ত্বেও অপরাধ প্রমাণে যদি সামান্য সন্দেহও থেকে যায় তবে অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া যায় না। অতএব কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা অথবা অন্য কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা ইসলামের ন্যায়নীতি ও আদল-ইনসাফের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ইসলামের সমরনীতি

٣٩٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنْطَلِقُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا

طِفْلاً صَغِيْرًا وَلاَ اِمْرَأَةً وَلاَ تَغُلُّوْا وَضُمُّـوْا غَنَـائِمَكُمْ وَاَصْلِحُـوْا وَاَحْسِـنُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

৩৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশে) বিসমিল্লাহ্ বলে, আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং আল্লাহর রাসূলের দীনের উপর অবিচল থেকে রওয়ানা হও। কিন্তু অতিশয় বৃদ্ধ, অল্প বয়সী শিশু এবং স্ত্রীলোকদের হত্যা করো না। গানীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করো না। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এক স্থানে জমা করো এবং সংস্কার-সংশোধন ও কল্যাণের পথ অবলম্বন করো। কারণ আল্লাহ তাআলা কল্যাণকামীদের ভালোবাসেন (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম যুদ্ধের ব্যাপারেও নীতিগত হেদায়াত দান করেছে। অর্থাৎ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করো। নিস্পাপ শিশু, অবলা নারী ও অতিশয় বৃদ্ধদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না।

ইসলামের আন্তর্জাতিক চুক্তি

٣٩٨- عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ حَتّٰي اِذَا انْقَضَي الْعَهْدُ اَغَـارَ عَلَيـهِمْ فَجَـاءَ رَجُـلٌ عَلٰي فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ وَلاَ غَدْرٌ فَنَظَـرَ فَـاِذَا هُـوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَـهْدٌ فَـلاَ يَحِلَّـنَّ عَـهْدًا وَلاَ يَشُدَّنَّهُ حَتّٰي يَمْضِيَ اَمَدُهُ اَوْ يَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰي سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَـةُ بِالنَّاسِ.

৩৯৮। তাবিঈ সুলাইম ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) ও রোমানদের মধ্যে (পরস্পর যুদ্ধ না করার) চুক্তি ছিল। মুআবিয়া (রা) নিজ বাহিনীসহ বাইযান্টীয় সীমান্তের দিকে রওয়ানা হলেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে আক্রমণ করতে পারেন। পথিমধ্যে এক অশ্বারোহী এসে বলতে থাকলেন, 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' চুক্তি

মেনে চলুন এবং তা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকুন। মুআবিয়া (রা) তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলেন, তিনি আমর ইবনে আবাসা (রা)। এ সম্পর্কে মুআবিয়া (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "কোন জাতির সাথে যার সন্ধি হয়েছে তার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাতে কোনরূপ পরিবর্তন জায়েয নয় অথবা তাদের পরিষ্কার ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়ার পর তা ভঙ্গ করতে হবে।" এ হাদীস শোনার পর মুআবিয়া (রা) তার সৈন্যবাহিনীসহ ফিরে আসেন (আবু দাউদ থেকে মিশকাতে)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে কয়েকটি কথা জানা যায়। (১) যে জাতির সাথে সন্ধি চুক্তি রয়েছে তার সময়সীমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে তৈরি হওয়ার অবকাশ না দিয়েই তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করা জায়েয নয়। (২) চুক্তির মেয়াদকালের মধ্যেই যদি যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয় তবে প্রতিপক্ষকে প্রথমে সতর্ক করে দিতে হবে। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্যও তাই। "যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভঙ্গের আশংকা করো তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথভাবে বাতিল করো" (সূরা আনফাল ঃ ৫৮)।

(৩) এ হাদীস থেকে সাহাবীদের (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) নির্দেশ শোনা ও মানার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে আসে। মুআবিয়া (রা) যখনই জানতে পারলেন যে, তার কর্মপন্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপন্থার পরিপন্থী, তখনই তিনি নিজ বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। (৪) সাহাবায়ে কিরামের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় দিক এই যে, তারা কোনও শক্তিমান খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে সত্য কথা তুলে ধরতে মোটেও ইতস্তত করতেন না। হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা)-র বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিটি মুসলমানের জন্য সত্য ভাষণের ক্ষেত্রে একটি উন্নত দৃষ্টান্ত হয়ে বিরাজ করবে।

ধর্ম ও রাজনীতি

৩৯৯- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّـي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً فَإِذَا صَارَ رِشْـوَةً عَلَـي الدِّيْـنِ فَـلاَ تَـأْخُذُوْهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِـهِ يَمْنَعُكُـمُ الْفَقْـرُ وَالْحَاجَـةُ اَلاَ اِنَّ رَحَـي الْاِسْـلاَمِ دَائِـرَةٌ

فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ اَلاَ اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ فَلاَ تُفَارِقُوا الْكِتَابَ اَلاَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ فَقَتَلُوْكُمْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰي نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَي الْخَشَبِ مَوْتٌ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৩৯৯। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উপঢৌকন গ্রহণ করো যতক্ষণ তা উপঢৌকনের পর্যায়ে থাকে। কিন্তু দীনের ব্যাপারে তা যখন ঘুষে পরিণত হবে তখন তা গ্রহণ করো না। অবশ্য তোমরা তা বর্জন করতে পারবে না, দারিদ্র্য ও প্রয়োজন তোমাদেরকে তা বর্জন থেকে বিরত রাখবে। সাবধান! ইসলামের যাঁতা অবিরত ঘুরছে। অতএব কুরআন তোমাদেরকে যতদূর আবর্তিত করে ততদূর আবর্তিত হও। জেনে রাখো, অচিরেই কুরআন ও রাষ্ট্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু সাবধান! তোমরা কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সাবধান! অচিরেই এমন শাসক ক্ষমতাসীন হবে যারা তোমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসবে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তবে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করবে, আর যদি তাদের অবাধ্য হও তাহলে তোমাদের হত্যা করবে। হাদীসের রাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন আমরা কি করবো? তিনি বলেন ঃ তাই করবে যা ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীগণ করেছিলেন। তাদেরকে করাত দিয়ে চেরা হয়েছে, ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। মহান আল্লাহর নাফরমানী করে বেঁচে থাকার চেয়ে তাঁর আনুগত্য করে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়তর (তাবারানীর আল-মুজামুস সগীর)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কয়েকটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (১) পরস্পর উপহার-উপঢৌকন বিনিময় এবং দাওয়াত দেয়া ও তা গ্রহণ করা একটি পছন্দনীয় প্রথা। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রথার প্রচলন যদি শাষকগোষ্ঠী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে শুরু হয় তবে হকপন্থীগণ চাটুকারিতার শিকার হতে পারেন এবং তখন প্রকাশ্যে অন্যায় কাজ হতে দেখেও তাদের মুখ শুধু বন্ধই থাকবে না, বরং ক্ষমতাসীন ও

প্রভাবশালীদের সমর্থনে ফতোয়াও দিতে পারে। এজন্য আমরা দেখতে পাই, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) আব্বাসী শাষক মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিক বিল্লাহ্‌র শাসনকালে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েও অবিচলতার পরিচয় দেয়ার পর যখন মুতাওয়াক্কিলের শাসনকালে দিরহাম ও দীনারের পৌটলার সম্মুখীন হন তখন অকৃত্রিমভাবে তাঁর মুখে উচ্চারিত হয় ঃ "শাহী উপহার-উপঢৌকনের এ পরীক্ষা আমার জন্য বেত্রাঘাতের তুলনায়ও অধিক কঠিন"।

অর্থাৎ পার্থিব ধন-সম্পদের প্রলভোনে নীতিভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, তিনি এ পরীক্ষায়ও কৃতকার্য হন এবং সোনার মোহর ভর্তি পৌটলাগুলো ফেরত পাঠান।

(২) একটি মুসলিম সমাজ ও সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজনীতি ধর্মের অধীন হওয়ার মধ্যেই তাদের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে। কিন্তু যেখানেই ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকবে তথায় সামগ্রিক জীবনে অবশ্যম্ভাবীরূপে চেংগীযী স্বৈরাচার ও শোষণ-নিস্পেষণ নেমে আসবেই।

٤٠٠- عَنْ تَمِيْمِ الدَارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ الدِّيْـنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثًا قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُـوْلِهِ وَلِاَئِمَّـةِ الْمُسْـلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

৪০০। তামীমুদ দারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উপদেশ দান ও কল্যাণ কামনাই হচ্ছে দীন। কথাটি তিনি তিনবার বলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তা কার জন্য? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য (সহীহ মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ মূল শব্দ 'নসীহত', এর অর্থ ভেজাল ও মিশ্রণ থেকে মুক্ত, পবিত্র। ইমাম রাগেবের মুফরাদাত গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'এমন মধু যা মোম ইত্যাদি থেকে শোধন করে নেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে যখন মনের মধ্যে কোন প্রকারের মলিনতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ অবশিষ্ট না থাকে এবং মানুষের বাহ্যিক দিক আভ্যন্তরীণ দিকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তখন উক্তরূপ কথা বলা হয়। এ অর্থেই কুরআন মজীদে ঈমানদার লোকদের খাঁটি তওবা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে

তওবা যাবতীয় প্রকারের মোনাফিকী ও বহুরূপী মানসিকতা থেকে পবিত্র। কুরআন মজীদের এক স্থানে মুমিনদের শানে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ عَلَي الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَي الْمَرْضَي وَلاَعَلَي الَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ مَا عَلَي الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

"দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোক এবং যারা (আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে) খরচ করতে নিজেদের কাছে কিছু পায় না, তারা যদি জিহাদ থেকে পিছনে থেকে যায় তবে তাতে কোন দোষ নেই, যদি তারা খালেস দিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়। এধরনের নেক লোকদের সম্পর্কে অভিযোগ করার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়" (সূরা তওবা ঃ ৯১)।

অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকা ঈমান ও আনুগত্যের পরিপন্থী। কিন্তু ওজরের কারণে তাতে যোগদান না করতে পারলে সেজন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না, যদি অন্তর নিষ্ঠা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ থাকে । এ থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ্‌ তাআলা অক্ষম বান্দার উপর তার সামর্থ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। কিন্তু উপদেশ ও কল্যাণ কামনার গুণ প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। এছাড়া আখেরাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

'আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামনার' অর্থ হচ্ছে, প্রতিপালকের সাথে সম্পর্কে কোনরূপ কৃত্রিমতা থাকবে না। তার অন্তরের গভীরতম স্থানগুলো ইখলাস, নিষ্ঠা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। এ নিষ্ঠা ও ভক্তির অনিবার্য দাবি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার জাত (সত্তা), সিফাত (গুণাবলী), সর্বময় ক্ষমতা ও অধিকারে বান্দা কোন সৃষ্টিকে শরীক করবে না। এ পন্থায় মানুষ মূলত নিজেরই কল্যাণ কামনা করে এবং নিজের ইহকাল ও পরকালকে পরিপাটি করে। 'মান আমিলা সালিহান ফালিনাফসিহি' (যে ভালো কাজ করে তা সে নিজের জন্যই করে)।

'আল্লাহর কিতাবের জন্য কল্যাণ কামানা'র দাবি হচ্ছে, কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। তা তিনভাবে পূরণ হতে পারে। (১) তিলাওয়াত ঃ বিশুদ্ধভাবে, থেমে থেমে, শান্তশিষ্টভাবে তা পাঠ করতে হবে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

"আর এই কুরআন আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি যেন তুমি থেমে থেমে তা লোকদের পড়ে শুনাও"।

(২) গভীর চিন্তাভাবনা ঃ অর্থাৎ কেবল না বুঝেই কুরআন পড়বে না, বরং প্রতিটি আয়াতের গভীর তত্ত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "আমরা এই বরকতপূর্ণ কিতাব তোমার নিকট নাযিল করেছি যেন লোকেরা এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে" (সূরা সাদ ঃ ২৯)।

(৩) কুরআনের বিধান ঃ অর্থাৎ শুধু চিন্তা-ভাবনা করেই থেমে থাকবে না, বরং এই চিন্তা-ভাবনার উদ্দেশ্য হবে কুরআনে হাকীমের আইন-বিধানকে নিজের সত্তা, পরিবেশ, নিজের দেশ, বরং গোটা দুনিয়ার উপর বিজয়ী ও কার্যকর করা। যেমন বলা হয়েছে ঃ "আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার উপর নাযিল করেছি যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন তার আলোকে তুমি তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করতে পারো" (সূরা নিসা ঃ ১০৫)।

'আল্লাহর রাসূলের কল্যাণ কামনা'র অর্থ তাঁর সুন্নাতকে জীবন্ত করা। তাঁর দেয়া জীবন বিধানকে বিজয়ী করার জন্য জীবন বাজি রেখে চেষ্টা-তদবীর করতে হবে যাকে বিজয়ী করার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ নিজেদের রক্ত ও ঘাম এক করে দিয়েছেন। তাঁর দেখানো জীবন বিধানকে মানব রচিত যাবতীয় ব্যবস্থার উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তাঁর কথা ও কাজের মোকাবিলায় উম্মাতের কোন ব্যক্তির কথা ও কাজকে মোটেই গুরুত্ব দিবে না।

'মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য কল্যাণ কামনা'ঃ হাদীসে ইমাম বলতে কেবল মসজিদের ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের বুঝানো হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ধর্ম ও রাজনীতির পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ইমাম শব্দের অর্থও বিকৃত করে দিয়েছে। ইসলামে রাজনীতি ও পার্থিব বিষয়াদি ধর্মের আওতাভুক্ত। এজন্য নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্রে যে ব্যক্তি মসজিদের ইমাম হবেন তিনিই দেশের প্রশাসক ও রাষ্ট্রনায়ক হবেন।

মুসলিম নেতৃবৃন্দের কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে, তারা যদি সৎ কাজ করেন তবে সহযোগিতা করতে হবে। আর তারা যদি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেন তবে নির্ভয়ে ও নির্ভীকভাবে তাদের সমালোচনা করতে হবে এবং তাদের ভ্রান্ত পদক্ষেপের কথা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে,

"স্বৈরাচারী শাসকের মুখের উপর সত্য কথা বলাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ।" এই সেই নসীহত যার প্রদর্শনী করেছেন ইমাম মালেক (র) আল-মানসূরের সামনে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) আল-মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিক বিল্লাহর চাবুকের নিচে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) মিসরের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর সামনে এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে।

'মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণ কামনা'র কয়েকটি দিক হতে পারে। (১) মুসলিম জনসাধারণ যদি ভ্রান্ত পথে চালিত হতে থাকে তবে তাদেরকে হিকমাত ও সদুপদেশ দানের মাধ্যমে সঠিক পথের দিকে আহবান করতে হবে, তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করতে হবে।

(২) তারা যদি অজ্ঞ-মূর্খ হয় তবে তাদের মধ্যে দীনের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে। দীনি মাদ্‌রাসা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র কায়েম করতে হবে এবং দীনের প্রচার এত ব্যাপক করতে হবে যাতে সর্বত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুসৃত হয়।

(৩) যদি সে অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে তবে তার দেখাশুনা করতে হবে, তার ওষুধপত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণের চিকিৎসার জন্য এমন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে যেন কেউ নিজেকে অসহায় মনে না করে এবং চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না থাকে।

(৪) মুসলিম সমাজের কেউ যদি বিপদগ্রস্ত হয় অথবা জালেমের অত্যাচারের শিকার হয় তবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে জালেমের প্রতিরোধে ও মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজে এমন সব সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যেন কোন দুর্বল ও নিঃস্ব ব্যক্তি নিজেকে অসহায় মনে না করে।

(৫) কোন মুসলমান মারা গেলে তার দাফন-কাফনে শরীক হতে হবে এবং তার আপনজনদেরকে ধৈর্যধারণের জন্য সান্ত্বনা দিতে হবে। এভাবে পারস্পরিক সাহায্য, সহানুভূতি ও দুঃখ-বেদনার আবেগে এতটা উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে "মুসলমানগণ পরস্পরের ভাই" এই দৃষ্টান্ত জগদ্বাসীর সামনে ফুটে ওঠে। সংক্ষেপে এই হাদীস দীনের মূল বক্তব্য ও এর সুগন্ধ তুলে ধরেছে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"আমাদের শেষ দোয়া হলো, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র জন্য"।

আমাদের প্রকাশনা

- বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর
- ইমাম হোসাইনের (রাঃ) শাহাদাত
- গীবত
- ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
- কালেমা শাহাদাত : এক বিপ্লবী ঘোষণা
- আহসান ইসলামী ব্যাংক ইন্টারভিউ গাইড
- আল্লাহর দিকে আহ্বান
- আল আসমাউল হুসনা
- বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান
- আমপারা (উচ্চারণসহ বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ)
- রুহের রহস্য

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০